



# প্রতিবাদী কলম



PRATIBADI KALAM • Daily • 13<sup>th</sup> Year, 20 Issue • 20 January, 2022, Thursday • ৬ মাঘ, ১৪২৮, বৃহস্পতিবার • আগরতলা, পশ্চিম ত্রিপুরা • ১০ পৃষ্ঠা • ৫ টাকা • R.N.I. No. TRIBEN/2010/33397

## দশ মিনিটের ডিএ জীবন ও স্বাস্থ্য ফিট

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, আগরতলা ১৯ জানুয়ারি।। সভা মাঝে দুঃশ্বাসন নিয়মিত করেন শীর্ষানন্দমজা করে ছেলেরা এইসব দৃষ্ট্য ছড়া কেটে থাকে, তবে বুঝি এইবার এই রকমই শুরু হতে যাচ্ছে মনের মত হয় না, তার জন্যও ত্রিপুরা সরকারের অফিসে অফিসে।

হয়, লম্বা হয়ে শুয়ে থাকা, যাকে বলে শ্বাসন। ব্যায়াম করার পর যেহে গেলো শরীর পরিষ্কার করার দরকারও হতে পারে। হ্যান্ডস-ফ্রি এক্সারসাইজ করতে হবে, সেটাও মনের মত হয় না, তার জন্যও ত্রিপুরা সরকারের অফিসে অফিসে।

হয় না, এখন থেকে কি কর্মচারীদের ব্যায়ামের পোশাক নিয়ে আসতে হবে, আবার ভরা পেটে শারীরিক কসরত করার নিয়ম নেই, তাহলে কি এখন অফিসে না খেয়ে আসতে হবে কর্মচারীদের, এই প্রশ্নের জবাব এখনও পাওয়া যায়নি পোশাক

মানে তো কোনও কিছু অনুমোদন করা, বিশেষত কোনও কিছুর জন্য নিয়মাবলি। প্রতিদিন ব্যায়ামের জন্য দশমিনিট ডেইলি অ্যালাউন্স বা ডিএ। রাজ্যের প্রত্যেকটি সরকারি দফতরের কর্মীরা প্রতিদিন ১০

- Fitness at Karmabhoomi:** Everyone would be allowed 10 minutes time to do hands free exercises wherever he or she sits except schedule meeting times as may be fixed by the Head of Office (HoO). Few standard exercise protocols may also be circulated by Youth Affairs & Sports Department as may be needed. This is done in conformity with Fit India Movement for inspiring its employees to be more physically active and find time for betterment of their standard of living.
- Sharing with family members:** The Government recognizing that welfare of employees is one of the prime tasks of personnel management, improvement in the working and living conditions of the employees and their families leads to efficiency and high morale amongst them. This can also improve productivity, enhance ownership, and promote collaborative work culture. The workplace should be an environment where positive thoughts are promoted and constructive feedback is embraced. Therefore, it has been decided that every Government employee will be allowed to avail half-day off once in a year in that working day (as fixed by the HoO), with a view to narrate or discuss with his/her family members

মহাকরণের জেনারেল এডমিনিস্ট্রেশন দফতর থেকে সরকারি কর্মচারীদের ১০ মিনিটের ব্যায়াম এবং হাফ ডে ছুটির জন্য জারি হওয়া নোটিফিকেশনের একাংশ।

প্রতিদিন সরকারি প্রতিষ্ঠানে কর্মচারীদের দশ মিনিট করে ব্যায়াম করার চান। একসাথেও সবাই করতে পারেন, আবার যার যার নিজের মতও সারতে পারেন। কর্মচারীদের উদ্যমী করতে, তাদের পরিবারকে সন্তুষ্ট করতে এই চাপা জীবন শৈলীর আমলানি করা হচ্ছে। ব্যায়াম করা ছাছোর পক্ষে উপকারী বটেই, তবে তার কিছু নিয়মও আছে। ভরা পেটে তা করা যায় না। যেকোনও পোশাক পরেও নয়, আবার ব্যায়াম একটা নির্দিষ্ট সময়ের জন্য না করলে যেমন উপকার নেই, তেমনি ব্যায়ামের পরেও নির্দিষ্ট সময় বিশ্রাম নিতে

খোলা হাওয়া। ফলে হয়ত দেখা যাবে সদর ডিএম অফিসের সামনের ঢাচাল থেকে দুপুরের একটা সময়ে থপ-থপ আওয়াজ ভেসে আসছে আখাউড়া রোডের দিকে। হ্যান্ডস-ফ্রি করে করে ফিট লাইফস্টাইলে অভ্যস্ত হয়ে চনমনে শরীরও মনে আরও এগিয়ে যাবার ইচ্ছা থেকে হয়ত অফিস মাঝে শীর্ষাশ্বন, বুকডন, অর্ধমৎসোদ্রাসন, ইত্যাদিও শুরু হবে। চাপা শরীরে ব্যায়ামের পর খিদে পাবেই, হয়ত একদিন সরকার অফিসে অফিসে রান্নাঘরেরও ব্যবস্থা করে দেবেন। কিন্তু সব পোশাকে যেতেই ফিজিক্যাল এক্সারসাইজ

- প্রতিটি সরকারি দফতরে কর্মচারীদের ১০ মিনিটের ফ্রি হ্যান্ড ব্যায়ামের সুযোগ।
- এখন থেকে প্রত্যেক সরকারি কর্মচারীকে বাড়তি 'হাফ ডে' ছুটি নেওয়ার ঘোষণা। পরিবারের সদস্যদের সঙ্গে নিজেদের অফিস সম্পর্কে আলোচনা করার জন্য এই 'হাফ ডে' ছুটি।
- যুব কল্যাণ ও ক্রীড়া দফতরকে 'স্ট্যান্ডার্ড এক্সারসাইজ প্রটোকল' তৈরি করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।
- রাজ্য এবং জেলাস্তরের সরকারি কার্যালয়ে 'আইডিয়া বক্স' লাগানোর নির্দেশ।
- সরকারি নোটিফিকেশনের প্রতিলিপি পাঠানো হয়েছে প্রত্যেক দফতরের প্রধান সচিব, সচিব সহ সংশ্লিষ্ট আরও ১০ জন উচ্চপদস্থ আধিকারিকদের কাছে।

পালটে এক্সারসাইজ করে, শরীর পরিষ্কার করে পুরো বিষয় শেষ কি দশ মিনিটে হবে, এই প্রশ্নও অমীমাংসিত। আবার যদি কেউ খেয়ে আসেন পেট খালি হতে হতেই লাঞ্চ আওয়ার এসে যাবে, সেই পেট খালি হতে হতে অফিস ছুটির সময় হবে, ক্রান্ত শরীরেও তো এক্সারসাইজ হবে না। যাইহোক, পজিটিভ এপ্রোচ রাখলে, চিন্তা ঠিক রাখলে টাকার হিসাবে ডিএ না পেলেও কর্মচারীরা মস্ত সুযোগ পাচ্ছেন একেবারে ফিট হয়ে উঠতে। অ্যালাউন্স কথার প্রথম

মিনিট করে 'ফ্রি হ্যান্ড' ব্যায়াম করার তে পারবেন। অর্থাৎ ব্যায়ামের কোনও যন্ত্রাদি ছাড়া, প্রত্যেক সরকারি কর্মচারী এখন থেকে ইচ্ছে করলেই নিজেদের অফিসে প্রতিদিন ১০ মিনিট করে ব্যায়ামে সময় কাটাতে পারবেন। যদি এমন হয়, প্রত্যেকটি সরকারি অফিসের একেকটি রংমে সবাই মিলে একসঙ্গে ১০ মিনিট ব্যায়াম করবেন, সেটাও সম্ভব। খুব শীঘ্রই প্রত্যেক সরকারি দফতরের বিভিন্ন কার্যালয়ে এ বিষয়ক সরকারি নির্দেশ পৌঁছে যাবে।

### প্রত্যাখ্যাতদের প্রত্যাবর্তনে ক্ষোভের আগুন

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি আগরতলা, ১৯ জানুয়ারি।। দীর্ঘ শ্বাসন ক্ষমতায় থাকাকালীন এদের বিরুদ্ধেই জমে উঠেছিল পূজীভূত ক্ষোভ। এদের পাপের প্রায়শ্চিত্ত করতে গিয়েই সুসংগঠিত দলকেও হারাতে হয়েছিল ক্ষমতার মনসন। দলের ভেতরে এবং দলের বাইরে এদের তাক করেই ফৌঁস করে উঠেছিলেন সভা-সমর্থক এবং সাধারণ মানুষেরা। ক্ষমতা হারানোর প্রায় চার বছর পরেও প্রায়শ্চিত্ত থেকে শিক্ষা না নিয়ে মানুষের ক্ষোভের বর্ষা মুখে থাকা নোতাদেরকে ফের সংগঠনের শীর্ষে ফিরিয়ে আনছে সিপিএম। নির্বাচনের মাত্র ১৩/১৪ মাস বাকি এখন রয়েছে। এই মুহূর্তে সিপিএম যেভাবে দলকে সাধারণ মানুষের গ্রহণযোগ্য অবস্থায় না নিয়ে গিয়ে অপমন্দের মুখওলোকে সামনে নিয়ে আসছে, এতে করে সিপিএম ফের নিজেদের কবর নিজেদের খুঁড়তে

● এরপর দুইয়ের পাতায়

## মন্ত্রী ঘনিষ্ঠের চাকরি বাঁচাতে কেন্দ্র ও রাজ্যের তথ্য হেরাফেরি

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৯ জানুয়ারি।। মন্ত্রী ঘনিষ্ঠ এক ব্যক্তির চাকরি বাঁচাতে গিয়ে জালিয়াতি চলেছে সরকারি নথিতে। রাজ্য গ্রামোন্নয়ন দফতরের তথ্য যদি চলে উত্তরে তবে নিশ্চিতভাবেই কেন্দ্রীয় গ্রামোন্নয়ন মন্ত্রকের তথ্য দক্ষিণ দিকে সূচিত করছে। কেন্দ্রা ঠিক আর কেন্দ্রা

জালিয়াতির আশ্রয় নেওয়া হয়েছে শুধুমাত্র রাজ্য সোশ্যাল অডিট ইউনিটের অধিকর্তা সুনীল দেববর্মার চাকরি বাঁচানোর জন্য। আর যা করতে গিয়ে আন্ত সরকারকেই বিপদের মুখে ঠেলে দেওয়া হয়েছে। রাজ্য গ্রামোন্নয়ন দফতরের তথ্য ২০২১-২২ অর্থ বছরের সোশ্যাল অডিট এখনও

হয়েছে। পাশাপাশি রাজ্য সোশ্যাল অডিট ইউনিটের ওয়েবসাইটে আ্যাকশন প্ল্যানের রাজ্যের ১১৭৮টি গ্রাম পঞ্চায়েত ও ভিলেজ কাউন্সিলে রেগা পিএমএওয়াই এবং এনএসএপি'তে আগামী ১ মে থেকে সোশ্যাল অডিট শুরু হবে বলে জানানো হয়েছে। এই লক্ষ্যেই প্রতিটি জেলায় সোশ্যাল অডিট

**Action Plan for FY-2021-22 : Social Audit of MGNREGS, PMAY-G & NSAP will be conducted in 1178 nos of GP/VCs under 58 nos of RD Blocks of 8 District with a commencement from 01/05/2021. Details calendar of Social Audit may be seen in Social Audit Scheduled Section.**

Sl. No.	Block Name	GP/VCs	Start Date	End Date
1	Barak	10	01/05/2021	01/05/2021
2	Bongaigaon	10	01/05/2021	01/05/2021
3	Chandpur	10	01/05/2021	01/05/2021
4	Dakshin	10	01/05/2021	01/05/2021
5	Dakshin	10	01/05/2021	01/05/2021
6	Dakshin	10	01/05/2021	01/05/2021
7	Dakshin	10	01/05/2021	01/05/2021
8	Dakshin	10	01/05/2021	01/05/2021
9	Dakshin	10	01/05/2021	01/05/2021
10	Dakshin	10	01/05/2021	01/05/2021

ভুল, এটা বুঝতে গিয়েই গোলকধাঁধা তৈরি হয়েছে সর্বত্র। তবে কেন্দ্র এবং রাজ্যের তথ্য যাই বলুক, এই তথ্যের সূত্র যে সোশ্যাল অডিট ইউনিট এটা স্পষ্ট। তাহলে ঘটনা ঘটেছে কিভাবে তাই এখন লক্ষ কোটির প্রশ্ন। জানা গেছে, এই

শুরুকি করা হয়নি। তা শুরু হবে মার্চ মাসের পর অর্থাৎ আগামী অর্থ বছরে। অপরদিকে, কেন্দ্রীয় গ্রামোন্নয়ন মন্ত্রকের পোটিাল বলছে, গত ১৯ জানুয়ারি পর্যন্ত রাজ্যে ১১৭টি গ্রাম পঞ্চায়েত ও ভিলেজ কাউন্সিলের সোশ্যাল অডিট সম্পন্ন

ক্যালেন্ডারও তৈরি হয়েছে। স্বভাবিকভাবেই প্রশ্ন উঠে, ২০২১-২২ অর্থ বছরের জন্যে সোশ্যাল অডিট আগামী বছর শুরু হবে — এমন তথ্য রাজ্য সরকার কোথায় ঘটা? এটা যদি সত্যি হয়

● এরপর দুইয়ের পাতায়

## নেশা সেবনকারীদের 'নতুন' মাধ্যমে

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৯ জানুয়ারি।। রাজ্যে নেশা সেবনকারীদের সংখ্যা কতটা বেড়েছে তা ইদানিকালে রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীর বক্তব্যগুলো শুনলেই যে কেউ আন্দাজ করতে পারবেন। গত দু'মাসে মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব অত্যন্ত কয়েক ডজনবার শিরাপথে মাদক গ্রহণ, এঁচটাহাতি এইডস্ সংক্রমণ সহ বিভিন্ন সংশ্লিষ্ট বিষয়ে বক্তব্য রেখেছেন। হয়তো রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীও স্বপ্নে কল্পনা করতে পারবেন না, উনার রাজ্যে একাংশ যুবক এবং তরুণেরা নেশার নামে

দুটো সরকারি দফতরের কাছে এমন তথ্য উঠে এসেছে, যা ভ্রাগ বিষয়ক

সম্প্রতি কয়েকজন যুবকদের চিহ্নিত করা হয়েছে, যারা নেশার নামে

An Initiative by Joyjit Saha

**Big Books**

NURSERY | CBSE | TBSE | COMPETITIVE | COLLEGE | UNIVERSITY

AN ISO 9001:2015 CERTIFIED COMPANY

পারুল প্রকাশনী

9774414298

53 Shishu Uddyan Bipani Bitan A. K. Road Agartala 799001

বিজ্ঞাপন বিভাগ না-হয়ে 'পারুল' নামের পাশে 'প্রকাশনী' দেখে পারুল প্রকাশনী-রই কিনুন

রাজ্যের অবস্থানকে আরও তলানিতে নিয়ে দাঁড় করালো।

নিজেদের যৌনাদ্বে ইনজেকশনের মাধ্যমে ভ্রাগ নেয়। ভয়ঙ্কর এই

পদ্ধতিটি ইতিমধ্যেই বেশ 'জনপ্রিয়তা' লাভ করেছে রাজ্যের দুটো জেলার একাংশ নেশা সেবনকারীদের মধ্যে। বৃথবার রাজ্য সরকারের নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক এক উচ্চ আধিকারিক বলেন— 'এতদিন আমরা ইনজেকশনের মাধ্যমে নেশা গ্রহণ করার কথাগুলো জানতাম। মুখ্যমন্ত্রীও সাম্প্রতিককালে বহু জায়গায় এনিয়ে কথা বলেছেন। কিন্তু যৌনাদ্বে ইনজেকশন নেওয়ার ভয়ঙ্কর ঘটনা যেভাবে ছড়িয়ে পড়ছে তা অত্যন্ত উদ্বেগজনক।' এমনটা কি সত্যিই সম্ভব? এই প্রশ্নের উত্তরে সরকারি আধিকারিক

### খবরের জেরে এফআইআর

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, বিলোনিয়া, ১৯ জানুয়ারি।। ঋষামুখ ব্লক'র মণিরামপুর এডিসি ভিলেজ ফান্ডের অন্তত ১৫ লাখ টাকা বেআইনিভাবে তুলে নেওয়া হয়েছে, এই অভিযোগ থানায় জানানো হয়েছে। অভিযোগে জানিয়েছেন ঋষামুখ ব্লক'র বিভিন্ন, অভিযুক্ত করা হয়েছে সেই ভিলেজের সচিবকে। এই সচিব রাজ্য সরকারের কর্মচারী হলেও, এডিসি প্রশাসনে ডেপুটেশনে আছেন। থানায় জানানো অভিযোগ নিয়েও প্রশ্ন তৈরি হয়েছে। দীর্ঘদিন ধরে ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট থেকে চেক টাকা তুলে নেওয়া হলেও, সেই ঘটনা কী করে বিভিন্ন কিংবা সংশ্লিষ্ট পঞ্চায়েত এক্সটেনশন অফিসার'র চোখে পড়ল না, সেই নিয়ে প্রশ্ন আছে। উদ্ধতন কর্তৃপক্ষ খনন কাজ রুটিন সিডিউলে খতিয়ে দেখে, তখনই এই গরমিল ধরা পড়ে। তারপরেও দীর্ঘদিন চলে যায়, কোনও ব্যবস্থা নেওয়া হয়নি। ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট থেকে চেক দিয়ে আর টাকা তোলার কোনও ব্যাপারই নেই। তারজন্য ডিজিটাল ব্যবস্থা চালু হয়েছে, সরাসরি বেনিফিসিয়ারির অ্যাকাউন্টে টাকা ঢুকে যাওয়ার পদ্ধতি চালু হয়েছে, তারপরেও অ্যাকাউন্ট থেকে একাধিক চেক টাকা তোলা হয়েছে যেখানে অ্যাকাউন্টে আর চেক সুবিধা থাকারই কথা না, কিন্তু তাতেও ব্লক স্তর থেকে বিষয়টি কী করে চোখে পড়ল না, এসব নিয়ে প্রশ্ন তৈরি হয়েছে। সেই ব্লক অফিস থেকেই এইরকম দাবি করে বলা হয়েছে, নির্বাচিত পিএলজ কমিটির মেয়াদ শেষ হয়ে যাওয়ার পরে এডিসিতে ডেপুটেশনে থাকা কর্মচারী কী করে ভিলেজ কমিটির দায়িত্বে থাকেন, সেই নিয়েও প্রশ্ন উঠেছে। হিঙ্গামত সেখানে রাজ্য সরকারের কর্মচারীর দায়িত্বে থাকার কথা ছিল। অভিযোগ জানানো হয়েছে দক্ষিণ জেলা শাসকের নির্দেশে। যদিও আগেই ব্লক থেকেই সেই অভিযোগ জানানো যেত বলে ব্লকের কারও কারও অভিমত। প্রতিবাদী কলম গত ২১ ডিসেম্বরে "এডিসি ভিলেজের উদ্যোগ ১৫ লাখ, সেই এফআইআর, সাসপেনশন" ● এরপর দুইয়ের পাতায়

এয়ারপোর্টে সেলফি

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, সাঙ্গম, ১৯ জানুয়ারি।। এয়ারপোর্টস অথরিটি অব ইন্ডিয়া (এএআই ) সেলফি কনস্টেন্ট করছে, ২২ জানুয়ারি পর্যন্ত তা চলবে। আগরতলা এয়ারপোর্টকে ব্যাকগ্রাউন্ডে রেখে সেলফি পাঠাতে হবে ওয়াশিংটনে ৯৪০২১৪০০৩০ নম্বরে। তবে সেলফি হচ্ছে হতে টার্মিনাল বিল্ডিং'র ভিতরে বা বাইরে, টার্মিনাল বিল্ডিং ছবিতে থাকতে হবে, এয়ারপোর্টের অন্য জায়গার ছবি চলবে না। #MYAirportSelfie কনস্টেন্ট দেবোদান এয়ারপোর্টের জন্যও আছে। ● এরপর দুইয়ের পাতায়

## জাতীয় শিক্ষানীতির সংশোধনী মাতৃভাষাকে সুনিশ্চিত করেছে



প্রেস রিলিজ, আগরতলা, ১৯ জানুয়ারি।। মাতৃভাষার পাশাপাশি অন্যান্য ভাষার চর্চা অভিজ্ঞতায় সমৃদ্ধ হতে সহায়তা করে। প্রধানমন্ত্রীর সুযোগ্য নেতৃত্বে জাতীয় শিক্ষা নীতির সংশোধনীর ফলে মাতৃভাষায় শিক্ষা গ্রহণের সুযোগ সুনিশ্চিত হয়েছে। বৃথবার রবীন্দ্র শতবার্ষিকী ভবনে আয়োজিত ৪৪তম ককবরক সাল-২০২২ শীর্ষক অনুষ্ঠানের উদ্বোধন করে এই কথা বলেন মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব। অনুষ্ঠানে ককবরক টিচার্স হ্যান্ডবুক, স্যুডেনরি, ম্যাগাজিন-সহ আরও বেশ কিছু প্রকাশনার আবরণ

উন্মোচন করেন মুখ্যমন্ত্রী-সহ অন্যান্য অতিথিগণ। এবারের ককবরক সাল উদযাপনের মূল ভাবনা হলো- 'মাতৃভাষাকে সম্মান জানাই'। শিক্ষা দফতরের অধীন ককবরক ভাষা ও অন্যান্য সংখ্যালঘু ভাষা অধিকার এবং জনজাতি কল্যাণ দফতরের অধীন উপজাতি গবেষণা ও সংস্কৃতির কেন্দ্রের যৌথ ব্যবস্থা পনায় এদিনের অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখতে গিয়ে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, ককবরক ভাষার প্রতি সম্মাননা স্বরূপ গভাভড়ার নাম পরিবর্তন করে গভাভুইসা এবং আঠারমুড়ার নাম পরিবর্তন করে

হাচুক বেরেম করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে রাজ্য সরকার। জাতীয় ও আন্তর্জাতিক ভ্রমণ পিপাসুদের কাছে ভ্রমণ ভ্রমণের মাধ্যমে ও সড়ক পথে রাজ্যে আগত যাত্রীদের মাধ্যমে এই দুই জায়গার নতুন নামাকরণ অনায়াসে বিশ্ব আঙ্গিনায় পৌঁছে যাবে। মাতৃভাষার পাশাপাশি নিজস্ব কৃষ্টি সংস্কৃতির পরম্পরাকে সঙ্গে নিয়ে ককবরক ভাষা সহ অন্যান্য ভাষার চর্চা দ্বারা অভিজ্ঞতা সমৃদ্ধতার পথ সুগম হয়। ককবরক ভাষা চর্চার প্রতি আরও আগ্রহী হওয়ার লক্ষ্যে সবার প্রতি আহ্বান রাখেন। মুখ্যমন্ত্রী বলেন, যত বেশি ভাষা ● এরপর দুইয়ের পাতায়

## হ্যাকার গ্রেফতার ঢাকায়

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, ঢাকা, আগরতলা ১৯ জানুয়ারি।। গতবছর আগরতলার জিবিপি হাসপাতাল'র টয়লেট থেকে যে তুরস্কের নাগরিক এটিএম হ্যাকার পালিয়ে গিয়েছিলেন, সেই হাকান যানবুরকান ঢাকায় গ্রেফতার হয়েছেন। বাংলাদেশ পুলিশের কাউন্টার টেরোরিজম অ্যান্ড ট্রান্সন্যাশনাল ক্রাইম ইউজি (সিটিটিসি) ঢাকার অভিজাত এলাকা গুলশান থেকে যানবুরকান এবং স্থানীয় নাগরিক মফিউল ইসলামকে গ্রেফতার করেছে এটিএম জালিয়াতির চেষ্টার জন্য। হাকান যানবুরকান ত্রিপুরার কেন্দ্রীয় সংশোধনগারে ছিলেন জাল এটিএম কার্ড দিয়ে ১০ লাখ টাকার বেশি তুলে নেওয়ার জন্য। গত ৯ জুলাই অসুস্থ হওয়ার ভান করে জিবিপি হাসপাতালে আসেন হাকান। টয়লেটে গিয়ে পালিয়ে যান। পরে



জানা যায় স্থানীয় কিছু দাগির সাথে পালানোর পরিকল্পনা করা হয়েছিল। হাকান সংশোধনগারে বাংলাদেশি সিমি দিয়ে ইন্টারনেট ব্যবহার করতেন, প্রায় ২০ মাস আন্ডার ট্রায়াল প্রিজনার হিসেবে ছিলেন। হাকানের সাথে দুই বাংলাদেশি নাগরিকও গ্রেফতার হয়েছিলেন। তারা পশ্চিমবঙ্গে গ্রেফতার হয়েছিলেন, সেখান থেকে আগরতলায় আনা হয়। তাদের নামে আসামেও মামলা আছে। ত্রিপুরা সরকার হাকানের পালানোর ব্যাপারে একটি তদন্ত কমিটিও করেছিল। হাকান হাসপাতাল থেকে পালিয়ে বাংলাদেশে চলে যান এক মহিলার সাহায্য নিয়ে। সেই এটিএম জালিয়াতির সূত্র ধরে আগরতলায় স্থানীয় এক যুবককে জিজ্ঞাসাবাদের জন্য আটক করা হয়েছিল, তার বিরুদ্ধে অভিযোগ ছিল বেআইনিভাবে কারেগি এক্সচেঞ্জ করার। সেই যুবক পশ্চিম থানার কাউন্টিতে মারা যান। সেই নিয়েও ম্যাজিস্ট্রিয়াল দপ্তর, ইত্যাদি হয়েছে, অ্যাকশন কিছু হয়েছে বলে শোনা যায়নি। গত ২ থেকে ৪ জানুয়ারি হাকান ইস্ট ব্যাঙ্ক লিমিটেড'র বিভিন্ন বুথ থেকে ৮৪ বার টাকা তোলার চেষ্টা করেন, কিন্তু সেই ব্যাঙ্কের সাইবার সিকুরিটি ব্যবস্থা সতর্ক করে দেয় ব্যাঙ্ক কর্তৃপক্ষকে। ● এরপর দুইয়ের পাতায়

## অধিকর্তাকে তলব মহাকরণে

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৯ জানুয়ারি।। রাজ্যের সাংসদ প্রতিমা ভৌমিক এবং পরিবহনমন্ত্রী প্রণজিৎ সিংহ রায়। এই দু'জন বিমানবন্দরে প্রবেশ

করলে কিভাবে উনাদের খুশি করবেন, এটাই চাকরি জীবনে এখন একমাত্র লক্ষ্য মহারাজা বীরবিক্রম বিমানবন্দরের অধিকর্তা রাজীব কাপুরের। বিমানবন্দরের অন্যান্য যাত্রী এবং তাদের ন্যূনতম পরিষেবা নিয়ে এতটাও চিন্তিত নন শ্রীরাজীব। সবচেয়ে জখনা বিষয় হলো, উনি সুযোগ পেলেই বিভিন্ন স্তরের কর্মীদের 'বেহেন' এবং এরপরে আরও দুটো অক্ষর যুক্ত করে গালাগালি করেন। মুখ বুজে সবাই সহ্য করে নেন। তবে বৃথবার রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী রাজীববাবুকে তলব করেছেন। অনেকেই বলতে আরম্ভ করেছেন, উনার নামের পন্থী ভারতীয় সিনেমার জনপ্রিয় কয়েকজন অভিনেতার সঙ্গে মিলে



আধিকারিক। আদতে তা একেবারেই যে নয়, তা প্রতিদিন মহারাজা বীরবিক্রম বিমানবন্দরের অন্দরে প্রমাণিত হচ্ছে এবং বৃথবার মুখ্যমন্ত্রীর তলবের পর আবার প্রমাণিত হলো। বিমানবন্দরের বিভিন্ন বিমান সংস্থার কর্মী,

সিকিউরিটি স্টাফ সহ বিমান যাত্রীদের সঙ্গে ঘন ঘন বচসায় জড়িয়ে পড়ছেন তিনি। বিমানবন্দর অধিকর্তা রাজীববাবুর বেহিসেবি চালচলন এমন পর্যায় নিয়ে গিয়ে পৌঁছেছে যে, বৃথবার রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব উনাকে নির্দেশ দিয়েছেন। এদিন সন্ধ্যায় মহাকরণে ছুটে গেছেন রাজীববাবু। বেশ কিছুক্ষণ দু'জনের মধ্যে আলোচনা হয়েছে বলে জানা গেছে। মহাকরণ সূত্রের খবর, মুখ্যমন্ত্রী ডেকে রাজীববাবুকে বিমানবন্দরের ভেতরে ঘটে চলা বিভিন্ন অনিয়ম নিয়ে জিজ্ঞাসাবাদ করিয়েছেন। খবর এটাও, বৃহস্পতিবার দুপুর থেকেই লম্বা ছুটিতে যাচ্ছেন তিনি। গত ১২ জানুয়ারি এই পত্রিকাতে রাজীববাবুকে নিয়ে, উনার ছবি সহ একটি খবর প্রকাশিত হয়। সেই খবরের পরে বিমানবন্দরের বিভিন্ন ● এরপর দুইয়ের পাতায়



## সোজা সার্প্টা এর নাম বিকাশ ?

ডাবল ইঞ্জিনের সরকার, হীরা যুগ। কত কি শুনতে পাওয়া যায়। করোনার মধোই দেশের প্রধানমন্ত্রীকে এনে হাজার-হাজার মানুষ জড়ো করে রাজ্য সরকার এবং সরকারের প্রধানের প্রশংসার জন্য জনসভা করতে হয়। কিন্তু করোনার কঠিন সময়ে রাজ্যের গুরুত্বপূর্ণ এবং প্রধান রেফারেল হাসপাতাল জিবিতে একবার পা দিলে আপনার মনে হবে এ কোন সভ্য দেশে আমরা আছি? যত সব ভারি ভারি নাম। মঙ্গলবার দুপুরে ছিলাম জিবি হাসপাতালে। নাম ট্রমা সেন্টার। বিশ্বাস করুন পা দিয়ে মনে হয়েছে মাছের বাজারেও এর চেয়ে ভিড় কম। প্রায় দুই ঘণ্টা বিদ্যুহীন। চিকিৎসকরা বাধ্য হয়ে মোমবাতি জ্বালিয়ে রোগী দেখলেন। না দেখে উপায় নেই কেননা অন্ধকারে তখন ট্রমা সেন্টারে কয়েকশো রোগী এবং তাদের আত্মীয় পরিজনদের ভিড়। অন্ধকারে নিরাপত্তারক্ষীরা আলোর খোঁজে দেখলাম ট্রমা সেন্টারের বাইরে। জনগণের ভোটে যারা জনগণের সেবার জন্য নেতা-মন্ত্রী হয়েছেন তাদের ঘরে নাকি ২৪ ঘণ্টা নিরবচ্ছিন্ন বিদ্যুৎ পরিষেবা দেওয়ার ব্যবস্থা আছে। অতীতে বনমালীপুর পাওয়ার হাউস থেকে জিবি হাসপাতাল এবং আইজিএম পাওয়ার হাউস থেকে সচিবালয় ও আইজিএম হাসপাতালে জেনারেটর থেকে বিদ্যুৎ পরিষেবা দেওয়া হতো। এখন তো এসব জেনারেটর বিক্রি করে দেওয়া হয়েছে। কিন্তু বিকল্প ব্যবস্থা নেই দুইটি প্রধান হাসপাতালের জন্য। তবে নেতা-মন্ত্রীদের ঘরে যাতে ২৪ ঘণ্টা বিদ্যুৎ থাকে তার ব্যবস্থা নাকি আছে। ভাবতে অবাক লাগে ডাবল ইঞ্জিনের সরকার, হীরা যুগে কি না হাসপাতালে তাও রাজ্যের এক নম্বর হাসপাতালে ঘটীর পর ঘণ্টা বিদ্যুহীন থাকতে হয়। মোমবাতি জ্বালিয়ে চিকিৎসা করতে হয়। তারপরও কি বলতে হবে চার বছরে এরাজে সতিা সতিা কোন বিকাশ হয়েছে?

## বৃদ্ধ বাবাকে

● **দশের পাতার পর** - লোকজনদের প্রশ্ন, এই ভাবে অসহায় বৃদ্ধাদের সন্তানরা ছেড়ে দিলে কারা দেখবেন। প্রসঙ্গত, রাজ্যে একাধিক বৃদ্ধাশ্রম রয়েছে। বয়স্কদের বৃদ্ধাশ্রমে রাখার প্রবিধানও রয়েছে। কিন্তু প্রায় সময়ই ছেলেমেয়েরা তাদের মা-বাবাকে দেখাশোনা না করে রাস্তায় ফেলে যান। এই ক্ষেত্রে তাদের দেখভালের জন্য প্রশাসনের ব্যবস্থা নেওয়া দরকার। আইন সেবা কর্তৃ পক্ষ কয়েক বছর আগেও পিএলভি-দের দিয়ে এই ধরনের অসহায় বৃদ্ধাদের উদ্ধার করে চিকিৎসা এবং বৃদ্ধাশ্রমে ভর্তি করার ব্যবস্থা করতেন। কিন্তু এখন আগরতলায় এই ধরনের অসহায় বৃদ্ধাদের উদ্ধার করার জন্য কেউ থাকছেন না।

## মৃতদেহ

● **দশের পাতার পর** - তিনিও ছুটে আসেন। ঘটনাকে কেন্দ্র করে এলাকায় শোকের আবহ বিরাজ করছে। নরেশ রায়ের দুই ছেলে। তাদের পরিবারে কোন ধরনের বামেলা নেই বলে মৃতের ছেলে দাবি করেছেন।

## আহত যুবক

● **পাঁচের পাতার পর** আসা চিআর০৭ডি০৩৪৯ নম্বরের একটি মার্কিট ইকো গাড়ির সঙ্গে সংঘর্ষ হয়। বাইক থেকে ছিটকে পড়ত যায় বাপি। সঙ্গে সঙ্গে দকল বাকিীর ক্ষীরা তাকে বিশ্রামজ্ঞাপ্রাথমিক হাসপাতালে নিয়ে আসে। বাপি দেবনাথ ডান পায়ে মাঝারিকভাবে আঘাত পেয়েছে বলে চিকিৎসক জানিয়েছেন।

## ১১ মার্চের পর

● **সাতের পাতার পর** আমাদের আরও দুই সপ্তাহ অপেক্ষা করতে হবে। আমরা কেবল কয়েক দিন আক্রান্তের সংখ্যা এবং সংক্রমণের হার কমার উপর ভিত্তি করে চূড়ান্ত সিদ্ধান্তে পৌঁছতে পারি না।

## ইডেন গার্ডেনে

● **নয়ের পাতার পর** বোর্ডে বৈঠকে কোনও দ্বিমত প্রকাশ করা হয়নি। সব সদস্যরাই একমত ছিলেন।

## অবসরের সিদ্ধান্ত

● **নয়ের পাতার পর** নামতে শরীর আর সায় দিচ্ছে না বলেই জানিয়ে দিলেন ডাবলসে বিশ্বের প্রাচীন এক নম্বর সানিয়া চলভি অস্ট্রেলিয়ান ওপেনের প্রথম রাউন্ডে ইউক্রেনের পার্টনার নাদিয়া কিচেনকো সঙ্গে জুটি বেঁধে কোর্টে নেমেছিলেন সানিয়া।

## নজির

● **নয়ের পাতার পর** অনায়াসে পেরিয়ে মানি তিনি। এই মুহূর্তে বিদেশের মাটিতে একদিনের ক্রিকেটে ১০৮ ম্যাচে ৫১০৫ রান করেছেন কোহলী।

## ডাবল হ্যাটট্রিক

● **নয়ের পাতার পর** হ্যাটট্রিকসম্পূর্ণ হয় বরেন্দ্র। কিন্তু এখানেই থামেনি তিনি। সেই ওভারের তৃতীয় বলে ডানিয়েল সামসকে আউট করে দেন। অস্ট্রেলিয়ার ক্রিকেটপল্লরচর বলেউইকেনি সেই তাকে ডাবল হ্যাটট্রিক বলা হয়।

## নিখোঁজ ব্যক্তির ঝুলন্ত মৃতদেহ

● **দশের পাতার পর** - পেয়ে দুলাল দাসের পরিজনরা ঘটনাস্থলে আসেন। ছুটে আসে পুলিশও। তবে পুলিশ ঘটনাস্থলে আসতে অনেকটা সময় কাটিয়ে গয়। তারা মৃতদেহ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য হাসপাতালে পাঠায়। ময়নাতদন্তের পর মৃতদেহ পরিজনদের হাতে তুলে দেওয়া হয়। কিন্তু দুলাল দাসের মৃত্যু নিয়ে প্রশ্ন উঠেছে। কারণ, ঘটনাটি অস্বাভ্যাক নাকি খুন তা এখনও স্পষ্ট নয়। পুলিশ ময়নাতদন্তের রিপোর্টের অপেক্ষায় আছে। এদিকে, দুলাল দাসের বোম্ব ঘটনাস্থলে এসে অভিযোগ করেন তাকে ভাইয়ের মৃত্যু সম্পর্কে বৌদি কিছুই বলেননি। তিনি সন্দেহ করছেন রয়েছে পারিবারিক কলহের কারণেই দুলাল দাসের মৃত্যু হয়েছে।

## বিদ্যুৎ নিগম ঘেরাও

● **ছয়ের পাতার পর** উদ্যোগ নেওয়া হয়। বিজেপি জেট সরকার আসার পর ২০জলকে এজন্য বিভিন্ন এলাকায় বরাত দেওয়া হয়। যথারীতি নতুন ট্রিকেলাররা উৎসাহ নিয়ে কাজ করেন। কিন্তু তাদের বিল আর মিটিয়ে দেওয়া হয় না। এদিন ট্রিকেলাররা জানিয়েছেন, আমাদের ঘরে টাকাপয়সা বেশি আটকা ছিল না। খার দেনা করে মানুষের ঘরে ঘরে বিদ্যুৎ পৌঁছে দেওয়ার চেষ্টা করেছে। কিন্তু আমাদের এখন আর বিল দেওয়া হয় না। সবাই ভিখির হয়ে গেছে। স্বপ্নের টাকা পরিশোধ করতে পারছি না। এই মুহূর্তে দ্রুত টাকা মিটিয়ে না দিলে আমরা বাড়িতেও মানুষের সামনে মুখ দেখাতে পারছি না।

## ‘নতুন’ মাধ্যম

● **প্রথম পাতার পর** সিরিজ দিয়ে হিরেইন অথবা ইয়াবা ট্যাবলেট গুলিয়ে পুশ করে নেশা সেবনকারীদের মধ্যে কয়েকজন। জানা গেছে, বা-হাত বা শরীরের অন্যান্য রগেই ইনজেকশন পুশ করতে করতে অনেক নেশা সেবনকারী আর শিরাপুশ খুঁজে পায় না। আর সেই কারণেই সর্বশেষ পস্থা হিসেবে বেছে নেনে নিজেদের যৌনাস। গোটা প্রক্রিয়াটি অত্যন্ত কষ্টদায়ক। কিন্তু নেশাা বৃঁদ হয়ে থাকার ডাভায়ন সেসব নেশা সেবনকারীরা ছিতীয়বারের জন্য আর কোনও কিছু চিন্তা করে না। বুধবার সংশ্লিষ্ট কক সরকারি দফতরের আধিকারিক বিষয়টি নিয়ে আরও জানাতে গিয়ে বলেন— ‘সম্প্রতি জরিপিত সমস্যাভালের দুই ডাক্তারবাবুদের কাছেও ওই নেশা সেবনকারীদের মধ্যে তিাজন এসে নিজেদের দেখিয়ে গেছেন। যৌনাসে যা হয়ে পূঁজ বেরোনোর কারণে ডাক্তারদের পরামর্শ নিয়ে ওরা হাসপাতালে গিয়েছিল।’ খুব শীঘ্রই রাজ্য সরকারের তরফে যদি এক বিষয়টি নিয়ে সমস্ত স্তরের ডাক্তার, নার্স সহ বিভিন্ন কলেজ এবং বিদ্যালয়ের শিক্ষক শিক্ষিকাদের সচেতন না করা হয়, তাহলে আগামীতে বিপদ ভয়ঙ্কর পর্যায়ে গিয়ে দাঁড়ায়। এই কারণেই প্রয়োজন প্রতিটি ঘরের অভিভাবকদের কড়া নজরারি। যেভাবে রাজ্যে প্রায় প্রতিদিন নেশা সেবনকারীদের নেশা করার পস্থা পাক্টাচ্ছে, যেভাবে বাড়ছে নেশা সামগ্রী বিক্রির ধুম, তাতে রাজ্য পুলিশকেও আগের সংগঠন থেকে হবে। বই ক্ষেত্রেই পুলিশের সঙ্গে নেশা করার বিষয়টি নিয়ে গোপন আত্ম তারয়ে বলে বিভিন্ন মহলের অভিযোগ। একথা কে না জানে, সরকার-নেশাসন-পুলিশ-বিভিন্ন সরকারি দফতর যদি একযোগে নেশা বিষয়টিকে দমন করতে চায়, তাহলে সময় লাগার কথা নয়। রাজ্যে যৌনাসের রগেও ইনজেকশনের মাধ্যমে নেশা প্রস্তুত শুরু হয়ে গেছে। এই ভাঙ্কর তথ্যটি নিঃসন্দেহে উদ্বেগের। দেখার আগামীদিনে এর প্রভাব কতদূর যাবে এবং কি পর্যন্ত ক্ষতিগ্রস্ত হয় যুব সমাজ!

## জাতীয় শিক্ষানীতির সংশোধনী

● **প্রথম পাতার পর** রণু কক যার তত বেশি অভিজ্ঞতা সঞ্চয়ের সুযোগ তৈরি হয়। প্রধানমন্ত্রীর দ্বিা নির্দেশনায় জাতীয় শিক্ষা নীতির সংশোধনী মার্যভাষায় চর্চায় ও শিক্ষা গ্রহণের সুযোগ সুনিশ্চিত করেছে। মুখ্যমন্ত্রী আরও বলেন, অনুষ্ঠানে প্রথমবারের মত অায়প্রকাশ হওয়া চিার্স হাড্ডক সহ অন্যান্য প্রশকনা ককবর ভাযার প্রসার ও শিক্ষা প্রসারে অগ্রণী ভূমিকা নেবে। রাজ্যের জনজাতিদের আর্থ সামাজিক জীবনমান বিকাশে ১৩০০ কোটিটাকার আর্থিক প্যাকেজ উল্লেখযোগ্য ভূমিকা নেবে। জনজাতিদের সম্মানার্থে ও সার্বিক বিকাশে সফলভাবে বাস্তবায়িত হচ্ছে। ন্যাব, পরিশ্রুত পানীয় জল, উন্নত সুডকসংযোগ, শিক্ষা, স্বাস্থ্য, বিদ্যুৎ-সহ শান্তিপূর্ণ সহাবসন সার্বিক উন্নয়নের অন্যতম শর্তগুলি সুনিশ্চিত হয়েছে। মুখ্যমন্ত্রী বলেন, চেষ্টার দ্বারাই সাফল্যের পথ সুনিশ্চিত হয়। তাই ককবরক ভাষা আয়ত্ত করার ক্ষেত্রেও পলার প্রকল্প থাকা প্রয়োজন। ভারতীয় সংস্কৃতি ও অনুষ্ঠানে পরম্পরা আমাদের ঐতিহ্য। আমাদের বক্তব্য রাখতে গিয়ে শিক্ষামন্ত্রী রতন লালা নাথ বলেন, মাতৃভাষা মাতৃদুগ্ধ সম। ত্রিপুরায় দেববর্মী, ত্রিপুরা, রিয়াং, জম্মাংগা, নোয়াটিয়া, ককই-সহ বিভিন্ন জাতি গোষ্ঠীর প্রায় আট লক্ষ মানুষ ককবরক ভাষায় কথা বলেন। বাঙ্গালীদের মধ্যেও অনেকেই ককবরক ভাষায় অভ্যস্ত। মনের ভাব প্রকাশের ভাষা যদি দুর্বল হয়ে যায় তা অত্যন্ত দুঃখজনক। সেদিকে লক্ষ্য রেখে বিভিন্ন ভাষা চর্চার প্রসারে গুরুত্ব আরোপ করেছে রাজ্য সরকার।

## সিদ্ধান্ত

● **সাতের পাতার পর** সেই ট্রেড বনলেছেন যোগী নিজেই। দলকে সামনে থেকে নেতৃত্ব দেওয়ার বার্তা দিতে যোগী আদিত্যনাথ গোরক্ষপুর সদর আসন থেকে গোটে লজার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন।

### মারিওর হাত ধরে

● **নয়ের পাতার পর** গোয়ার ফুটবলারদের ভুল বোঝাবুঝিতে হয়। মান্নার থেকে নোঙয়েরা ভুল পাস করেছিলেন। এড় বেদিয়ার উদ্দেশে বাড়ানো সেই বল ধরে মহেশ গোল করেন। গোলের মুখ ছোট করে বেরিয়ে এসেছিলেন গোলকিপার রীরজ সিং। কিন্তু মহেশ ঠাণ্ড মাথায় বল জড়িয়ে

দেন গোয়ার জালে। ৩৭ মিনিটে সমতা ফেরায় গোয়া। অর্জিঞ্জের পাস থেকে বল পেয়ে নোঙয়েরা এসসি ইস্টসেন্সেলের গোল লক্ষ্য করে শট নেন।

### মারিওর হাত ধরে

● **সাতের পাতার পর** হচ্ছে। এর আগে পশ্চিমবঙ্গ দেখিয়ে দিয়েছে, মদ থেকে সরকারের আয় কীভাবে বাড়ানো যেতে পারে। ২০২০-২১ অর্থবর্ষেই যোম পশ্চিমবঙ্গে মদ থেকে রাজস্ব আদায়ের লক্ষ্যমাত্রা ছিল ১২ হাজার কোটি টাকা। তিন মাস বাকি থাকতে, গত ডিসেম্বর মাসের দ্বিতীয় সপ্তাহেই সেই লক্ষ্যপূরণ করে ফেলে বাংলার আবগারি দফতর।

## তথ্য হেরাফেরি

● **প্রথম পাতার পর** তাহলে ১১৭টি গ্রাম পঞ্চায়েত ও ভিলেজ কাউন্সিলে সোশ্যাল অডিট সম্পন্ন হয়েছে বলে যা দেখানো হচ্ছে তা কি তাহলে ভুল? খবর, সোশ্যাল অডিট ইউনিটের অধিকর্তা সুনীল দেববর্মার অবৈধ নিয়োগকে বৈধ করতেই এই জালিয়াতির আশ্রয় নিয়েছে দফতর। অভিযুক্ত সুনীলবাবুকে অবিলম্বে বরখাস্ত করে তার জায়গায় যোগ্য কোনও ব্যক্তিকে নিয়োগ করারও দাবি উঠছে। কারণ, শুধুমাত্র নিজের চাকরির জন্যেই যেভাবে কেন্দ্র এবং রাজ্যকে বৈজ্ঞত করা হচ্ছে তা এককথায় নজিরবিহীন। এরপর আর এক কেলেক্সারির ঘটনা ঘটলেও সোশ্যাল অডিট নিয়ে একেবারেই চূপ দফতর। দুই জায়গায় দুইরকম তথ্য পরিবেশনের দায়ে সোশ্যাল অডিট ইউনিটের অধিকর্তা সুনীল দেববর্মার বিরুদ্ধে জালিয়াতি মামলা দায়ের করা হবে না কেন তা নিয়েও প্রশ্ন উঠছে।

## হাকার

● **প্রথম পাতার পর** পুলিশকে জানানো হয়, পুলিশ জাল ফেলে হাকান ও তার সঙ্গীকে মঙ্গলবারের আটক করেছে। বিভিন্ন ব্যাকের এটিএম কার্ড করেছ। এই চক্র ট্রকা তুলে নেয়। এই চক্রে বিভিন্ন দেশের লোক জড়িত, বুলগেরিয়া, তুরস্ক, ভারত, বাংলাদেশ, মেক্সিকো, প্রভৃতি দেশের নাগরিকদের জড়িত থাকার কথা এখন পর্যন্ত জানতে পেরেছে বাংলাদেশ পুলিশের সিটিটিসিই। সিটিটিসিই’র অতিরিক্ত পুলিশ কর্মিশনার মো. আশাদুজ্জামান এ বিষয়ে বিস্তারিত তুলে ধরেন তিনি নিম্নে। তুরস্কের নাগরিক হাকান আন্তর্জাতিক এটিএম কার্ড ফ্রেনিং এবং স্ক্যানিং চক্রের অন্যতম পরিকল্পনাকারী। পল্টন এলাকায় হোটেল ‘দ্য ক্যাপিটাল’-এ ষাঁটি গেড়েছিলেন হাকান। আশাদুজ্জামান বলেন, ‘গত ২ থেকে ৪ জানুয়ারি ইস্টার্ন ব্যাংক লিমিটেডের বিভিন্ন এটিএম বুথে গিয়ে তিনি বিভিন্ন দেশের একাধিক ফ্রেন কার্ড ব্যবহার করে ৮৪ বার টাকা তোলার চেষ্টা করেন। ‘কিছু ব্যাকটি আন্টি স্ক্যানিং টেকনোলজি ব্যবহার করায় অ্যানার্ম সিস্টেমের মাধ্যমে বিষয়টি নজরে আসে এবং স্ক্যানিংয়ে বাধা দিতে সক্ষম হয়।’ অস্ট্রেলিয়া, নিউজিল্যান্ড, ইউএসএ, ইন্ডিয়া, তুরস্ক, সৌদি আরব, কাত্তিয়া, জার্মানি, ভিয়েতনাম, যুক্তরাজ্য, কানাডা, বলিভিয়া, স্পেন, ফিলিপাইন, নরওয়েসহ প্রায় ৪০ টি দেশের নাগরিকের ক্রেডিট কার্ড ফ্রেন করেতিনি এ চেষ্টা চালান সিটিটিসি’র অতিরিক্ত পুলিশ কর্মিশনার জানান, প্রেপ্তার হওয়া দু’জনকে ধাক্কা থেকে বিভিন্ন মডেলের পাউচি মোবাইল ফোন, একটি ল্যাপটপ, ১৫টি ফ্রেন কার্ডসহ মোট ১৭টি কার্ড উদ্ধার করা হয়েছে তিনি বলেন, ‘তুরস্কের নাগরিক হাকান ২০১৯ সালে ভারতে এটিএম বুথ স্ক্যানিং মালিকানা আন এক তুরস্কের নাগরিক এবং দুই বাংলাদেশি-সহ প্রেপ্তার হন। আশাদুজ্জামান জানান, প্রেপ্তার হাকান ভারতে প্রায় ২০ মাস জেলে থাকার সময় আগরতলার ‘গোবিন্দ বল্লভ পুর্’ হাসপাতালে পুলিশ হেফাজতে চিকিৎসাধীন থাকা অবস্থায় পালিয়ে যান। পরবর্তীতে হাকান এক ভারতীয়ের সাহায্যে দুই লাখ টাকার বিনিময়ে বাংলাদেশে থেকে সিকিম হয়ে পালেপে পৌঁছান। সেখান থেকেডাঃডেল ডুকুমেন্ট সংগ্রহ করে নিজ দেশে তুরস্কে ফিরে যান এবং নতুন পাসপোর্টে তৈরি করেন। এই চক্রের একাধিক বাংলাদেশিসহ তুরস্ক, বুলগেরিয়া, মেক্সিকো, ভারত ছাড়াও বিভিন্ন দেশের নাগরিক জড়িত আছে বলে সংবাদ সম্মেলনে জানানো হয়। প্রেপ্তারদের দু’জনের বিরুদ্ধে রাজধানীর পল্টন থানায় ডিভিজনাল নিরাপত্তা সেক্টরে একটি মামলা দায়ের হয়েছে বলে জানিয়েছে সিটিটিসি।

## সেলফি

● **প্রথম পাতার পর** দেরাদুনের জন্য নম্বর ৯৪১০৭৭০৪১৬। এমলা নম্বর থেকে মাধ্যমে এবং ফ্লাইট ইনফরমেশন ডিসপ্লে সিস্টেম-এ জরী সেলফি দেখানো হবে। আগরতলার বিমান বন্দরে সম্প্রতি নতুন টার্মিনাল ভবন’র উদ্বোধন হয়েছে। কোভিডকালেও প্রধানমন্ত্রী জনসভা করে টার্মিনালটি উদ্বোধন করে যাওয়ার বেশ কিছুদিন পর সেই টার্মিনালে যাত্রী আসা শুরু হয়। প্রথম দিনেই যাত্রীদের পরিবহণ নিয়ে চরম অভিযোগ পাওয়া গেছে। চূড়ান্ত অব্যবস্থার অভিযোগ উঠেছে।

## পিভি সিন্ধু

● **নয়ের পাতার পর** রাজাওয়াতের বিরুদ্ধে খেলবেন। তবে প্রথম রাউন্ডে হেরে গিয়েছেন দুই ভাই সমীর বর্মা এবং সৌরভ বর্মা। আয়ারল্যান্ডের নোহট নথওয়নের বিরুদ্ধে ৪ মিনিটে চার্টেনে কারণে অবসর নেন সমীর। সৌরভ হেরে যান আজারবিজানের আদে রেসকির বিরুদ্ধে।

# জীবন ও স্বাস্থ্য ফিট

● **প্রথম পাতার পর** সরকারের অতিরিক্ত সচিব এ কে ভট্টাচার্য সম্ম্রতি এই মূলে একটি নোটিফিকেশন স্বাক্ষর করেছেন। মহাকরণের জেনারেল এডমিনিস্ট্রেশন তথা অয়ার দফতরের No.F.AS(MISC)/GA(AR)/2021 ফাইল থেকে নোটিফিকেশনটি জারি হওয়ার পরই, প্রতিলিপি পাঠিয়ে দেওয়া হয়েছে প্রতিটি সরকারি দফতরের প্রধান সচিব, সচিব, বিশেষ সচিব সহ সমস্ত অধিকর্তাদের কাছে। এখানেই থেমে থাকেনি মহাকরণের সংশ্লিষ্ট দফতরটি। প্রতিলিপি পাঠানো হয়েছে রাজ্যের রাজ্যপালের সচিব, মুখ্যমন্ত্রীর সচিব থেকে শুরু করে পুলিশের মহানির্দেশক সহ আরও অনেকের কাছে। রাজ্যের প্রতিটি জেলার জেলাশাসকের কাছেও পৌঁছে গেছে সরকারি এই নির্দেশটি। ‘ফিটনেস এট কর্মভূমি’ নামে উক্ত নোটিফিকেশনের প্রথম পেয়েটেই বলা হয়েছে, সরকারের সমস্ত কর্মচারীদের শারীরিকভাবে সুস্থ রাখার জন্য সরকার উদ্যোগটি গ্রহণ করেছে। শুধু তাই নয়, বলা হয়েছে, প্রত্যেক সরকারি কর্মচারীকে মানসিকভাবে শান্তিতে রাখা এবং তাদের পরিবারে সুখ বজায় রাখার জন্য সরকার কেন্দ্রীয় সরকারের ‘ফিট ইন্ডিয়া মুভমেন্ট’কে কেন্দ্র করে বেশ কয়েকটি সিদ্ধান্ত নিয়েছে। ‘ফিটনেস এট কর্মভূমি’ পেয়েটে বলা হয়েছে, সরকারি অফিসে কর্মচারীরা যে চেয়ার টেবিলের সামনে বসেন, সেখানেই ১০ মিনিট ফ্রি হ্যান্ড ব্যায়াম করতে পারবেন। হেড অব অফিস যদি অফিসে কোনও গুরুত্বপূর্ণ মিটিং রাখেন, সেই সময়টিতে ব্যায়াম করা যাবে না। রাজ্যের যুব কল্যাণ ও ক্রীড়া দফতর থেকে খুব শীঘ্রই ব্যায়াম করার জন্য একটি ‘স্ট্যান্ডার্ড এঞ্জারসইজ প্রোটোকল’ জারি করা হবে। সেটি প্রতিটি সরকারি দফতরে পাঠিয়ে দেওয়া হবে। সরকারি কর্মচারীদের শারীরিকভাবে সতেজ এবং মানসিকভাবে সুস্থ রাখার জন্য এই সিদ্ধান্ত। নোটিফিকেশনে বলা হয়েছে, সরকারি অফিসে কর্মচারীদের ব্যায়াম করতে পারবেন। হেড অব অফিসকে উক্ত বিষয়গুলো নিয়ে সঠিক পদক্ষেপ গ্রহণের নির্দেশ দিয়েছেন এ কে ভট্টাচার্য। তবে এই নির্দেশিকাটি এখনও সরকারি দফতরে দফতরে ছড়িয়ে পড়েনি। কারণ, এই নির্দেশিকাকে ঘিরে বেশ কয়েকটি প্রশ্নাচিহ্ন সরকারি উচ্চ আধিকারিকদের মধ্যে যোরপাক খাচ্ছে। জন্ম নিয়েছে বেশ কয়েকটি প্রশ্ন। এক, বধ সরকারি অফিসেই প্রতিটি ঘরে পুরুষ এবং মহিলারা একসঙ্গে বসে কাজ করেন। ১০ মিনিটের ফ্রি হ্যান্ড ব্যায়ামটি একটি ঘরে যৌথভাবেই পুরুষ এবং মহিলারা করতে পারবেন? দুই, ব্যায়াম করার জন্য সরকারি দফতরে নির্দিষ্ট কোনও সময় ঠিক করা থাকবে, নাকি যার যখন ইচ্ছে ব্যায়াম করতে পারবেন? তিন, মহাকরণে রাজ্যের মুখ্যসচিব থেকে শুরু করে প্রত্যেকটি দফতরের প্রধান সচিব বা সচিবদের জন্য আলাদা কক্ষ রয়েছে। উনারা কি সেই ঘরেই ব্যায়াম করবেন? চার, রাজ্য পুলিশের প্রধান কার্যালয়ে একই নিয়ম? পাঁচ, বছরে অর্ধেক বেলা সরকারি কর্মচারীরা ছুটি নিয়ে পরিবারের সঙ্গে নিজেদের অফিস নিয়ে কথা বলবেন— এটার মাপকাঠি কি হবে? ছয়, ‘আইডিয়া বক্স’-এর কর্মচারীদের পরিবারের সদস্য বা রাজ্যের সাধারণ জনগণ যা লিখে জমা দেবে, সেগুলো পড়ে দফতর পদক্ষেপ নেবে নাকি মহাকরণ থেকে এটার দফতর এর দায়িত্ব থাকবে? এমন অনেকগুলো প্রশ্ন ইতিমধ্যেই সাপুল্লারটিকে ঘিরে জন্ম নিয়েছে। দেখার, কবে থেকে প্রতিটি দফতরে সরকারি কর্মচারীরা ১০ মিনিটের ব্যায়াম এবং হাফ ছে ডুটি নেওয়া শুরু করেন।

## প্রত্যাখ্যাতদের প্রত্যাবর্তনে ক্ষোভের আশুন

● **প্রথম পাতার পর** শুরু করেছে বলে দলীয় সূত্র বলাছে। আবার সেই ভানু লাল সাহা, পঙ্কজ চক্রবর্তী, অমিতাভ দত্ত, মাধব সাহা, শুভাশিস গান্ধীর মত নেতারাই জেলা এবং বিভাগের দায়িত্বে। লোকাল কমিটিগুলোতেও প্রায় একই অবস্থা। ২০১৮ সালে পরাজয়ের মরnatান্তস্ত করে সিপিএম কি শিক্ষা নিয়েছে তা একমাত্র তরাই বলতে পারো ২০১৩ সালেও যে বিজেপি মাত্র ৫ শতাংশ ভোট পেয়েছে,সেই দলটি হঠাৎ করে ২০১৫ সালের পর থেকেই দ্রুত জনপ্রিয় হয়ে উঠতে শুরু করেছে কেনা যাদুমন্ত বলে । শূন্য থেকে সরাসরি ৩৬ আসনে জয় পেয়ে যায় কোন মানুষির চমৎকারিয়ে । এ যেন ভানুমতিবের খেল। রাজনৈতিক ময়নাতদন্ত বলছে, বিজেপির ক্ষমতা ধরালের পেছনে কেন্দ্রের জরিজুরি আর ভিশন ডকুমেন্ট যতটুকু না কার্যকর হয়েছে , এর চেয়ে ঢের বেশি কাজ করেছে সিপিএমের একাংশ নেতাদের উপর সাধারণ মানুষের ক্ষোভ। যে কারণে ভোটারের কয়েক মাস আগে থেকেই সাধারণ চা দেনাকনি থেকে শুরু করে রিকশাওয়ালা, দোলাঘের সাধারণ কর্মচারী থেকে শুরু করে সরকারি কর্মচারীরা প্রত্যেকেই মনেপ্রায়ে কাঁহত বাম সরকারবিরোধী হয়ে উঠেছিলেন। মুখে মুখে রটে গিয়েছিল, চলো পাক্টাই। কিন্তু চলো পাক্টাই এর রাজত্বে এই চার বছরেই মানুষ বহুগে গিয়েছে সরকারের মধু দিক আর ততোধিক। রাজ্যের বিভিন্ন স্থানে বিভিন্ন পেশাদার মানুষের বক্তব্য অনুযায়ী, তারা কোমভাবেই সরকারের কাছে ক্ষুণ্ণ নন। এমনকি বিজেপির সভ্য-সমর্থকেরাও মিছিল, সম্মেলন, সংগঠন ইত্যাদি করলেও মনে প্রাণে বিজেপিকে কটুত্বক ভোট দেবেন তা বলা শক্ত। কারণ এরা কখনোই বিজেপির কমিটেড ভোটার নন। প্রত্যেকেই বামদের অপছন্দ করে বলে বিজেপিকে ভোট দি়য়েছে। ক্ষমতার চার বছরেই বিজেপি জেট সরকারের যখন হতশ্রী চেহারা ফুটে উঠেছে, তখন সংগঠিত দল সিপিএমের গ্রহণযোগ্য ভাবমূর্তি নিয়ে সামনে ধরা দেওয়ার পথে। কিন্তু সম্মেলনগুলোতে দলের যে সমস্ত নেতাদের দায়িত্ব দেয়া হয়েছে তেঁদের করে অভিমুখ মুখগুলোই সামনে চলে এসেছে বলে কমরেডরা অভিযোগ করছেন। তাদের বক্তব্য, রাজ্য সম্পাদকের দায়িত্ব পালন করছেন জনপ্রিয় নেতা জিতেন্দ্র চৌধুরী, এটা দলের রক্ত শুভ দিক। বিজেপি লোকাল কমিটি, বিভাগীয় কমিটি এবং জেলা কমিটি গুলোর বেশিভাগ ক্ষেত্রেই পুরানো মুখে ভরসা রেখেছে দল। এতে করে সাধারণ মানুষ অব্যবহারি কমিটি হবেন। যে অভিযোগ এবং যে ক্ষোভের কারণে তারা এই মুখগুলোর কাছ থেকে রেহাই পেতে চেয়েছিলেন, যে কারণে তারা নম-গোহত্রীন, সংগঠনীন দল বিজেপিকে ভোট দিয়ে ক্ষমতায় বসিয়েছেন, এখন আবার সেই বিজেপিকে পাশ্টে দিতে চাইলে মানুষের প্রয়োজন গ্রহণযোগ্য মুখ। সেক্ষেত্রে কংগ্রেসের হতশ্রী চেহারা স্পষ্ট। অন্তত এখন পর্যন্ত কংগ্রেসে এমন কোন মুখ নেই যাদের দলের মানুষ ভরসা করে এগোতে পারবে। তৃণমূল সর্বশক্তি নিয়ে রাজ্যে আসলে এখানে তারা কমিটি পর্যন্ত গঠন করতে পারেনি। দূরে থাক জেলা কমিটি মহকুমা কমিটি এবং ব্লক কমিটি। বৃথ কমিটি দুর্ব্বহ। ফলে আইপ্যাক এর পরামর্শ নিয়ে সংগঠন সাজালেও তৃণমূল তেমন বেশি দূর এগোতে পারবে বলে অন্তত সাধারণ মানুষ মনে করতে পারছেন না। এছাড়া তাদের মধ্যে নেতৃত্বের সংকট রয়েছে। এই পরিস্থিতিতে একমাত্র গ্রহণযোগ্য বিকল্প হতে পারে সিপিএম। সাধারণ কমরেড এবং সাধারণ মানুষের বিশ্বাস ছিল নতুন প্রজন্মের নেতাদের হাতে দায়িত্ব তুলে দেবে সিপিএম। যাতে তেঁদের মানুষ নতুন আশায় নতুন ভরসায় তাদের উপর বিশ্বাস রাখবে। মানুষ বিজেপিকে শিক্ষা দিতে সিপিএমের তরুণ প্রজন্মকে বেছে নেবে , যে প্রজন্ম অত্যাধুনিক এবং প্রযুক্তিনির্ভর রাজ্য গঠনে বলিষ্ঠ ভূমিকা নেবে। দূর্নীতি আর স্বজ্ঞাপোষণের চাপগাপ মাড়াবে না এরা। নতুন অঙ্গিকে গড়ে উঠবে দল, যার নেতৃত্বে থাকবেন জিতেন্দ্র চৌধুরী। কিন্তু যে কায়দায় লোকাল কমিটি, বিভাগীয় কমিটি জেলা কমিটি গঠন হচ্ছে এতে করে সাধারণ মানুষ হতাশ হয়ে পড়েছেন। তাদের বক্তব্য , এই গ্রুপের নেতৃত্বে ফের সিপিএম ক্ষমতায় এলে এরা আগের মতই দূর্নীতি আর স্বজ্ঞাপোষণে ডুবে থাকবে। কেলেক্সারিতে যা বিজেপির ঠাকুরদা। তবে সিপিএম অতেরে পাকা বলে এদেরকে এত সহজে ধরা যায় না। বিজেপি চার বছরেই মানুষের ক্ষোভের কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে নানা কারণে। প্রথমত প্রতিক্রিতি খেলাপ। দ্বিতীয়তঃ রেগার মজুরি না ব্যাংকানো। কর্মচারীদের সপ্তম বেতন কমিশন না দিয়ে একম মার্চের ছুটি একটা দেওয়া। সর্ব শিক্ষার শিক্ষকদের নিয়মিত না করা। ১০মু২৪ টি কক বিকল্প কমপ্লিস্থানে বসে বাসনা না করা। বছরে ৫০ হাজার চাকরি দেওয়ার প্রতিক্রিতি ভুলে যাওয়া। তুলনায় আর্থনির্ভর ত্রিপুরার স্লোগান এ রাজ্যের বেকাররা যে ভালোভাবে নেয়নি তা নানা ভাবে প্রমাণিত। সেই জায়গায় বামদের ব্যবহারই দারি ছিল সরকারি কোদিনি সরকারি চাকরির দরজা বন্ধ করলে না। কিন্তু মানুষের ক্ষোভ ছিল একমাত্র কমরেডদের উপর। এবার সিপিএম গ্রহণযোগ্য নেত্বের হাতে দায়িত্ব নিয়েছেন অমিতাভ দত্ত। সিপিহিজলা জেলায় ভানু লাল সাহা। গোমতি জেলায় মাধব সাহা। পলাই জেলায় পঙ্কজ চক্রবর্তী। আমবাসা বিভাগে পুনরায় বিভাগীয় সম্পাদক হয়েছেন বিজন পাল। কমলপুর বিভাগের দায়িত্বে অঞ্জন দত্ত। খোয়াই বিভাগের দায়িত্বে পদ্ম কুমার বেরবর্ম। বিলোনিয়া বিভাগের দায়িত্বে তপস দত্ত। সর্ব বিভাগের দায়িত্বে শুভাশিষ গান্ধুরী। উদয়পুর বিভাগের দায়িত্বে মাকি বিশ্বাস। সোনামুড়া বিভাগের দায়িত্বে রতন সাহা। এদের প্রায় প্রত্যেকেই ২০১৮ সালের আগে একই দায়িত্বে ছিলেন। মানুষের ক্ষোভ এদের উপরে দারুণভাবে পড়েছিল। যে কারণে সাধারণ ভোটাররা রাজ্যে প্রায় শিকড়নিই বিজেপিকে বিশ্বাস করে টোটে দিয়েছিল সিপিএমকে শিক্ষা দিতে। আগামী ভাটে সিপিএম যদি বিশ্বাসযোগ্য নেতৃত্বকে সামনে দাঁড় করিয়ে দিতে পারতো তাহলে আগামী নির্বাচনে নিশ্চিতভাবেই বিজেপির জন্য অনেকটাই জুনি ছিল। কিন্তু সিপিএম যেভাবে পুরনো মুখের উপর ভরসা রেখে মানুষের ক্ষোভের আওনকে ফের জ্বালিয়ে দিয়েছে এতে আনানআপনিই অ্যাডভাটেজ পেয়ে গিয়েছে বিজেপি। কমরেডদের একাংশ অবস্থা মেলারমাঠেরে শীর্ষ নেতৃত্বের বিরুদ্ধে সংগঠনে গড়াপেটার অভিযোগ আনতে শুরু করেছেন।

## রেগায় গরমিল

● **প্রথম পাতার পর** ধামাচাপা কাতে উপমুখ্যমন্ত্রী বীষু বেরবর্মণ’র নাম জড়িয়ে যাচ্ছে, কান পাতলে তার বিরুদ্ধেও অভিযোগ শোনা যায়। তিতিই গ্রামোন্নয়ন মন্ত্রী। সোশ্যাল অডিট’র কোমর ভাঙার ব্যবস্থা হয়। নিয়ে আসা হয় অবসর যাবোয়া আমলা সুনীল দেববর্মকে। তাকে বসানো হয় সোশ্যাল অডিট’র ডিরেক্টর করে। তিনি দায়িত্ব নেওয়ার পর সোশ্যাল অডিট’র হাত-পা শুঙে যায়। কাঁঠালিয়া রুকে এই আর্থিক বছরে দশ মাস শেষ হয়ে এলেও মাত্র একটি গ্রাম পঞ্চায়েতে সোশ্যাল অডিট হয়েছে। তবে এটি কিছু’র পরেও কেন্দ্রীয় গ্রামোন্নয়ন দফতরের পোর্টালে এইসব গরমিলের তথ্য জ্বলজ্বল করছে। গত বছরে কেন্দ্রীয় গ্রামোন্নয়ন মন্ত্রী রাজ্যে এসেছিলেন। সেখানে মুখ্যমন্ত্রী, উপমুখ্যমন্ত্রী, সচিব ও অন্যান্য আমলাদের নিয়ে বৈঠক হয়। সেখানে রাজ্যের গ্রামোন্নয়ন মন্ত্রী চুপটি করেই ছিলেন বলে অভিযোগ। যা বলার আমলা আর মুখ্যমন্ত্রীই বলেছেন। বীষু দেববর্মণ’র মন্ত্রিত্বে রেগা প্রকল্পে এই রকম বিশাল বিশাল ত্রুদ্বের গরমিলের অভিযোগ যেমন সামনে আসছে, তেমনি কাজ করে টাকা না পাওয়ার অভিযোগও প্রচু র। রাস্তা অবরোধ, অফিস ঘরোণ, সবই হয়েছে।

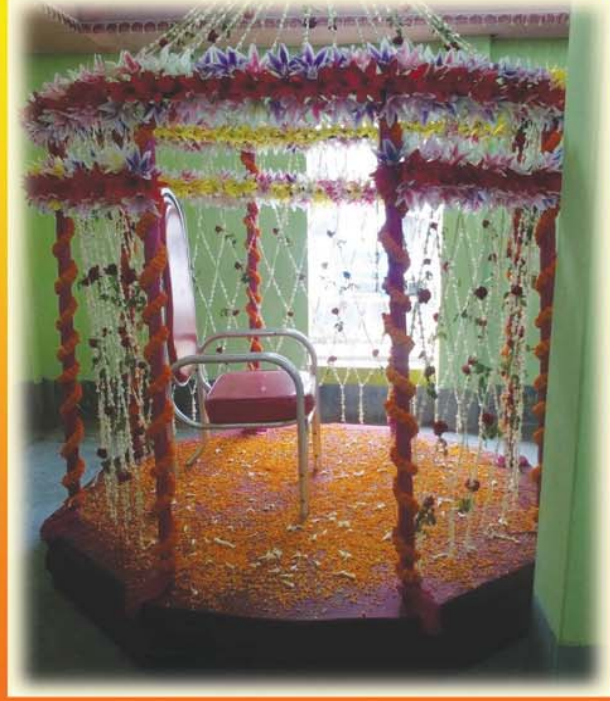
## খবরের জেরে এফআইআর

● **প্রথম পাতার পর** শিরোনামে খবর করেছিল। তারপর সেদিনই মহাকরণের প্রেস সেল থেকে উপজাতি কল্যাণ দফতর’র প্রধান সচিব’র একান্ত সচিবকে এই খবরের কথা জানানো হয় উপযুক্ত ব্যবস্থা নেওয়ার জন্য। উপজাতি কল্যাণ দফতর’র অতিরিক্ত অধিকর্তা দুই সপ্তাহ পর পঞ্চায়েত’র অধিকর্তাকে প্রতিবাদী কলাম-এ বের হওয়া খবরের কথা জানানো হয়। সেখানে বলা হয়, মুখ্যমন্ত্রীর সচিবাবলি থেকে এবং উপজাতি কল্যাণ মন্ত্রীর অফিস থেকে বিষয়টি এসেছে এবং বলা হয়েছে, মুখ্যমন্ত্রী এবং উপজাতি কল্যাণ মন্ত্রীকে জানাতে হবে তাই এই ব্যাপারে ‘অ্যান্সকন টেকন রিপোর্ট’ যেন বাত ডাড়াটিয়ে সভব দেওয়া হয়। প্রতিবাদী কলাম’র খবরের পরেই নড়া পড়ে বিষয়টি ঢকেন। বিলোনিয়া থানার ওসি দাবি করলেন, অভিযুক্ত ভিলেজ সচিব গিয়েছেন গুলেহন তান্ত চলছে। যে খবরটি ২১ ডিসেম্বরে বের হয়েছিল, সেটিও এখানে সংক্ষেপে দেওয়া হলঃ স্ব্যামুখ খবরের মণিরামপুর এডিসি ভিলেজ’র অন্তত পনের লাখ টাকা তুলে নেওয়া হয়েছে গত এক বছরে, অভিযোগ। কোনও কাজ ছাড়াই এই টাকা সরকারি অ্যাকাউন্ট থেকে তুলে নেওয়া হয়েছে চেক দিয়ে, অমত নতুন। আর্থিক নিয়মে এসব অ্যাকাউন্টে চেক’র সুবিধা থাকারই বলা হয়। বিষয়টি কেউ জানেনা, এখনও নয়, তদন্ত হচ্ছে, তবে এখন পর্যন্ত নেই কোনও এফআইআর। সংশ্লিষ্ট এক পঞ্চায়েত অফিসার টিপিএস ক্যাজার হিসেবে সিলেকশন পেয়ে বিদায় সম্বর্ধনা নিয়ে দায়িত্ব থেকে অব্যাহতিও পেয়ে গেছেন। কাজ হচ্ছে না অথচ টাকা উঠছে। এডিসি ভিলেজের নির্বাচিত কমিটির মোয়াদ শেষ হয়ে গেছে, তার দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে পঞ্চায়েত দফতর থেকে জিপিএল প্রশাসনে ডেপুটেশনে যোগা করা হয়েছে। ভারি প্রশাসনে ডেপুটেশনে থাকায় তার উপর দায়িত্ব থাকার যদিও কথা নয়, তবু ছিল। তার হাত দিয়েই সরাসরি টাকা উঠেছে বলে অভিযোগ। স্ব্যামুখ ব্লক অফিসের একটি সূত্র জানাচ্ছে যে, দীর্ঘদিন ধরেই এই টাকা তোলা চলছিল। বিডিও কিংবা পঞ্চায়েত অফিসার কী করে সেটা জানলেন না এতদিন, তা বোঝা টাকার। কী করে সেই অ্যাকাউন্টে চেক’র সুবিধা নিয়ে গেলেন, সেটাও রহস্য। কাজকে টাকা দেওয়ার হলে সেই টাকা তার অ্যাকাউন্টে পৌঁছে বিভাগীয় কল্যাণ নির্দিষ্ট কাজের নিরিখে টাকা দেওয়ার নির্দেশ মোতাবেক। পঞ্চায়েত অফিসারকে ভিলেজ কমিটিতে যেতেই হয়, বিডিও’র ডিজিটে যাওয়ার কথা। তাছাড়াও পঞ্চায়েত কিংবা ভিলেজ কমিটির খরচের হিসাব-নিকাশে স্বাভাবিক সুপারভিশনও থাকার কথা। সুত্রটির দাবি, হয় বিডিও পঞ্চায়েত অফিসার নিজেদের কাজটি করেন না, অথবা তারা সবই জানতেন, কেন চুপ করে ছিলেন, তার তদন্ত হওয়া উচিত। তাদেরও এই ব্যাপারে ডুকি আবেদন কিনা, সেটা খতিতে দেখা দরকার, কারণ ব্যাপারটি জানান জানি হওয়ার পরেও এখন পর্যন্ত কোনও এফআইআর নেই, যে যার জায়গায় বহাল আছেন, নেই সাপসনেশন। পঞ্চায়েত অফিসার জানলে , বিডিও জানবেন, বা উল্টোটাও। এই সুত্রটি দাবি করেছে যে সবকিছু মিলায়ে রহস্য প্রুথ, কে কোকে ধরে পার পাচ্ছেন, যা এতে কোন কোন রাঘবগোয়ালের হা-মুখ বন্ধ হয়েছে, সব খুঁজে দেখা দরকার। সেই সূত্রের মতে খুঁটিনাটি ধরে হিাব করলে, টাকার অঙ্ক ১৫ লাখ পেরিয়ে যাবে। এডিসির নতুন কমিটি ,তারেরও কোনও আওয়াজ নেই। কাজ হচ্ছে না ভিলেজ অথচ কোনও প্রশাসনিক জ্ঞক্ষেপও আছে কিনা, ব



# শুভমঙ্গল

সামাজিক অনুষ্ঠানের নির্ভরযোগ্য প্রতিষ্ঠান



সম্পূর্ণ শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত

মেলারমাঠ, হরিগঙ্গা বসাক রোড, আগরতলা, পশ্চিম ত্রিপুরা।  
যোগাযোগ — 9436128515 / 7005106810



# জাতীয় স্বাস্থ্য মিশন, অর্থ ও বন দফতরকে চিফ মিনিস্টার্স সিভিল সার্ভিস অ্যাওয়ার্ড

**প্রেস রিলিজ, আগরতলা, ১৯ জানুয়ারি।**। সাধারণ প্রশাসনে উল্লেখযোগ্য কাজ করার জন্য এবছর ২১ জানুয়ারি পূর্ণরাজ্য দিবসের ৫০ বর্ষ উদ্‌যাপন অনুষ্ঠানে জাতীয় স্বাস্থ্য মিশন, অর্থ ও বন দফতরকে চিফ মিনিস্টার্স সিভিল সার্ভিস অ্যাওয়ার্ড প্রদান করা হবে। তাছাড়া সিপাহিজলা জেলা ও পশ্চিম ত্রিপুরা জেলা এবং আমবাসা, যুবরাজনগর এবং সালোমা ব্লককে নাগরিক পরিষেবা প্রদানের ক্ষেত্রে বিশেষ অবদানের জন্য এই পুরস্কার দেওয়া হবে। এছাড়া প্রশাসনিক ক্ষেত্রে ভাল কাজের জন্য গেজেটেড অফিসার বিভাগে যুগ্মভাবে সিপাহিজলা জেলার জেলাশাসক বিশ্বশ্রী বি এবং একই কার্যালয়ের ওসি এরিন্দম দাস, টিআরপিসি লিমিটেডের এমডি প্রসাদ রাও ভি, যুগ্মভাবে সিপিএফ অমিত গুপ্তা ও ডিসিএফ এস সূর্য্য নারায়ণ এবং নন গেজেটেড অফিসার বিভাগে জন (এআর) দফতরের ওএস সুশীল দেববর্ম্ম, রাজস্ব দফতরের কপিয়ার মেশিন অপারেটর তাপস চৌধুরী

ও মংস্য দফতরের ফিসারি অ্যাসিস্ট্যান্ট প্রবীর চাকমাকে চিফ মিনিস্টার্স সিভিল সার্ভিস অ্যাওয়ার্ড প্রদান করা হবে। উল্লেখ্য, জাতীয় স্বাস্থ্য মিশনকে রাষ্ট্রীয় বাল স্বাস্থ্য কার্যক্রমের মাধ্যমে শিশুদের জীবনের মান উন্নয়ন করা, অর্থ দফতরকে ই-আবগারি ব্যবস্থা চালু এবং বন দফতরকে বনায়াণ, জল সংরক্ষণ এবং জলশক্তি অভিযানের মাধ্যমে সচেতনতা বৃদ্ধির জন্য এই পুরস্কার দেওয়া হবে। দফতর, জেলা এবং ব্লকগুলিকে পুরস্কার হিসেবে শংসাপত্র ও ট্রফি এবং গেজেটেড ও নন গেজেটেড অফিসার বিভাগে বিজয়ীদের যথাক্রমে ২৫ হাজার টাকা ও ১০ হাজার টাকা এবং শংসাপত্র প্রদান করা হবে। জেলা এবং ব্লকগুলিকে পঞ্চায়েত স্তরে রেগা, প্রধানমন্ত্রী আবাস যোজনা (গ্রামীণ), স্বচ্ছ ভারত মিশন, ত্রিপুরা গ্রামীণ জীবিকা মিশন (টিআরএলএম) সহ বিভিন্ন কেন্দ্রীয় প্রকল্প বাস্তবায়নের জন্য এই পুরস্কার প্রদান করা হবে। এছাড়াও

গেজেটেড অফিসার বিভাগে যুগ্মভাবে জেলাশাসক বিশ্বশ্রী বি এবং সিপাহিজলা জেলার জেলাশাসক কার্যালয়ের ওসি ডেভেলপমেন্ট অরিন্দম দাসকে জেলার ১৬৮টি গ্রামপঞ্চায়েত এবং ভিলেজ কমিটিতে সিএসআর ফান্ডের মাধ্যমে ২০ দিনের মধ্যে গ্রামীণ গ্রন্থাগার স্থাপনের জন্য, টিআরপিসি লিমিটেডের এমডি প্রসাদ রাও ভি-কে ন্যূনতম সহায়ক মূল্য চালু, প্রধানমন্ত্রী বনধন বিকাশ কার্যক্রমে বাঁশের বাবেল তৈরী, অর্জুন ফুলের ঝাড়ু তৈরির জন্য, সিপিএফ অমিত গুপ্তা ও ডিসিএফ এস সূর্য্য নারায়ণকে যুগ্মভাবে নতুন কাজের জন্য জিআইএস-এর ব্যবহার এবং অন্য দফতরকে ফরেস্ট ইনসিডেন্ট রিপোর্টিং মডিউল আপগের মাধ্যমে বাস্তবত্বের উন্নয়নে ও অরণ্য জলদর্পণ আপগের মাধ্যমে মংস্য জলাশয়ের সংখ্যা বৃদ্ধির জন্য এই পুরস্কার দেওয়া হবে। নন গেজেটেড অফিসার বিভাগে রাজস্ব দফতরের কপিয়ার মেশিন অপারেটর তাপস চৌধুরীকে

পশ্চিম জেলার অন্তর্গত মোহনপুর মহকুমায় জিআইএস ম্যাপ তৈরীতে, ত্রিপুরা ই স্ট্যাম্প এবং রাজ্যব্যাপী অনলাইন ই স্ট্যাম্প পরিষেবা, অনলাইন ই-আরওআর ইত্যাদি পরিষেবা চালুতে বিশেষ অবদানের জন্য, জিএ(এআর) দফতরের ওএস সুশীল দেববর্ম্মকে ১৬টি স্টেট ক্যাডার সার্ভিসে অনলাইন আই পি আর এস বাস্তবায়ন, সিপিগ্রামস পোর্টালে অভিব্যোগ খতিয়ে দেখার ক্ষেত্রে বিশেষ অবদানের জন্য এবং জনপ্রতিনিধিদের মাধ্যমে সময়ের মধ্যে সুবিধাভোগী নির্বাচনে, সুবিধাভোগীদের কেইজ কালচার সম্পর্কিত জ্ঞান প্রদান, সময়ের মধ্যে সুবিধাভোগীদের সুবিধা প্রদান সহ ঐতিহ্যগতভাবে উপার্জনের রাস্তার বাইরে কেইজ কালচার টেকনোলজির মাধ্যমে ১০০ জন মংস্যজীবীর অতিরিক্ত আয় সৃষ্টির জন্য মংস্য দফতরের ফিসারী অ্যাসিস্ট্যান্ট প্রবীর চাকমাকে চিফ মিনিস্টার্স সিভিল সার্ভিস অ্যাওয়ার্ড প্রদান করা হবে।

## ডাক্তার এসআই-সহ আক্রান্ত ১২৪২

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৯ জানুয়ারি।। করোনা আক্রান্তের সংখ্যা ক্রমশ বাড়ছে। লম্বা হচ্ছে মৃত্যু মিছিল। বৃধবার করোনা আক্রান্ত আরও ৪৪জনের মৃত্যু হয়েছে। নতুন আক্রান্ত শনাক্ত হয়েছেন ১ হাজার ২৪২জন। সংক্রমণের হারও ১৩.৯৪ শতাংশ। আক্রান্ত হয়েছেন আগরতলার একটি থানার মহিলা সাব ইনসপেকটরও। নতুন আক্রান্তের তালিকায় যুক্ত হয়েছেন জিরিবি হাসপাতালে কর্মরত এক চিকিৎসকও। এর মধ্যেই রাজ্য সরকার বৃহস্পতিবার থেকে করোনার নাই কারফিউ রাত ৮টা থেকে নামিয়ে আনার নির্দেশ দিয়েছে। বন্ধ হয়ে যাচ্ছে সিনেমা হল, পার্ক, পিকনিক-সহ কীর্তন। বাড়তি সংক্রমণ রপ্ততে গিয়ে রাজ্য প্রশাসন বাধা হয়েছে বেশ সতর্কতামূলক নির্দেশিকা জারি করতে। স্বাস্থ্য দফতর ২৪ ঘণ্টার মিডিয়া বুলেটিনে জানিয়েছে, এই সময়ে ৮ হাজার ৯০৮ জনের সোয়াব পরীক্ষা হয়েছে। তাদের মধ্যে ১ হাজার ৯৩ জনের আরটিপিসিআর পদ্ধতিতে পরীক্ষা হয়। বাকিদের অ্যান্টিজেন টেস্ট হয়েছে। আরটিপিসিআর-এ ১০৭জন পজিটিভ রোগী শনাক্ত হয়েছেন। অ্যান্টিজেন টেস্টে ১১৩৫ পজিটিভ রোগী শনাক্ত হন। এদিন করোনামুক্ত হয়েছেন আরও ৬৭৯জন। ২৪ ঘণ্টায় সবচেয়ে বেশি আক্রান্ত শনাক্ত হয়েছেন পশ্চিম জেলায় ৪৮৯জন। এদিকে সিপাহিজলা জেলায় ৭৬, খোয়াই জেলায় ৪৬, গোমতী জেলায় ৯৭, দক্ষিণ জেলায় ১৮৫, ধলাই জেলায় ১৪৮, উনকোটি জেলায় ১০৪ এবং উত্তর জেলায় ৯৭জন পজিটিভ রোগী শনাক্ত হয়েছেন। রাজ্যে চিকিৎসাধীন অবস্থায় থাকা পজিটিভ রোগীর সংখ্যা বেড়ে দাঁড়িয়েছে ৭ হাজার ৫০ জন। এখন পর্যন্ত করোনা সংক্রমিত ৮৪৫ জনের মৃত্যু হয়েছে। এদিকে দেশে ২৪ ঘণ্টায় বেড়েছে নতুন আক্রান্ত এবং মৃত্যুর সংখ্যা। ২৪ ঘণ্টায় ২ লক্ষ ৪২ হাজার নতুন আক্রান্ত শনাক্ত হয়েছেন। মারা গেছেন ৪৪১জন। দেশ এবং রাজ্যে পজিটিভের হার বেড়ে যাওয়ায় চিন্তিত স্বাস্থ্য কর্মীরা। এখন পর্যন্ত ওমিক্রনে আক্রান্ত শনাক্ত হয়েছেন ৮ হাজার ৯৬১জন। ত্রিপুরায় আক্রান্তদের মধ্যে এখন পর্যন্ত করোনার শরীরে ওমিক্রনের জীবাণু পায়নি স্বাস্থ্য দফতর।

## আক্রান্ত পরিবারকে নিরাপত্তা দিতে উচ্চ আদালতের নির্দেশ

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৯ জানুয়ারি।। প্রবীণ নাগরিক-সহ একই পরিবারের তিনজনকে নিরাপত্তা দিতে পুলিশকে নির্দেশ দিলো উচ্চ আদালত। ঘটনা আগরতলার রামনগর এলাকাতেই। অভিযোগ উঠেছে, শাসকদলের বিধায়ক এবং কাউন্সিলরের বিরুদ্ধে। তাদের নেতৃত্বে একই পরিবারের তিনজনকে তাড়িয়ে দেওয়া হয়। এই ঘটনায় উচ্চ আদালত পশ্চিম জেলার অতিরিক্ত পুলিশ সুপারকে সশরীরে হাজির থাকার পর আক্রান্ত পরিবারকে নিরাপত্তা দিতে নির্দেশ দিয়েছেন। জানা গেছে, গত বছরের ৩১ ডিসেম্বর রামনগর ৮নং এলাকার বাড়ি থেকে পিটিয়ে তাড়িয়ে দেওয়া হয় জয়দীপ ভট্টাচার্য-সহ তার মা-বাবাকে। তাদের বাড়ি থেকে বের করে গেটে আক্রান্ত হন বৃদ্ধ বাবা শঙ্কর রঞ্জন ভট্টাচার্য (৭৩) এবং মা অনিমা ভট্টাচার্য (৬০)। তিনজনকেই বাড়ি থেকে টেনে হিঁচড়ে বের করে দেওয়া হয়। এরপর বাড়ির গেটে তারা ঝুলিয়ে দেওয়া হয়। জয়দীপরা আশ্রয় চেয়ে

বাড়িতে নিরাপত্তা দেওয়ার উদ্যোগ নেয়নি। শেষ পর্যন্ত জয়দীপ ভট্টাচার্য নিরাপত্তা চেয়ে ত্রিপুরা উচ্চ আদালতে আবেদন করেন। এই মামলাতেই উচ্চ আদালত পুলিশ সুপারকে সশরীরে আদালতে হাজির হতে নির্দেশ দিয়েছিল। পুলিশ সুপার মানিক দাস করোনা আক্রান্ত। এই কারণে অতিরিক্ত পুলিশ সুপারকে সশরীরে হাজির হতে হয়। জয়দীপের আইনজীবী ভাস্কর দেববর্ম্ম জানান, গত ৩১ ডিসেম্বর রাতে রামনগরের বিধায়ক সুরজিৎ দত্ত এবং বর্তমান কাউন্সিলর নিবাস দত্তের নেতৃত্বে পাঁচ দুষ্কৃতি জয়দীপের বাড়িতে আক্রমণ করে। ঘরে ঢুকেই জয়দীপকে মারতে থাকে। তাকে বাঁচাতে এসে আক্রান্ত হন বৃদ্ধ বাবা শঙ্কর রঞ্জন ভট্টাচার্য (৭৩) এবং মা অনিমা ভট্টাচার্য (৬০)। তিনজনকেই বাড়ি থেকে টেনে হিঁচড়ে বের করে দেওয়া হয়। এরপর বাড়ির গেটে তারা ঝুলিয়ে দেওয়া হয়। জয়দীপরা আশ্রয় চেয়ে

ছুটে যান পশ্চিম থানায়। পুলিশ তিনজনকে নিয়ে রামনগর ৮নম্বরে তাদের বাড়ি যায়। সেখানেই দুষ্কৃতিরা আবারও ধমকাতে শুরু করে। যে কারণে আর বাড়িতে ঢুকতে পারেননি জয়দীপ। তারা পরদিন গিয়ে পশ্চিম থানায় একটি এফআইআর করেন। কিন্তু পুলিশ এফআইআরটি নথীভুক্ত করেনি। এমনকী তাদের থাকারও ব্যবস্থা করেনি। শেষ পর্যন্ত বাধা হয়ে উচ্চ আদালতে মামলা করতে হয় জয়দীপকে। উচ্চ আদালতের নির্দেশ পেয়ে পুলিশ এফআইআরটি নথীভুক্ত করে। তবে রামনগর ৮নং এলাকায় জয়দীপের বাড়িতে প্রবেশ করানোর কোনও ব্যবস্থা করেনি। এমনকী নিরাপত্তাও দেওয়া হয়নি। এই অভিযোগ পেয়ে উচ্চ আদালত পশ্চিম জেলার পুলিশ সুপারকে সশরীরে হাজির হতে নির্দেশ দিয়েছিল। আদালত নির্দেশ দিয়েছে বৃধবারই জয়দীপদের বাড়িতে নিরাপত্তা দিয়ে প্রবেশ করানোর ব্যবস্থা করতে।

## শকুন্তলা রোডে উচ্ছেদ

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৯ জানুয়ারি।। বিকল্প ব্যবস্থা ছাড়াই হকার উচ্ছেদ চলছে শহরে। বুধবার শকুন্তলা রোডে উচ্ছেদ অভিযান করে আগরতলা পুর নিগমের টাস্ক ফোর্স। ছোট হকারদের তুলে দেওয়া হয়। তবে বড় দোকানদারদের বিরুদ্ধে কোনও ব্যবস্থা নেওয়া হয়নি। যদিও পুর নিগমের টাস্ক ফোর্সের এক কর্মী জানান, শকুন্তলা রোডে অনেককেই ভ্যাভারের লাইসেন্স দেওয়া আছে। নিয়ম অনুযায়ী তাদের সম্ভার পর আবার দোকান সরিয়ে নিতে হবে রাস্তা থেকে। কিন্তু অনুমতি না নিয়ে স্থায়ীভাবেই রাস্তার পাশে সরকারি জমি দখল করে ব্যবসা চালচ্ছেন অনেকে। তাদের বিরুদ্ধেই ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে। এদিকে, শকুন্তলা এবং হরিগঙ্গা বসাক রোডে রাস্তার ফুটপাথ দখল করে বড় দোকানিরা দিনের পর দিন ব্যবসা চালিয়ে আসছেন। টাস্ক ফোর্সের এক কর্মীও এই কথা স্বীকার করে জানান, অন্ততপক্ষে পাঁচ থেকে সাত ফুট রাস্তা দখল করে নেওয়া হয়েছে। অথচ এই ব্যবসায়ীদের বিরুদ্ধে এদিন কোনও ব্যবস্থা নেওয়া হয়নি। টাস্ক ফোর্সের কর্মীদের যাওয়ার পর আবার আগের মত রাস্তা দখল করে নেওয়া হয়। কিন্তু পুর নিগমের কর্মীদের আর দেখা মিলেনি বলে অভিযোগ।

## বাঁপ পড়লো ড্রপলেট কোম্পানির



প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৯ জানুয়ারি।। বন্ধ হয়ে গেলো দক্ষিণ ইন্দ্রনগরে জল উৎপাদনকারী সংস্থা ড্র পলেট ড্রিংকিং মানুফেকচারিং ইউনিট। প্রশাসনের পক্ষ থেকে বুধবারই এটি বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে। বোতলজাত জল উৎপন্ন করার জন্য কোনও ধরনের অনুমতি ছিল না এই সংস্থার। এই কারণে এটি বাতিল করা হয়েছে। কয়েকদিন আগেই ত্রিপুরা উচ্চ আদালত বোতলজাত জল উৎপাদন সংস্থাগুলির লাইসেন্স পরীক্ষা করে দেখতে নির্দেশ দিয়েছিল। পশ্চিম জেলায় এই রকম ৩৮টি সংস্থা রয়েছে যারা বোতলজাত জল বিক্রি করে। উচ্চ আদালতের নির্দেশে বুধবার

প্রশাসনের একটি টিম দক্ষিণ ইন্দ্রনগরে ড্র পলেট সংস্থায় অভিযান করে। এই সংস্থার মালিক পারমিতা বড়ুয়া। জল বিক্রি করার লাইসেন্স থাকলেও তা বোতলজাত করার কোনও ধরনের অনুমতি ছিল না ড্রপলেট সংস্থাটির। যে কারণে এই সংস্থা বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে। অনুমতি নিয়েই জল বিক্রি করতে তাদের বলা হয়েছে।

## গুরুতর আহত যুবক

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, শান্তিরবাজার, ১৯ জানুয়ারি।। ফের যান দুর্ঘটনায় গুরুতরভাবে আহত এক যুবক। বুধবার শান্তিরবাজার মহকুমার জেলাহিবাড়ি সাঁচিরামবাড়িতে টিআর ০৮সি ১৬০৬ নম্বরের পণ্যবাহী গাড়ির সাত্বে টিআর ০৮সি ৭১০৯ নম্বরের বাইকের সংঘর্ষ ঘটে। এতে বাইক

চালক রঞ্জিত ত্রিপুরা রাস্তায় ছিটকে পড়েন। গুরুতরভাবে আহত হন রঞ্জিত। খবর পেয়ে দমকল বাহিনী ঘটনাস্থলে ছুটে আসে। আহত যুবককে উদ্ধার করে জেলাহিবাড়ি সামাজিক স্বাস্থ্যকেন্দ্রে নিয়ে আসা হয়। দুর্ঘটনায় রঞ্জিত ত্রিপুরার মাথায় এবং শরীরের অন্যান্য অংশে গুরুতর আঘাত লেগেছে।

# ছক কাটছেন সুদীপ

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৯ জানুয়ারি।। তিনি আর বিজেপির চিকিটে ছোটো দাঁড়াবেন না এটা স্পষ্ট করলেন। আগেও বলেছিলেন, বৃধবারও বললেন। তবে বিজেপিতে থাকবেন কিনা, কংগ্রেসে যোগ দেবেন কিনা, নাকি তৃণমূল হবে তার গন্তব্য — এটাও স্পষ্ট করেননি। তবে দেওয়ালের লিখন স্পষ্ট হয়ে গিয়েছে যে, বিধায়ক সুদীপ রায় বর্মন, বিধায়ক আশিস কুমার সাহা আর বিজেপিতে থাকছেন না। তাদের বিজেপির মোদা বড়ুয়ার আর দুই থেকে তিন মাস হতে পারে। সঙ্গী হতে পারেন করমছড়ার বিধায়ক দিবাচন্দ্র রাথাল এবং করবুকের বিধায়ক বুর্জোমোহন ত্রিপুরা। শেষ মুহূর্তে বিজেপির জালে ধরা নি দিলে এরা সুদীপবাবুর সঙ্গেই থাকবেন, এখনও পর্যন্ত এটাই ঠিক। তবে সুদীপবাবুরা যে ঘর গুলানো শুরু করে দিয়েছেন, এটাও দিনের আলোর মতোই স্পষ্ট। বিগত করোনাকালে বন্ধুর নাম সুদীপের আত্মপ্রকাশের মন দিয়েই মূলত শুরু হয়ে গিয়েছিলো টিম বানানোর প্রস্তুতি। পীড়িত মানুষের কাছে রাজনৈতিক গুণ্ড না দেখিয়ে সুদীপ নামের পরিচিতি পৌঁছে গিয়েছিলো বন্ধু হিসেবে, বিপদে সাহায্যের ডালি নিয়ে। দেওয়ালের লিখন খুব সম্ভবত তখনই পড়তে পেরেছিলেন সুদীপবাবু, ‘এই বিজেপি আর নয়’। সুদীপবাবুদের স্পষ্ট বিশ্বাস, তারা দলত্যাগ করলে বিজেপি সংগঠন

কার্যত বেগুনের মতোই ফুলেফেঁপে থাকবে। যেকোনও সময়েই হাওয়া বেরিয়েচুপসে যেতে পারে সংগঠন। কারণ, সংগঠন নামক যে কাঠামো রাজনৈতিক দলের অব্যব রচনা করে, সেই কাঠামো এখানে বালি দিয়ে বেরা। সমস্ত বাম বিপ্লবী ভাসমান ভোটেরা ২০১৮’র ভোটে বিজেপিকে আকৃষ্টে ধরেছে। ফলে, গত প্রায় চার বছরের সরকার তাদের প্রত্যাশা যে পূরণ হয়নি তাও পরিষ্কার। অনেক কটর বাম বিরোধী ভোটারদের বুঝতে পারবেন এর চেয়ে বেশ ভালো ছিলো বাম আমল। স্বপ্নের অবাম সরকারের চেহারা যদি এরকম হয় সরকারি চাকরি যদি মুখখুবড়ে পড়ে, আইনশৃঙ্খলার যদি এরকম পরিণতি হয় তাহলে যেমন ছিলো তেমনই ভালো। নির্বাচনের আগে এই সুদীপ বর্ম্মেরাই বিগত জোট আমলের জন্য ক্ষমা চেয়ে একবার সুযোগ দেওয়ার কথা বলেছিলেন। সেই প্রতিশ্রুতি রক্ষা করেনি বিজেপি। বিরোধীদের উপর লাগাতার আক্রমণ চলছে। বরং তার সঙ্গী সাধীদের বিরুদ্ধে ক্ষমতাসীন থাকা অবস্থাতেও কোনওরকম আঙুল তোলার জো নেই সিপিএনএমও বরং তিনি দল ছাড়লে বামপন্থী হবে মানুষের সর্বমম পাবেন এমন সত্য তিনি নিজেও জানেন। যে কারণে

সুদীপবাবু স্থির করে নিয়েছেন বিজেপিতে দাসত্বের মতো থাকার চেয়ে অন্য দল যোগ দেবেন, ক্ষমতায় না থাকলেও মাথা উঁচু করে বিরোধী দলে থাকারও প্রেরণ হবে। প্রশ্ন উঠতেই পারে, তাহলে তিনি দল ছাড়ছেন না কেন? খেঁচা আসতেই পারে বিধায়ক পদ বাঁচাবার জন্যেই কি তবে দল ছাড়ছেন না সুদীপবাবুরা? তার ঘনিষ্ঠ মহল অবশ্য এমন বক্তব্য ফুৎকারে উড়িয়ে দিয়েছে। তাদের



যুক্তি, গোটা রাজ্যেই বিজেপির অন্দরে ছড়িয়ে ছিটিয়ে রয়েছে সুদীপ আত্মগোমীরা। দীর্ঘ বছর ধরে বিরোধী শক্তি হিসেবে থাকার কারণে সেইসব কর্মী সমর্থকেরা সমস্ত দিক দিয়েই বঞ্চিত, শোষিত এবং নির্ধারিত। বিজেপি ক্ষমতায় আসতেই তারা বহু স্বপ্ন এবং আশা নিয়ে বুক ধেঁধেছেন। বিভিন্ন জন বিভিন্ন মহলে জীবিকাও নির্বাহ করছেন। এই মুহূর্তে সুদীপবাবু দলত্যাগ করলে সেইসব কর্মী সমর্থকদের হয় বিজেপিতে থেকে

যেতে হবে, নয়তো সুদীপবাবুর সঙ্গে সরাসরি যোগ দিতে হবে। বিজেপিতে থেকে গেলে দীর্ঘদিনের নেতা সুদীপবাবুর সঙ্গে তাদের বিচ্ছেদ ঘটবে, যা তারা চান না। আবার বিজেপি ত্যাগ করে তারাও সরাসরি নতুন দলে যোগ দিলে একদিকে যেমন তাদের জীবনজীবিকা মস্ত বড় বিপদের মুখে পড়বে তেমনই নানা আইনি বাস্তবতা তাদেরকে জড়িয়ে দেওয়া হবে। যে সমস্যা তারা দীর্ঘ

বছর ধরে জুড়ে আসছেন। এই মুহূর্তেও সুদীপবাবুদের বিধায়ক পদ চলে গেলে অন্তত আশিস কুমার সাহা এবং সুদীপ রায় বর্মন প্রাক্তন বিধায়ক হিসেবে সমস্ত সুযোগ সুবিধা থেকে পাবেন। কিন্তু বিপদে পড়বেন তাদের সমর্থকেরা। মূলত সেই কারণেই কিছুটা সময় নিয়ে নির্বাচনের দিকে এগিয়ে সিদ্ধান্ত নিতে চাইছেন তারা। তবে বিজেপি যে ছাড়বেনই এটা পাকা। কারণ, সুদীপ রায় বর্মন, আশিস কুমার সাহা এখনই রাজনৈতিক সন্ধ্যাস নেওয়ার

পাত্র নন। বরং ময়দান কাঁপিয়ে খেলার জন্য তারা এখন ওয়ার্মআপ করছেন। প্রশ্ন উঠতেই পারে, দলত্যাগ যদি করতেই হয় তাহলে তৃণমূলে নয় কেন? সুদীপবাবুরা তাদের ঘনিষ্ঠ মহলে জানিয়েছেন, তৃণমূল কংগ্রেস এবং কংগ্রেস দুই দলের অভিজ্ঞতাই রয়েছে তাদের। এই দুই দল করার অভিজ্ঞতা থেকেই তারা তৃণমূল থেকে কংগ্রেসকেই বেশি প্রাধান্য দিচ্ছেন। তাদের বক্তব্য অনুযায়ী, তৃণমূল যতই রাজ্যে ক্ষমতা দখলের জন্যে চেষ্টা করুক, এটা তাদের পক্ষে প্রায় অসম্ভব হয়ে পড়বে। তৃণমূল কংগ্রেসের সঙ্গে যুক্ত থাকার অভিজ্ঞতার ফলে তারা বুঝতে পেরেছেন, তৃণমূলেও তেমন কোনও স্বাধীনতা নেই। প্রতি মুহূর্তে কলকাতার মুখপেক্ষী হয়ে থাকতে হবে। কলকাতার নেতারা হাসতে বললে হাসতে হবে, কাঁদতে বলতে কাঁদতে হবে। স্বাধীনতা নিয়ে রাজনীতি করার সুযোগ তৃণমূলে নেই। সেদিক থেকে কংগ্রেসকেই তারা বেশি নম্বর দিচ্ছেন। যতদূর খবর, কংগ্রেস হাইকমান্ডের সঙ্গে তাদের পাকাপাকি কথাও হয়ে গিয়েছে। কথা হয়েছে ত্রিপুরা মথার চেয়ারম্যান প্রদ্যোত কিশোর দেববর্ম্মেরও। তৃণমূলের পরিস্থিতি বিশেষ ভালো হলে প্রয়োজনে তাদের সঙ্গে জোট হতে পারে কয়েকটি আসনে। আরও বড় করে ভাবলে বিজেপিকে হারানোর প্রশ্নে মানুষ চাইলে সরাসরি কোনও জোট

না করেও বামদের সঙ্গে আসন ভাগাভাগি হতে পারে। এরকম এক আবেহ প্রায় সংগঠনহীন আবেগ নির্ভর বিজেপির বৃকে কাঁপন ধরিয়ে দিয়েছেন সুদীপবাবুরা। প্রকাশ্যে বিজেপি যতই ক্ষমতা দখলের কথা বলুক, এখনও কংগ্রেসের ব্যক্তিগত ভোট রয়েছে যা কারণে, অকারণে বিজেপির দিকে গিয়েছে সুদীপবাবুরা কংগ্রেসে। সেই সেই ভোট ফিরে আসতে বেশি সম্ভব নেবে না বলেও সুদীপবাবুদের ঘনিষ্ঠ জনেরা জানিয়েছেন। সেদিক থেকে সুদীপবাবুদের জেলা সফর খুবই গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠেছে। দল-বদলের প্রাক্কালে জেলায় জেলায় গিয়ে সুদীপবাবুরা কর্মীদের চাপা করে আসবেন এবং আগামী মাস দুয়েকের মধ্যেই তারা সললবলে বিজেপি ত্যাগ করবেন এমনটাও খবর রয়েছে। সুদীপবাবুরা ঘনিষ্ঠ মহলে জানিয়েছেন, তারা যে অংকে এগোচ্ছেন সেই মতো এগোনো গেলে আগামী ২৩-র নির্বাচনে বিজেপিকে হারানো তাদের পক্ষে তেমন কোনও কষ্ট হবে না। প্রত্যক্ষ আকর্ষক পরিষ্কার, সমতুলে কংগ্রেস-তৃণমূল, পাছড়ে ত্রিপুরা মথার প্রয়োগ করা হবে ২৩’র ভোটে। তবে সুদীপবাবুদের বক্তব্য, এখানেও বদলা আর আছেই হবে। আর সেই ইঙ্গিত নিয়েই তারা জেলা সফর শুরু করছেন। যা বৃধবার কর্মদিগর দিয়ে শুরু। শেষ হতে পারে সাক্ষরম।

## বন্ধ কীর্তন, মেলা, নাইট কারফিউ রাত ৮টা থেকে

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৯ জানুয়ারি।। করোনার তৃতীয় ঢেউয়ে অবশেষে চাপে পড়েই কিছু সতর্কতামূলক সিদ্ধান্ত নিলো রাজ্য সরকার। বন্ধ হয়ে গেলো সিনেমা হল, পার্ক, মাল্টিপ্লেক্স। নাইট কারফিউ আরও এক ঘণ্টা এগিয়ে রাত ৮টা থেকে করা হয়েছে। আগরতলা পুরনিগম এলাকায় সরকারি অফিসগুলিতে ৫০ শতাংশ উপস্থিতি করতে নির্দেশিকা জারি করা হয়েছে। বন্ধ করা হচ্ছে কীর্তন। করোনা অতিমারিতে ব্যাপকহারে আক্রান্ত বেড়েছে আগরতলা পুরনিগম এলাকায়। আক্রান্তের হার প্রায় ২০ শতাংশের উপর ছাড়িয়ে গেছে। প্রত্যেকদিনই বাড়ছে মৃত্যুর সংখ্যা। এই পরিস্থিতিতে প্রথম দফায় নাইট কারফিউ চালু করা হয়েছিল। কিন্তু কিছুতেই সামাজিক দূরত্ব বজায় রাখতে পারেননি না প্রশাসন। শহরের বাজারগুলিতে ভিড় জমছিল। সরকারি কর্মচারীদের মধ্যেও আক্রান্তের সংখ্যা বাড়ছে। প্রায় প্রত্যেকটি সরকারি অফিস কর্মচারীরা আক্রান্ত হচ্ছেন। এই পরিস্থিতিতে রাজ্যের মুখ্যসচিব কুমার অলক বৃধবার নতুন নির্দেশিকাটি জারি করছেন। এই নির্দেশিকাটি ২০ জানুয়ারি থেকে ৩১ জানুয়ারি পর্যন্ত বলবৎ থাকবে। নির্দেশিকায় বলা হয়েছে, জমায়েত যতটুকু সম্ভব না করতে। মিটিং এবং জমায়েত হলে তা ভিডিও রেকর্ডিং করতে হবে। তবে মিটিং এবং জমায়েত বাতিল করা হয়নি। তবে খোলা জায়গায় কোনও ধরনের মিটিং করা যাবে না। খেলার জায়গাগুলিতে একে তৃতীয়াংশ লোকসংখ্যা রাখা যাবে। দোকানপাট এবং বিউটি পার্লারগুলি সন্ধ্যা সাড়ে সাতটা পর্যন্ত খোলা রাখা যাবে। তবে দোকানগুলিতে সামাজিক দূরত্ব বজায় রাখতে হবে। রেস্টোরাঁ এবং ধাবাগুলিও ৫০ শতাংশ গ্রাহক নিয়ে সন্ধ্যা সাড়ে সাতটা পর্যন্ত খোলা রাখতে পারবে না। এলা এবং প্রদর্শনী বন্ধ থাকবে। কোনও ধরনের কীর্তন করতে দেওয়া হবে না। পুরনিগম এলাকায় সমস্ত সরকারি অফিস ৫০ শতাংশ কর্মী নিয়ে করতে হবে। কোনও ধরনের প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠানও করা যাবে না। তবে অনলাইনে প্রশিক্ষণ করানো যাবে। বিনা জারায় কোনও জায়গায় যোরাফোড়া করা যাবে না। বিয়ের অনুষ্ঠানে সর্বোচ্চ ১০০ জন উপস্থিতি থাকতে পারবে না। শেষ যাত্রায় ২০ জনের বেশি থাকতে পারবেন না। জনবহুল স্থানে মাস্ক পরা বাধ্যতামূলক। এই নির্দেশিকাটি বৃহস্পতিবার থেকে কার্যকর হচ্ছে। তবে নির্দেশিকাটি বের হয়েছে সম্ভার পর যে কারণে সরকারি অফিসগুলি এর আগেই ছুটি বন্ধ হয়ে গেছে। এর অর্থ বৃহস্পতিবার থেকে পুরনিগম এলাকায় সরকারি কর্মচারীদের ৫০ শতাংশ উপস্থিতির নির্দেশিকা জারি করা সম্ভব হচ্ছে না। অফিসগুলি কর্মচারীদের রোস্টার মেনে উপস্থিতি চালু করতে অন্ততপক্ষে শুক্রবার হয়ে যাবে বলে মনে করা হচ্ছে।



# নেতার স্ত্রী’র চাকরি, বঞ্চিতের আত্মহত্যার ভূমকি

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, কামলাসাগর/বিশালগড়, ১৯ জানুয়ারি।। অনেক কষ্ট করে স্বামী-স্ত্রী মিলে শান্তিতে দিন কাটাবার জন্য জমি ক্রয় করেছিল। কেন না শ্বশুরবাড়িতে প্রায়শই ঝামেলা লেগে থাকত। আর এই অশান্তি থেকে পরিত্রাণের জন্য আলাদাভাবে স্বামী-স্ত্রী অনেক কষ্ট করে জায়গা ক্রয় করেছিল। এরপরও নেতারা বিভিন্ন প্রতিশ্রুতি দিয়ে দু’কানি জমিতে একটি সরকারি অঙ্গনওয়াড়ি সেন্টার তৈরি করেছিল। তখন ছিল বাম আমল। সেই মহিলার জায়গাতে তাকে অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্রের হেজারের চাকরি দেবে প্রতিশ্রুতি দিয়ে সেন্টারটি চালু করলেও ফায়দা লুট্টেছে সিপিএম নেতার স্ত্রী বলে অভিযোগ। দীর্ঘ ১২ বছর ধরে সেই অসহায় মহিলা এসব দেখতে দেখতে এবার সেই অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্রে ভালো খুলিয়ে দিলেন। সঙ্গে তিনি কাজ না পেলে সেই অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্রে আত্মহত্যা করবেন বলে হুমকি দিয়েছেন বুধবার। ঘটনা বিশালগড় মহকুমার



পেয়েই মহিলা এই পথ বেছে নিয়েছে। জানা গেছে, ১০ থেকে ১২ বছর আগে তারা মিয়া তার স্ত্রী নাগিজ বেগমকে নিয়ে অন্যত্র জমি ক্রয় করে বাড়ি বানিয়েছিলেন। এমন সময় এলাকার সিপিএম নেতারা হঠাৎ একদিন তাদের

বাড়িতে গিয়ে বলে অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্রের জন্য দু’কানি জায়গা দেওয়ার জন্য। বিনিময়ে তারা মিয়ার স্ত্রী নাগিজ বেগমকে সেই অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্রের হেজারের কাজটি দেওয়া হবে। কিন্তু

হয়েও তিনি আশা ছাড়েননি। বহু সরকারি কার্যালয় নেতা-কর্মী সব জায়গায় গিয়েছিলেন তিনি। কিন্তু কয়েকদিন আগে মহিলার কাছে খবর আসে কৈয়াচে পা থাম পঞ্চায়েতের মেম্বারের স্ত্রী সেই কাজটি পাচ্ছেন। সেই খবর পাওয়ার পরই মহিলা এক-প্রকার ক্ষেপে গিয়ে সেই অঙ্গনওয়াড়ি সেন্টারে তালো খুলিয়ে দেন মঙ্গলবার দুপুরে। বুধবার দুপুরে মহিলা সংবাদমাধ্যমের দ্বারস্থ হয়ে বলেন, এর আগে নেতাদের বলেছিলেন যদি তাকে কাজ না দেওয়া হয় তাহলে সেই অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্রে সোনা থেকে সরিয়ে নেওয়া হউক। কোন টাকা পয়সা মহিলাকে দিতে হবেনা। এবার নাকি সেই কাজ পাচ্ছেন বিজেপি নেতার স্ত্রী। তাই তিনি বাধ্য হয়ে তালো খুলিয়ে নেন। মহিলা সংবাদমাধ্যমের সামনে বলেন যদি তাকে কাজটি না দেওয়া হয় তাহলে মহিলা সেই অঙ্গনওয়াড়ি সেন্টারে আত্মহত্যা করবেন, সাথে লিখে যাবেন কি কারণে তিনি আত্মহত্যার পথ বেছে নিলেন। এখন দেখার, দক্ষতর কি ব্যবস্থা গ্রহণ করেন।

## আশ্রমের কাজকর্ম নিয়ে অভিযোগ

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, ফটি করায়, ১৯ জানুয়ারি।। কু মারঘাট শিবতলি এলাকার রামকৃষ্ণ অভেদানন্দ আশ্রমের কাজকর্ম নিয়ে বিভিন্ন অভিযোগ তুলেছেন স্থানীয় নাগরিক-সহ কয়েকজন আবাসিক। তাদের কথা অনুযায়ী লোকজন আবাসিক ছাত্রদের সঠিকভাবে খাবার প্রদান করেন না। পাশাপাশি আশ্রমের অন্যান্য কাজকর্মেও গলদ আছে। এদিন ক্ষোভ-বিক্ষোভে পরিস্থিতি উত্তপ্ত হওয়ায় মহকুমাস্থ সুরত ভট্টাচার্য এবং কুমারঘাট থানার ওসি-সহ আরও অনেকে ছুটে আসেন। সিডিপিও অফিসের কর্মকর্তারাও আশ্রমে আসেন। সবচেয়ে গুরুতর অভিযোগ করেন আশ্রমের এক মহিলা কর্মী। তার কথা অনুযায়ী আশ্রম সম্পাদকের সাথে অপর এক মহিলা কর্মীর সম্পর্ক আছে। আশ্রমের ছাত্ররাও নাকি তাদেরকে অসংলগ্ন অবস্থায় দেখেছে। পরবর্তী সময় বিষয়টি নিয়ে অনেক আলোচনা-সমালোচনা হয়েছিল। অভিযোগকারী মহিলার কথা অনুযায়ী তিনি আশ্রম প্রতিষ্ঠার প্রথম থেকেই যুক্ত আছেন। কিন্তু পরবর্তী সময় তাকে হঠাৎ জানিয়ে দেওয়া হয় তার জায়গায় অন্য আরেকজনকে কাজে রাখা হবে। বলা হয়েছিল একজন পুরুষকে কাজে রাখা হবে। কিন্তু পরে দেখা যায় অপর এক মহিলাকে কাজে রাখা হয়। সেই মহিলার সাথেই সম্পাদকের সম্পর্ক আছে বলে তার অভিযোগ। তবে এই সব অভিযোগ অস্বীকার করেছেন সম্পাদক নিজেই। তার কথা অনুযায়ী দীর্ঘদিন ধরে তিনি আশ্রম পরিচালনা করছেন। তার সম্পর্কে এলাকাবাসী ভালো জানেন।

## সিএনজি নিয়ে নাজেহাল চালকরা



প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, চড়িলাম, ১৯ জানুয়ারি।। দীর্ঘ সময় লাইনে দাঁড়িয়ে গ্যাস না পাওয়ায় ক্ষুব্ধ যান চালকরা। পরবর্তীতে স্টেশনের প্রবেশমুখ অবরোধে শামিল হয় ক্ষুব্ধ চালকরা। ঘটনা বুধবার বিশ্রামগঞ্জ পোট্রোল পাম্প সংলগ্ন সিএনজি স্টেশনে। যানবাহন চালকদের অভিযোগ, রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্তে বিশেষ করে মেলাঘর, উদয়পুর, জামগড়ি, বাধারঘাট, বড়জলা, সিএনজি স্টেশনগুলি বন্ধ। কোথাও গ্যাস পাওয়া যাচ্ছে না। একমাত্র বিশ্রামগঞ্জ ও সিএনজি স্টেশনে গ্যাস মিলেছে। কিন্তু বুধবার সকাল থেকে বেলা প্রায় দুটো পর্যন্ত

এজেন্সি কর্তৃপক্ষ গ্যাস না দেওয়ায় ক্ষুব্ধ যান চালকেরা প্রবেশ পথ অবরোধ করে। এজেন্সি কর্তৃপক্ষের তরফে জানানো হয় স্টেশনে প্রেসার নেই। বিকল হয়ে রয়েছে। মেশিন মেরামত করার জন্য ইঞ্জিনিয়ার আসছে। ইঞ্জিনিয়ার কখন আসবে বা কোথায় এখনও রয়েছে তা নিয়ে কর্তৃপক্ষ ঠিক কথা বলছেন না বলে অভিযোগ করা যাবে। যানবাহন চালকদের অভিযোগ, এজেন্সি কর্তৃপক্ষ নাকি পাওয়া যাচ্ছে না। একমাত্র বিশ্রামগঞ্জ ও সিএনজি স্টেশনে গ্যাস মিলেছে। কিন্তু বুধবার সকাল থেকে বেলা প্রায় দুটো পর্যন্ত

কর্তৃপক্ষ খবর দেয় বিশ্রামগঞ্জ থানা পুলিশকে। খবর পেয়ে থানার পুলিশ ঘটনাস্থলে ছুটে আসেন এবং পথ অবরোধকারীদের সঙ্গে কথা বলে বিষয়টি বোঝানোর চেষ্টা করেন চালকদের। পরে পুলিশের সঙ্গে কথা বলে চালকেরা অবরোধ তুলে নেয়। এদিনের দীর্ঘক্ষণ যানবাহনের লাইন এর ফলে পথচারী থেকে অন্যান্য যানবাহনের জাতীয় সড়কে চলাফেরা করতে ভীষণ অসুবিধার সম্মুখীন হতে হয়েছে। পুলিশ এবং এজেন্সি কর্তৃপক্ষ তরফে আশ্বাস পাওয়াই যানবাহন চালকেরা অবরোধ তুলে নেয় পরে কর্তৃপক্ষ গ্যাস দেওয়া শুরু করে।

## অগ্নিতে রক্ষা পেলেন যাত্রীরা

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, চড়িলাম, ১৯ জানুয়ারি।। বাস এবং বলেরো গাড়ির সংঘর্ষে অগ্নিতে রক্ষা পেল পথচারী-সহ দুটি গাড়ির যাত্রীরা। ঘটনা এবার সকালে চড়িলাম বাজার স্ট্যান্ড সংলগ্ন জাতীয় সড়কে। টিআর০৩-১২৮৫ নম্বরের একটি বাস গাড়ি পিকনিক যাত্রী নিয়ে আগরতলার দিকে যাওয়ার সময় উল্টো দিক থেকে আসা টিআর ০১এইচ ৪৩৫০ নম্বরের বলেরো উদয়পুরের দিকে যাচ্ছিল। আচমকা চড়িলাম বাজার

সংলগ্ন স্থানে আসতেই দুটি গাড়ির সংঘর্ষ ঘটে। বিকট আওয়াজে জাতীয় সড়কের দু’পাশের মানুষ ঘটনাস্থলে ছুটে আসে। বড়সড় দুর্ঘটনার হাত থেকে রক্ষা পেয়েছে যাত্রী-সহ জাতীয় সড়কের পাশে থাকা লোকজন বলে এলাকাবাসীদের অভিমত। যদিও এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে গাড়ির চালকদের মধ্যে বাকযুদ্ধ শুরু হয়ে যায়। দ্রুত গতির ফলেই এদিনের এই দুর্ঘটনা বলে প্রত্যক্ষদর্শীদের অভিমত।

## আহত যুবক

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, চড়িলাম, ১৯ জানুয়ারি।। যান দুর্ঘটনায় আহত এক যুবক। ঘটনা বুধবার বিশ্রামগঞ্জ বাজার সংলগ্ন অগ্নি নির্বাপক দফতরের অফিসের সামনে জাতীয় সড়কে। মারুতি ও বাইকের মধ্যে ঘটে এই সংঘর্ষ। প্রত্যক্ষদর্শীরা জানিয়েছে, টিআর০৭এফ৪৮৬৩ নম্বরের বাইক নিয়ে যুবক দেবনাথ (১৮) নামে এক যুবক বিশ্রামগঞ্জ বাজারের দিকে যাওয়ার সময় উল্টো দিক থেকে ● এরপর দুইয়ের পাতায়

# পানিসাগরে শ্রমিক-কৃষক আন্দোলনের ৪০ বছরপূর্তি

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, ধর্মনগর, ১৯ জানুয়ারি।। বুধবার সকাল ১০ ঘটিকায় সিপিআই(এম) মহকুমা কার্যালয়ে কৃষক ও শ্রমজীবীদের প্রথম সাধারণ ধর্মঘটের ৪০ বছরপূর্তি উপলক্ষে এতিহাসিক ১৯ জানুয়ারির প্রেক্ষাপটে উদ্‌যাপন করা হয়। শ্রমিক কৃষক মৈত্রী, ১৯৮২ সালের ১৯ জানুয়ারি একদিনের সাধারণ ধর্মঘটের গুরুত্বপূর্ণ সাফল্য হল শ্রমিক-কৃষক মৈত্রী। দিনটি উদ্‌যাপন উপলক্ষে হাজির ছিলেন বরীয়ান সিপিআই (এম) নেতা রসময় নাথ, মহকুমা সম্পাদক অজিত কুমার দাস, কৃষক সভার মহকুমা সম্পাদক শীতল দাস, তপশ্চিলি সমন্বয়ের উত্তর জেলা সম্পাদক শুভেন্দু দাস, জিএমপি মহকুমা সম্পাদক ললিত মোহন রিয়ারং, নারীনেত্রী মীনা নাথ চৌধুরী সহ দুর্দিনের লড়াই আন্দোলনের অসংখ্য নেতা-কর্মী ও শুভাধ্যায়ীগণ। শহিদ স্বরণে এক মিনিট নীরতর পালনের পর নেতৃবৃন্দ একে একে শহিদ বেগিতে পূর্ণার্থ্য অর্পণ করে শহিদদের প্রতি শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করেন। দিবসটির তাৎপর্যও ঐতিহাসিক গুরুত্ব তুলে ধরে সিপিআই (এম) মহকুমা সম্পাদক

অজিত দাস বলেন— আজ থেকে ৪০ বছর পূর্বে ১৯৮২ সালের ১৯ জানুয়ারি স্বাধীনোত্তর ভারতের ইতিহাসে গ্রামীণ ও শহরের শ্রমজীবীরা একত্রে একদিনের সাধারণ ধর্মঘটে সূচনা করেছিলেন। সেদিনকার কেন্দ্রীয় সরকারের দুঃশাসনের আমলে সেটিই ছিল প্রথম



সাধারণ ধর্মঘট। যদিও ধর্মঘটের আহ্বান করেছিলেন কেন্দ্রীয় ট্রেড ইউনিয়ন ও জাতীয় ফেডারেশন সমূহ। তদানীন্তন সময়ে কেন্দ্রে ক্ষমতাসীন ছিল ইন্দিরা গান্ধীর প্রধানমন্ত্রীদের কংগ্রেসের স্বৈরাচারী দুঃশাসন। বিরোধী দলগুলি যুদ্ধভাবে এই সাধারণ ধর্মঘট সম্পর্কে বিবৃতি দিয়েছিলেন। স্বাক্ষরকারীদের মধ্যে ছিল ডেমোক্র্যাটিক সোশ্যালিস্ট

পার্টি, আরএসপি, ফরোয়ার্ড ব্লক, সিপিআই, জনতাপার্টি, বিজেপি, সিপিআই(এম) জনবাদী ও লোকদল প্রভৃতি। যুগ বিবৃতিতে উল্লেখ ছিল- শ্রমজীবীরা কৃষকদের সহায়ক মূল্য, কৃষি শ্রমিকদের মর্যাদাপূর্ণ মজুরি ও খাদ্যসহ অত্যাবশ্যিকীয় পণ্যসামগ্রী

শ্রমিকদের উপর বর্বর আক্রমণ করে থেফতার ও জেলখানায় পাঠিয়েছিলেন। উত্তরপ্রদেশের বেনারস হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়ের বিপুল সংখ্যক ছাত্রছাত্রী ধর্মঘটের সমর্থনে বেরিয়ে আসেন। উত্তরপ্রদেশের সরকার আন্দোলনরত ছাত্রদের উপর নিষ্ঠুরভাবে লাঠি চালায় এবং ২৫০ জন ছাত্রকে জেলবন্দি করে যার মধ্যে এসএফআই’র ছাত্রনেতাও ছিলেন। এছাড়াও কৃষক নেতা শীতল দাস, শুভেন্দু দাস প্রমুখ প্রাসঙ্গিক আলোচনা করেন। বক্তারা আরও বলেন— গতবছর ২৬ নভেম্বর বর্তমান কেন্দ্রের নরেন্দ্র মোদি সরকারের তিনটি দানবীয় কৃষক স্বার্থবিরোধী আইন বাতিলের দাবিতে ৪০টি কৃষক সংগঠন লাগাতার ৩৭৮ দিন আপোশহীন আন্দোলন চালিয়ে ৭১১ জন কৃষকের প্রাণের বিনিময়ে গরু হালিস করতে সমর্থ হয়েছিলেন। আজ থেকে ৪০ বছর পূর্বেই সেই প্রথম সাধারণ ধর্মঘটের প্রেক্ষাপট ও শহিদদের আত্মবলিদান আজও কৃষক-শ্রমিকদের অনুপ্রেরণা যোগাচ্ছে।

## নেশামুক্তি কেন্দ্রে নির্যাতনের শিকার

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, চড়িলাম, ১৯ জানুয়ারি।। অষ্টম শ্রেণিতে পাঠরত ছেলেকে সুস্থ করে তোলার জন্য নেশামুক্তি কেন্দ্রে পাঠিয়েছিলেন মা-বাবা। কিন্তু নেশামুক্তি কেন্দ্রে চিকিৎসার নামে ওই ছাত্রের উপর অমানুষিক নির্যাতন চালানো হয়েছে বলে অভিযোগ। বিশ্রামগঞ্জ থানার অন্তর্গত বড়জলা গ্রামের ওই ছাত্রকে বাড়িতে নিয়ে এসেছেন তার মা-বাবা। তারা অভিযোগ করেন, গত দু’দিন ধরে ছেলে বিছানায় শয্যাশায়ী। আর তার এই অবস্থার জন্য পশ্চিম ডুকলির নিউ জীবন জ্যোতি ফাউন্ডেশনের নেশামুক্তি কেন্দ্রের দায়িত্বপ্রাপ্তরাই দায়ী বলে তাদের অভিযোগ। এখন ওই ছাত্রের পরিবার সংস্কার বিরুদ্ধে নিয়েছেন। ঘটনা সম্পর্কে বলতে গিয়ে ছাত্রের মা জানান, লাকড়ি বিক্রি করে এবং মানুষের বাড়িতে কাজ করে তাদের সংসার চলে। এই অবস্থায় ছেলে যখন নেশায় আসক্ত হয়ে পড়ে তারা উদ্বিগ্ন হয়ে পড়েন। ছেলের নেশামুক্তির জন্য স্বর্ণের অলঙ্কার বন্ধক দিয়ে সেই টাকা জমা দেন নেশামুক্তি কেন্দ্রে। কিন্তু নেশামুক্তি কেন্দ্রে ছেলের চিকিৎসা না করিয়ে উল্টো তার উপর নির্যাতন চালানো হয়েছে বলে তাদের অভিযোগ। শেষ পর্যন্ত ছেলের অসুস্থতার কথা জানতে পেরে তারা পশ্চিম ডুকলি ছুটে আসেন। তাকে চিকিৎসকের কাছ নিয়ে গেলে জিবি হাসপাতালে ভর্তি করানোর পরামর্শ দেওয়া হয়। কিন্তু জিবি হাসপাতালে রেখে ছেলের চিকিৎসা করানোর মত টাকা মা-বাবার হাতে নেই। তাই ছেলেটি এখন বিনা চিকিৎসাতেই বাড়িতে পড়ে আছে।

## কীর্তন স্থগিত

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, মেলাঘর, ১৯ জানুয়ারি।। পূর্ব সিদ্ধান্ত অনুযায়ী বুধবার থেকে মেলাঘর বাজারে হরিনাম সংকীর্তন শুরু হওয়ার কথা ছিল। কিন্তু করোনা পরিস্থিতির কথা মাথায় রেখে এবারের কর্মসূচি স্থগিত রাখা হয়েছে। প্রতি বছর ১০ দিনব্যাপী উৎসব হয়ে থাকে মেলাঘর। দীর্ঘদিন ধরে মেলাঘরে উৎসব হয়ে আসছে। তবে এবার এই সময়ে উৎসব করা যাচ্ছে না করোনা পরিস্থিতির কারণে। এক কথায় রাজ্য সরকারের কথাসাড়া দিয়ে উদ্যোক্তারা সিদ্ধান্ত নিয়েছেন এ মনুষ্যে কীর্তনের আদর সংগঠিত করবেন না। পরবর্তী সময় পরিস্থিতি যদি ভালো থাকে তখন উৎসবের আয়োজন করা হবে। প্রতিবছর এই উৎসবে হাজার হাজার মানুষের সমাগম ঘটে।

## পাচারকালে আটক

## নেশা সামগ্রী

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, বন্ধনগর, ১৯ জানুয়ারি।। রাজ্যের বিভিন্ন সীমান্ত এলাকাকে করিডোর বানিয়ে পাচার বাণিজ্য চালিয়ে যাচ্ছে নেশা কারবারিরা। তবে পুলিশ এবং বিএসএফ যথেষ্ট সক্রিয়তার সাথে নেশা কারবারিদের চেষ্টা ব্যর্থ করার প্রয়াস জারি রেখেছে। বুধবার ফের বিএসএফ’র অভিযানে উদ্ধার হয়েছে প্রায় ২ লক্ষ টাকার নেশা সামগ্রী। আশাবাদি বিওপি’র জওয়ানরা গোপন সূত্রে প্রাপ্ত খবরের ভিত্তিতে পাচারকারীদের পেছনে ধাওয়া করে। এদিন সকাল ৮টা নাগাদ রহিমপুর সীমান্তের ১৬৯ নম্বর গেটের ২০৫৯ নম্বরের পিলারের পাশে ডিওরিত অবস্থায় জওয়ানরা পাচারকারীদের আনাগোনা দেখতে পান। তখনই তারা পাচারকারীদের ধাওয়া করেন।



অভিযুক্তরা ঘটনাস্থল থেকে পালিয়ে গেলেও নেশা সামগ্রী সেখানেই রেখে যায়। পরবর্তী সময় ঘটনাস্থলে গিয়ে দেখা যায় কার্তুজ ভর্তি এসকফের বোজল পড়ে আছে। এদিন দুপুরে উদ্ধারকৃত নেশা সামগ্রীগুলি বিএসএফ’র তরফ থেকে পুলিশের হাতে তুলে দেওয়া হয়। প্রশ্ন উঠেছে, পুলিশ এবং বিএসএফ’র এত সক্রিয়তা সত্ত্বেও কিভাবে নেশা কারবারিরা সাহস পাচ্ছে? অন্যকেই অভিযোগ করেন, পাচার কার্যের সাথে তাদেরও একটি অংশ জড়িত আছে।

# মারধর ও বাড়ি পুড়িয়ে দিল দুষ্কৃতিরা

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, বিলোনিয়া, ১৯ জানুয়ারি।। আবারও বাইক বাহিনীর আক্রমণের শিকার এক পরিবার। আক্রান্ত পরিবারটি তিন্তা মথা সমর্থক বলে দাবি করা হয়েছে। গত ১৩ জানুয়ারি রাতে ঋষামুখ ব্লকের কৈলাসনগর এলাকার পবিত্র ত্রিপুরার বাড়িতে চড়াও হয় বাইক বাহিনী। পবিত্র ত্রিপুরা তিন্তা মথার কর্মী। ওই রাতে পবিত্রকে প্রচণ্ডভাবে মারধর করে দুষ্কৃতিরা। যার ফলে তার এক চোখে প্রচণ্ড আঘাত লাগে। ঘটনার পর তাকে সাক্ষর কলাছড়া প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্রে নিয়ে আসা হয়। এদিকে, দুষ্কৃতিরা তার বাড়ির বসতঘরে আগুন লাগিয়ে দেয়। যার ফলে সর্বশ্ব ভস্মীভূত হয়ে যায়। বুধবার পবিত্র ত্রিপুরা লিখিতভাবে পুলিশের কাছে অভিযোগ জানিয়েছেন। পাশাপাশি মহকুমা পুলিশ আধিকারিককেও ঘটনা

সম্পর্কে জানান। পবিত্র ত্রিপুরার কথা অনুযায়ী কিছুদিন আগে তিন্তা মথার তরফ থেকে কৈলাসনগর এলাকায় দুষ্কৃদের মধ্যে কঞ্চল বিতরণ করা হয়েছিল। সেই ঘটনার জেরেই

তর ওপর আক্রমণ সংঘটিত হয়েছে। অভিযোগ, বরুণ ত্রিপুরা-সহ আরও কয়েকজন দুষ্কৃতি মুখে কাপড় বেঁধে তার উপর চড়াও হয়। তাকে এমনভাবে মারধর করা হয়েছিল যে, বেশ কিছুদিন তিনি হাসপাতালেই

ছিলেন। এদিকে, দুষ্কৃতিরা তার ঘরও পুড়িয়ে দিয়েছে। আক্রমণকারীদের মধ্যে শুধুমাত্র বরুণ ত্রিপুরাকেই তিনি চিনতে পেরেছেন। পুলিশের দ্বারস্থ হলেও এখনও পর্যন্ত পবিত্র ত্রিপুরা

বাড়ি ফিরে যেতে পারছেন না। কারণ, দুষ্কৃতিরা নাকি তাকে এখনও ভয় দেখাচ্ছে। বিলোনিয়া মহকুমা পুলিশ আধিকারিক তাকে আশ্বস্ত করেছেন পুলিশ এই ঘটনার সূচ্যু তদন্তক্রমে ব্যবস্থা গ্রহণ করবে।

## কাজে এল না কেন্দ্রীয় মন্ত্রীর চিঠি ফের আক্রান্ত দলের প্রদেশ নেতা

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, বিশালগড়, ১৯ জানুয়ারি।। কেন্দ্রীয় মন্ত্রী তথা আরপিআই’র সর্বভারতীয় সভাপতি রামদাস আটওয়ালে আগেই রাজা পুলিশ মহানির্দেশককে চিঠি দিয়ে দলীয় নেতার নিরাপত্তা নিয়ে উদ্বেগ প্রকাশ করেছিলেন। কারণ, তার দলের রাজা সভাপতি সত্যজিৎ দাসের উপর যেকোন সময় হামলা সংঘটিত হতে পারে। তাই তিনি রাজা পুলিশ মহানির্দেশককে এ বিষয়ে সতর্ক করেছিলেন। কিন্তু তার সেই সতর্কতামূলক চিঠিও কাজে এল না। কারণ, নিজ বাড়ির কাছেই দুষ্কৃতিদের হাতে পর পর দু’বার আক্রান্ত হয়েছেন সত্যজিৎ দাস। এই হামলার বিষয়ে বিশালগড় থানায় লিখিত অভিযোগও দায়ের করা হয়েছে। অভিযোগ অনুযায়ী বিশালগড় ইন্দিরা চৌমুহনি এলাকায় মঙ্গলবার রাত ৮টা নাগাদ সত্যজিৎ দাসের বাবার ফাস্টফুডের দোকানের সামনে তার উপর হামলা সংঘটিত হয়। দুষ্কৃতিরা সত্যজিৎকে লক্ষ্য করে ইটপাটকেল ছুঁড়ে মারে বলে অভিযোগ। ওই সময় সত্যজিৎ বাড়ি ফিরছিলেন। বুধবার সকালে ফের তিনি বাড়ি থেকে বের হয়ে ইন্দিরা চৌমুহনিতে আসতেই ফের দুষ্কৃতিরা আক্রমণ চালায়। অভিযোগ, আক্রমণকারীদের নেতৃত্ব ছিল উৎপল দেববর্মী। তাই দুটি ঘটনা জানিয়ে বিশালগড় থানায় অভিযোগ দায়ের করেছেন আরপিআই’র সাধারণ সম্পাদক অমূল্য চন্দ্র দাস এবং আশোক ঘোষ। উল্লেখ্য, আরপিআই দল কেন্দ্রে বিজেপি পরিচালিত এনডিএ সরকারের জোট শরিক। দলের সর্বভারতীয় সভাপতি কয়েক দফায় রাজ্যে এসেছিলেন। সেই কারণেই এই রাজ্যের পরিস্থিতি সম্পর্কে তিনি ভালো করে অবগত আছেন। দলের সর্বভারতীয় সভাপতি আগেই রাজা পুলিশ মহানির্দেশককে চিঠি দিয়ে জানিয়েছিলেন তার দলের প্রদেশ নেতার উপর হামলা হতে পারে। তাই পুলিশকে বলা হয়েছিল প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করার জন্য। কিন্তু পুলিশ কোনধর্মনের ব্যবস্থা নিয়েছিল কিনা তা এই ঘটনার পর প্রশ্ন উঠেছে।

## ৫০ হাজার টাকা হতিয়ে নেওয়ার অভিযোগ

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, চড়িলাম, ১৯ জানুয়ারি।। বন্ধুর মায়ের কাছ থেকে ৫০ হাজার টাকা হাতিয়ে নেওয়ার অভিযোগ সিদ্ধার্থ নামে যুবকের বিরুদ্ধে। অভিযুক্ত যুবকের বাড়ি বন্ধনগরে। উত্তর চড়িলাম পঞ্চায়েতের গৌতম কলোনি এলাকার সঞ্জিত সরকারের সাথে সিদ্ধার্থের বন্ধুত্বের সম্পর্ক। তারা এক সঙ্গে কলেজে পড়াশোনা করেছিলেন। সম্প্রতি সিদ্ধার্থ তার বন্ধু সঞ্জিতের বাড়িতে আসেন। সঞ্জিতকে একটি বেসরকারি সংস্থায় কাজ পাইয়ে দেওয়ার প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন তিনি। একদিন সঞ্জিত যখন বাড়িতে ছিলেন না, তখনই সিদ্ধার্থ তার বাড়িতে আসেন। সঞ্জিতের মার কাছে ৫০ হাজার টাকা চায় সিদ্ধার্থ। কথা দিয়েছিলেন টাকা দিলে ওই কোম্পানির কিছু প্রডাক্ট বাড়িতে পাঠাবেন। পাশাপাশি প্রতিমাসে সঞ্জিত বেতন বাবদ ১৮ হাজার করে পাবে। সেই কথা শুনে সঞ্জিতের মা ধার-দেনা করে সেই টাকা তুলে দেন সিদ্ধার্থের হাতে। পরবর্তী সময় কিছু সামগ্রী সঞ্জিতের বাড়িতে আসে। কিন্তু চাকরি সম্পর্কে কিছুই জানাননি সিদ্ধার্থ। সঞ্জিত ও তার পরিবারের সদস্যরা সিদ্ধার্থের সাথে যোগাযোগের চেষ্টা করে চলছে। কিন্তু তার দেখা মিলেছে না। ফোন করলেও তা ধরানো না সিদ্ধার্থ। তাই সঞ্জিত ও তার পরিবার মনে করছে তারা প্রতারণার শিকার হয়েছেন। এখন তারা বিশ্রামগঞ্জ থানার দ্বারস্থ হওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন।



<b>PNle-T No-23/EE/KCP/2021-2022,</b>	<b>Dated, the, 17/01/2022</b>
The Executive Engineer, PWD(R&B), Kanchanpur Division, Kanchanpur, North Tripura, invited tender from the eligible bidders up to 15:00 hours on <b>20/01/2022</b> for the Work under <b>DNle-T No-60/EE/KCP/2021-22, DNle-T No-61/EE/KCP/2021-22, &amp; DNle-T No-62/EE/KCP/2021-22</b> of <b>PNle-T No-24/EE/KCP/2021-222</b> , <b>Dated, the 17/01/2022</b> and circulated vide Memo No.F.8(11)/EE/KCP/2021-2022/6637-6706 Dated, 17/01/2022. For details visit https://tripuratenders.gov.in for contract at Mobile No- 8974460076 for clarifications, if any. Any subsequent corrigendum will be available at the website only.	
Sd/- Illegible (Er. Ritan Khisa ) Executive Engineer Kanchanpur Division, PWD(R&B) Kanchanpur, North Tripura.	

<b>NOTICE INVITING QUOTATION</b>	
Sealed tender on plain paper is hereby invited on behalf of Government of Tripura by the undersigned from the intending bonafide and resourceful supplier of Agar seedlings in polybag as per terms & condition, given in detailed notice inviting quotation. Sealed tender will be received in the office of the NTFP Centre of Excellence, Hatipara Gandhigram from 20 <sup>th</sup> January 2022 to 7 <sup>th</sup> February 2022 up to 4:00 PM. NIQ details along with terms and conditions can be downloaded from <a href="https://jica.tripura.gov.in">https://jica.tripura.gov.in</a> and <a href="http://nce.gov.in/">http://nce.gov.in/</a> or may be seen at NCE office at Hatipara Gandhigram on working days. No.F. 4-14/FOR/NCE/AGAR/PROCUREMENT/2021/3081-94	
Date: 18/01/2022	
<b>ICA-C-3403-22</b>	Sd/- Illegible Director NCE

<b>NOTICE INVITING TENDER</b>	
On behalf of the Governor of Tripura, the College of Veterinary Sciences & AH, R.K. Nagar, West Tripura-799008 invites tender in sealed cover for Procurement of one no. Desktop Computer sets, Scanner and UPS from dealers/traders/shops/Cooperatives dealing in the items. For details, the tender with terms and conditions will be available in the Office of the undersigned (Store Section) on <b>all working days till 31/01/2022 from 10.00 am to 4.00 pm</b> and also available in the websites <a href="http://www.arddtripura.nic.in">www.arddtripura.nic.in</a> and <a href="http://www.tripuratenders.gov.in">www.tripuratenders.gov.in</a> . The last date of submission of tender in sealed cover with super scribed as <b>"Tender for Computer Desktop, Scanner and UPS for FY 2021-22"</b> should reached to the undersigned <b>on or before 31/01/2022.</b>	
<b>ICA-C-3409-22</b>	Sd/- Illegible Principal College of Veterinary Sciences & AH R.K. Nagar, West Tripura



# করোনা পরিস্থিতিতে ভার্চুয়াল বৈঠকে ডাক্তার মানিক সাহা

**প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৯ জানুয়ারি।**। করোনার তৃতীয় ঢেউ চলছে। এই পরিস্থিতিতে বিজেপি সর্বভারতীয় স্তরে বিগত বছরের মতো এবারও সেবা-হিংসগঠন ভাবনায় কর্মসূচি জারি রেখেছে। ইতিপূর্বে রাজ্যে সংগঠিত কর্মসূচি নিয়েও ব্যাপক সাড়া লক্ষ্য করা গেছে। দলের তরফে জানানো হয়েছে, প্রদেশ সভাপতি মানিক সাহা ভার্চুয়াল বৈঠকে অংশ নিয়ে গোটা সেবামূলক কর্মসূচি সংগঠিত করার ক্ষেত্রে সিদ্ধান্তের কথা জানিয়েছেন। বিজেপির প্রদেশের তরফে আরও জানানো হয়েছে, কোভিডের তৃতীয় ঢেউয়ের বিরুদ্ধে লড়াই করার জন্য ভারতীয় জনতা পার্টির সর্বভারতীয় সভাপতি জে পি নাড্ডার নেতৃত্বে সমগ্র ভারতবর্ষে প্রায় দশ লক্ষের উপর কার্যকর্তাদের ‘স্বাস্থ্য স্বয়ং সেবক’ হিসেবে প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়েছে। ত্রিপুরা রাজ্যেও প্রায় সাড়ে ছয় হাজারের উপর কার্যকর্তাদের প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়েছে। বিগত ৯ আগস্ট প্রদেশ স্তরে এবং পরবর্তী সময়ে প্রতিটি জেলা ও মণ্ডলে প্রশিক্ষণ শিবিরের মাধ্যমে কার্যকর্তাদের ‘স্বাস্থ্য স্বয়ং সেবক’ হিসেবে নিয়োগ করার কাজ করা হয়েছে।। রাজ্যস্তরে চারজন, জেলা ও মণ্ডল স্তরে চারজন প্রশিক্ষক নিযুক্ত করা হয়েছে। প্রতি বুথ থেকে দু’জন করে প্রায় সাড়ে ছয় হাজারের উপর ‘স্বাস্থ্য স্বয়ং সেবক-র’ নাম বিজেপির কেন্দ্রীয় কার্যালয়ে পাঠানো হয়েছে। দলের তরফে এদিনের বৈঠকের বিষয় সম্পর্কে অবগত করে আরও বলা হয়েছে, বিশ্ব কোভিডের তৃতীয় ঢেউয়ের সম্মুখীন বিজেপির সেবা-হিংসগঠনকে মূল মন্ত্র বানিয়ে দলের কার্যকর্তাদের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে মানুষের পাশে গিয়ে দাঁড়াতে হবে।

কোভিডের বিরুদ্ধে সচেতনতা তৈরি করা তাদের অন্যতম কাজ। তবে বিজেপি এই বিষয়টির প্রতি গুরুত্ব দিয়ে নিশ্চিত হয়েছে যে করোনা সম্পর্কে সকলে সচেতন

নয়। স্থানীয়ভাবে বিভিন্ন হাটবাজার, বিদ্যালয়, কলেজে গিয়ে মানুষের মধ্যে মাস্ক, স্যানিটাইজার বিতরণ করা, বুথে কেউ করোনা আক্রান্ত হলে স্বাস্থ্য স্বয়ং সেবকদের নৈতিক দায়িত্ব ওই আক্রান্ত ব্যক্তি পর্যন্ত



কোভিড বিধি মেনে স্বাস্থ্য সম্পর্কিত সমস্ত সুযোগ পৌঁছে দেওয়া, অস্ত্রামিটার, গুণ্ধপত্র ইত্যাদি আক্রান্ত ব্যক্তির কিংবা তার পরিবারের মধ্যে পৌঁছে দেওয়ার কাজের কথাই বলা হচ্ছে তাদের। যদি কোনও আক্রান্ত ব্যক্তিকে

কোভিড কেয়ার সেন্টার কিংবা হাসপাতালে নিয়ে যাওয়ার প্রয়োজন পড়ে তাহলে নিকটবর্তী স্বাস্থ্যকেন্দ্রের সঙ্গে কথা বলে আক্রান্ত ব্যক্তিকে নিয়ে যাওয়ার ব্যবস্থা করতে হবে। সমস্ত নিয়ম



মেনে সমস্ত কেয়ার সেন্টারের নম্বর, অ্যাম্বুলেন্সের নম্বর রাখতে হবে। মুখ্যমন্ত্রীর নেতৃত্বে টিকাকরণের অভিযান বড় মাত্রায় সফল হয়েছে। কিন্তু কোভিডের দ্বিতীয় ঢেউ সমাপ্ত হওয়ার সাথে সাথে একটা বড় অংশ কোভিডের

দ্বিতীয় ডোজ নেয়নি। এই বিষয়টি সম্পর্কেও স্বাস্থ্য কর্মীদের সচেতন করার কথাও বলা হচ্ছে। রুক ভিত্তিক কারা কারা দ্বিতীয় ডোজ নেয়নি তার তালিকা জেলা সভাপতিদের মোবাইলে এদিন পাঠানো হয়েছে। বুথ স্তরে দু’জন করে যারা স্বাস্থ্য স্বয়ং সেবক আছে তারা যেন সমস্ত ব্যক্তিদের সঙ্গে যোগাযোগ করে তাদের দ্বিতীয় ডোজ নিতে অনুপ্রাণিত করেন কিংবা প্রয়োজনে টিকাকরণ কেন্দ্রে পর্যন্ত নিয়ে যান সেই কথাও বলা হয়েছে দলের তরফে। কোভিড আক্রান্ত হয়ে যারা হোম আইসোলেশনে আছে তাদের পরিবারের সঙ্গে মোবাইলের মাধ্যমে যোগাযোগ করে তাদের নিত্য প্রয়োজনীয় বিভিন্ন রকমের সহযোগিতা প্রদান করার দায়িত্বও দলের দিকেই নিতে হবে। সবমিলিয়ে দলের প্রদেশ সভাপতির এই ভার্চুয়াল বৈঠক সকলের জ্ঞাতার্থে পৌঁছে দিয়েছেন বিজেপির রাষ্ট্রীয় স্বাস্থ্য স্বয়ং অভিযান কর্মসূচি। দলের তরফে বিষয়টি সম্পর্কে জানিয়ে আরও বলা হয়েছে, এই সময়ে বিজেপির বিভিন্ন স্তরে সেবামূলক কাজকর্ম জারি আছে।

## জিএমপি’র কর্মসূচি

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৯ জানুয়ারি।। আগরতলা সহ রাজ্যের বিভিন্ন জায়গায় কক্‌বরক দিবসে জিএমপি’র কর্মসূচি ছিলো বুধবার। আগরতলায় ছাত্র যুব বনে এই দিবসের অঙ্গ হিসেবে আলোচনাসভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। এই আলোচনা সভায় বক্তব্য রাখেন জিএমপি’র কেন্দ্রীয় কমিটির সাধারণ সম্পাদক রাধাচরণ দেববর্মী, প্রণব দেববর্মী, রতন দাস সহ অন্যান্যরা। কক্‌বরক দিবসের ভাবনায় রাধাচরণ দেববর্মী বলেন, এই রাজ্যে বাম আমলেই এই ভাষাভাষির লোকদের বিকাশ ঘটেছে। যারা বড় বড় কথা বলছে তাদের আমলে এই কক্‌বরক ভাষাভাষির লোকদের দুর্দশার খবর রাখছে না সরকার। বর্তমান পরিস্থিতিতে আগরতলা এবং রাজ্যের বিভিন্ন জায়গায় এই দিনটি পালনের মধ্য দিয়ে জিএমপি বার্তা পৌঁছে দিয়েছে।



# শহিদ দিবস পালন

**প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৯ জানুয়ারি।**। ১৯ জানুয়ারি সিআইটিইউ, সারা ভারত কৃষক সভা, সারা ভারত কৃষি শ্রমিক ইউনিয়নের আহ্বানে রাজ্যেও কৃষি শ্রমিক সংহতি দিবস তথা শহিদ দিবস পালন করা হয়। আগরতলায় সারা ভারত কৃষক সভার রাজা দফতরে এই আয়োজন ছিলো। এই পর্বে উপস্থিত ছিলেন পবিত্র কর, শংকর প্রসাদ দত্ত, পাঞ্চানী ভট্টাচার্য, রাধাচরণ দেববর্মী সহ অন্যান্যরা। তার আগে শহিদ বেদীতে শ্রদ্ধাাধি নিবেদন করে শহিদদের প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করা হয়। স্বাধীন ভারতে প্রথম সর্বভারতীয় শ্রমিক ধর্মঘটে শহিদ শ্রমিকদের প্রতি শ্রদ্ধাঞ্জলি নিবেদনই এই কর্মসূচি ছিলো। এই



কর্মসূচির ৪০ বছর পূর্তিতে এদিন শ্রদ্ধাধি নিবেদন করা হয়। এদিনের শ্রদ্ধাধি নিবেদনের পর শুরু হয় মনোজ্ঞ আলোচনা সভা। এই আলোচনা সভায় বর্তমান প্রেক্ষিতে এই আন্দোলন এবং অতীতের বিষয়গুলো তুলে ধরে বক্তব্য রাখতে বলা হয়। কৃষকদের কাছে হেরে গেলেন নরেন্দ্র মোদি। কিন্তু তারপরও বহু কৃষক শহিদ হয়েছেন। ১৯৮২ সালে স্বাধীন ভারতে প্রথম শ্রমিক ধর্মঘটের দিনে যারা শহিদ হয়েছেন তাদের স্মরণেই ছিলো এদিনের আয়োজন। পবিত্র কর বলেন, ১৯৮২ সালের ১৯ জানুয়ারি সিআইটিইউ’র নেতৃত্বে শ্রমিক-কৃষক-মজদুরা অর্থনৈতিক দাবি আদায়ে ধর্মঘটে শামিল হয়েছিলেন। এই সময় তারা অর্থনৈতিকভাবে সমস্যায় ছিলেন। মজুরিও পেতেন না ঠিকমতো। ওই

ধর্মঘটকে সিপিএম, সিপিআই, ফরোয়ার্ড ব্লক সহ বিভিন্ন দল সমর্থন জানিয়েছিলো। সেটাই ছিলো স্বাধীন ভারতের প্রথম শ্রমজীবী মানুষের ডাকা সক্রিয় সফল ধর্মঘট। এই ধর্মঘটকে বাতালন করতে ওই সময় তামিলনাড়ু ও উত্তরপ্রদেশে শ্রমজীবী মানুষকে গ্রেফতার করা হয়েছিলো। তামিলনাড়ুতে তিনজন শ্রমিককে খুন করা হয়েছিলো। এরই প্রতিবাদে ভারতের শ্রমজীবী মানুষ সেদিন রাষ্ট্রায় নেমেছিলেন। তখনই উত্তরপ্রদেশে ভয়ঙ্কর ঘটনা ঘটে। সেই সময় যখনো ভোলা গুলিবর্জ হয়ে প্রথম শহিদ হন। ভোলার সাথে তার ভাই লালচাঁদও গুলিবর্জ হয়ে শহিদ হয়েছিলেন। তাদের প্রতি এদিন শ্রদ্ধা নিবেদন ছিলো। আগরতলার পাশাপাশি রাজ্যের বিভিন্ন জায়গায় এই কর্মসূচি পালন করা হয়েছে। একই সাথে আগামী ২৩ ও ২৪ ফেব্রুয়ারি ভারত বন্ধের প্রচারে পবিত্র কর সহ অন্যান্যরা প্রচার জারি রেখেছেন। কনভেনশন সহ অন্যান্য কর্মসূচিতে অংশ নিয়ে তারা ধর্মঘট সর্বাত্মক সফল করার আহ্বান রেখেছেন। পবিত্র কর

জানিয়েছেন, আগরতলার পাশাপাশি রাজ্যের বিভিন্ন জায়গায় কর্মসূচি জারি রয়েছে। শুধু তাই নয়, এই সময়ের মধ্যে ধর্মঘট আর প্রচারে সারা ভারত কৃষকসভার পাশাপাশি অন্যান্য সংগঠনও প্রচার জারি রেখেছে। ধর্মঘট কড়া সফল হবে তা সময়েরই বলবে। তবে ধর্মঘটের পক্ষে আগরতলার পাশাপাশি অন্যান্য জায়গাতেও পবিত্র কর’দের কর্মসূচি জারি রয়েছে। উল্লেখ্য, ২৩ ও ২৪ ফেব্রুয়ারি দু’দিনব্যাপী ধর্মঘটের সমর্থনে সারা ভারত কৃষকসভা ছাড়াও অন্যান্য সংগঠন বিভিন্ন জায়গায় কনভেনশন সংগঠিত করেছে। পবিত্র কর দাবি করেছেন, বর্তমানে মানুষ সরকারের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াচ্ছে। এই পরিস্থিতিতে সরকারে যারা রয়েছে কিংবা শাসক দলে যারা রয়েছে তারা আতঙ্কিত মানুষ জেগে উঠছে। সরকার এবং দলের মধ্যে এখন আন্দোলন চলছে। পবিত্র কর’রা দাবি করেন, মানুষ অভিজ্ঞতা থেকেই সরকার এবং শাসকদের বিরুদ্ধে সরব হওয়া। তবে বিজেপি শাসিত রাজ্যগুলোতে ধর্মঘট কড়া সফল হবে তা সময়ই বলবে।

# বিদ্যুৎ নিগম ঘেরাও

**প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৯ জানুয়ারি।**। ঘরে ঘরে বিদ্যুৎ পৌঁছে দেওয়ার যোগা করেছিলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। প্রধানমন্ত্রীর ঘোষণার পর ত্রিপুরায়ও গরিবদের ঘরে বিদ্যুৎ পৌঁছে দিতে উদ্যোগ নেয় রাজ্য বিদ্যুৎ নিগম। বিজেপি জোট সরকার নতুন ঠিকাদারদের সুযোগ করে দেন বিদ্যুতের লাইন পৌঁছে দেওয়ার কাজ করতে। ঠিকাদারদের বেশিরভাগই শাসকদলের কর্মী মন্বর্তন। যে কারণে তাদের আগের অভিজ্ঞতা না দেখে তাদের কাজ করার সুযোগ দেওয়া হয়। কিন্তু ঋণ নিয়ে ঠিকাদারি কাজ করার পর এখন বাড়ি থেকে লুকিয়ে বেড়াতে হচ্ছে রাজ্যের প্রায় ২৫০জন ঠিকাদারকে। তারা ঋণ, অন্যদের থেকে টাকা ধার নিয়ে ঘরে ঘরে বিদ্যুৎ পৌঁছে দেওয়ার কাজ করিয়েছিলেন। কিন্তু কাজ শেষ করে তিন বছর পরও বিলের টাকা পাননি। বিদ্যুৎ নিগমের কর্তারা বারবারই তাদের টাকা দেওয়া হবে



বলে প্রতিশ্রুতি দিয়ে বিদায় করে দেয়। মন্ত্রী থেকে শুরু করে বিদ্যুৎ নিগমের ছোটখাটো কর্মীদের কাছে ঘুরেও বিল পাচ্ছেন না ২৫০জন ঠিকাদার। অবশেষে তারা বুধবার বনমালীপুরে বিদ্যুৎ নিগমের প্রধান কার্যালয় ঘেরাও করেন। এখানেই চলে বিক্ষোভ। বিক্ষোভের পর বিদ্যুৎ নিগমের এমডি এবং এক অধিকর্তা তাদের সাথে বৈঠক করেন। বৈঠকের পর ঠিকাদারদের জানানো হয় আগামী ২০ দিনের মধ্যে বিল মিটিয়ে দেওয়া হবে।

এদিনের জন্য ঘেরাও তুললেও ঠিকাদাররা জানিয়েছেন, এমন প্রতিশ্রুতি আগেও পেয়েছি। কিন্তু টাকা দেওয়া হয় না। এমডি কথা দিলেও পরে তা রাখা হয় না। এমনকী বিদ্যুৎ মন্ত্রীর সঙ্গেও আমরা দেখা করেছিলাম। তিনি বলেছিলেন, ফাইল স্বাক্ষর করে দিয়েছেন। অশচ টাকা আর পান না। জানা গেছে, প্রধানমন্ত্রী সৌভাগ্য যোজনা প্রকল্পে রাজ্যের প্রত্যেক ঘরে বিদ্যুৎ পৌঁছে দেওয়ার

● এরপর দুইয়ের পাঠায়

# আইন ভাঙার জরিমানায় আইন ভাঙছেন ডিসিএম

**প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৯ জানুয়ারি।**। যারা মাস্ক ভালোভাবে পরে রাস্তায় বেরিয়ে পড়েছেন তাদের জন্যে জরিমানা নেই। সাথে মাস্ক আছে কিন্তু তা খুতনি পর্যন্ত আটকে আছে তারপরও তাকে জরিমানা দিতে হয়। এই জরিমানা যাকে দিতে হয় তার সাথে আছে কিনা তার পরিমাপ করার জন্য কোনও ডিসিএম ময়দানে থাকে না। যারা ময়দানে থাকে তারা হাতে রসিদ নিয়ে থাকে একটাই কারণ আইন ভাঙলে জরিমানা। শহরের বুকে আইন ভাঙার জরিমানায় এবার আইন ভাঙছেন স্বয়ং ডিসিএম। সদর মহকুমা প্রশাসনের এই ডিসিএমবাবু এদিন শহরের বুকে মাস্ক এনফোর্সমেন্টে বেরিয়েছেন। যারা মাস্ক পরছেন না তাদের যেমন জরিমানা করছেন আবার যাদের মাস্ক খুতনি পর্যন্ত আটকে আছে তাকেও জরিমানা করছেন। কিন্তু মজার বিষয় হলো— ডিসিএমবাবু নিজেরও আইন ভাঙছেন। যে গাড়ি চেপে তিনি অভিযানে নেমেছেন সেই গাড়িটা দাঁড় করিয়ে রাখলেন রাজপথে। রীতিমতো ট্রাফিক আইনকে বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ দেখিয়ে ডিসিএম অনার আইন ভাঙার জন্যে ‘শাসন’ করছেন রাজধানীতে। এই ছবি দেখে রীতিমতো সচেতন মহল প্রশ্ন তুলেছেন এই ডিসিএমকে কোন ট্রাফিক অফিসার জরিমানা করবে? আবার কারো কারো দাবি, ট্রাফিক পুলিশের কোনও অফিসার যদি খুতনি পর্যন্ত মাস্ক পরে থাকেন তাহলে তাকে ওই ডিসিএম জরিমানা করবে না। আর এই ডিসিএম যদি রাস্তায় গাড়িও দাঁড় করিয়ে রাখেন তাহলে ঋণস্বীকার হিসেবে ওই ট্রাফিক অফিসার তাকেও জরিমানা করবে না, অর্থাৎ মিলিবু লি আইন ভাঙার প্রতিযোগিতা। আগরতলা সহ

রাজ্যের বিভিন্ন জায়গায় নিয়মিত অভিযান চলছে। তাকে নিয়ে অনেকেই আপত্তিও জানাচ্ছেন। কেউ কেউ মুখ্যসচিবের দৃষ্টি আকর্ষণ করছেন। আবার কেউ কেউ বলবেন এটা চলতেই থাকবে। কিন্তু কতদিন? রাজধানীতে শুধু মাস্ক না পরলে জরিমানা আদায়ের অভিযান হচ্ছে। কিন্তু তার সাথে

ট্রাফিক আইনকে বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ দেখিয়ে রাজপথে গাড়ি রেখে অন্যের আইন ভাঙার শাস্তি দিচ্ছেন তাকেও যথেষ্ট হস্তিযথি ভাব দেখাতে দেখা যায়। কেউ কেউ বলবেন তারা মানুষকে সচেতন করতে ময়দানে নেমেছেন। করোনা পরিস্থিতিতে তারা সদা জাগ্রত টিসিএস অধিকারিক। কিন্তু তার চেয়ে বড়



মাস্ক পরার ক্ষেত্রে এখনও যে সবাইকে অভ্যাস করতে পারেন সরকার কিংবা প্রশাসন সেটাও কম গুরুত্ব কিসের? করোনা পরিস্থিতিতে একটা বিরাট অংশ স্বাস্থ্য সম্পর্কে উদাসীন বলেই অনেকে মনে করেন। আবার প্রশাসনের তরফেও জরিমানাকে যতটা গুরুত্ব দেওয়া হচ্ছে তার বিপরীতে মানুষকে সচেতন করার বিষয়টি যেন ততই হালকা হচ্ছে। আগরতলা সহ রাজ্যের বিভিন্ন জায়গায় মাস্ক এনফোর্সমেন্ট নিয়ে জনতার বিস্তার ক্ষোভ। যারা অর্থনৈতিকভাবে পিছিয়ে আছে তাদেরকে জরিমানা করা নিয়ে শহরের বুকে কিংবা রাজ্যের বিভিন্ন জায়গায় তীব্র অসন্তোষ দেখা দিয়েছে। আগরতলায় যে ডিসিএম

কথা, সরকারের বেতন এই অধিকারিকরা সরকারি রসিদ হাতে নিয়ে অনেকটা রাস্তায় দাঁড়িয়ে পুজোর চাঁদা তোলায় মতোই ভূমিকা পালন করছেন বলেও অভিযোগ উঠছে। কেননা, টিসিএস অধিকারিকদের বলতে শোনা যায় ‘দেন দেন দেন, দুই-শ টেয়া দেন’। সেদিন এক গুরুত্বের দোকানে সদ্য টিসিএস গ্রেড-টু অফিসারকে জোর করে মিলিয়ে আসতে হলো। কারণ, তাকে সংশ্লিষ্ট জরিমানা প্রদানকারী মাস্কবিহীন যুবক মাস্ক নেবে না বলে রীতিমতো ‘ভিনাই’ করেছে। সব মিলিয়ে বলা যায়, যারা আইন ভাঙছে তাদের জন্যে যারা দায়িত্ব পালন করছেন তাদের আইন ভাঙার জরিমানার দায়িত্ব কে নেবে?

# গণতন্ত্রের নামে স্বৈরতন্ত্র কায়েম

**প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, সোনামুড়া, ১৯ জানুয়ারি।**। গণতন্ত্রের নামে রাজ্যে স্বৈরতন্ত্র কায়েমের চেষ্টা চলছে। রাজ্যে সব অংশের মানুষ আজ আক্রান্ত। শ্রমিক, কৃষক, শিক্ষক-কর্মচারী-সহ সবাই আক্রান্ত হচ্ছেন। তাই এ রাজ্যে পুনরায় গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার আহ্বান জানানো বার নেতৃত্ব। বুধবার সোনামুড়ায় সিপিআইএম’র সিপিআইজলা জেলা কমিটির সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। সম্মেলনে প্রধান বক্তা হিসেবে উপস্থিত ছিলেন সিপিআইএম রাজ্য সম্পাদক জীতেন চৌধুরী। এছাড়াও উপস্থিত ছিলেন কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্যরা রমা দাস, সহিদ চৌধুরী, শ্যামল চক্রবর্তী, রতন সাহা প্রমুখ। বিভিন্ন বাধা-বিপত্তির মধ্যেও এ দিনের সম্মেলন সফলভাবেই সম্পন্ন হয়। সম্মেলনের শুরুতেই শহিদ বেদিতে মালাদান করেন নেতারা। সোনামুড়া এবং বিশালগড়ের প্রতিनिধিদের নিয়ে সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। সম্মেলনের মাধ্যমে সিপিআইজলা জেলা কমিটির সম্পাদক হিসেবে পুনরায় নির্বাচিত হয়েছেন ভানু লাল সাহা। ভাষণ রাখতে গিয়ে জীতেন চৌধুরী-সহ দলের অন্য নেতারা বর্তমান জোট সরকারের ব্যর্থতার কথা তুলে দিলেন। তারা বলেন, কংগ্রেস, বিজেপি এবং তৃণমূল শুধুমাত্র লোভ-লালসা চরিতার্থ করার জন্য রাজনীতি করছে। আর অন্যদিকে বামপন্থীরা নীতি-আদর্শ এবং মানুষের জন্য রাজনীতি করেন।



তারা বলেন, জোট সরকার কখনই কল্যাণের হাতে পারে না। তারা গণতন্ত্রের দোহাই দিয়ে স্বৈরতন্ত্র কায়েম করতে চাইছে। যার ফলে সাধারণ মানুষের জীবনযাত্রার মান আগের থেকেও নিচে নেমে গেছে। এর প্রভাব পাছাড় থেকে সমতল সর্বত্র ফুটে উঠছে। তবে মানুষ এখন এই সরকারকে ধীরে ধীরে বর্জন করে চলেছে। মানুষের মনে যে ক্ষোভ পুঞ্জীভূত হচ্ছে তা রাস্তায় বের হলেই বোঝা যায়। শাসকদলীয় দুর্বৃত্তরা বিভিন্ন

জায়গায় যে ধরনের হিংসাত্মক কার্যকলাপ চালিয়ে যাচ্ছে তার বিরুদ্ধে সব অংশের মানুষকে কায়েম করতে চাইছে। যার ফলে সাধারণ মানুষের জীবনযাত্রার মান আগের থেকেও নিচে নেমে গেছে। এর প্রভাব পাছাড় থেকে সমতল সর্বত্র ফুটে উঠছে। তবে মানুষ এখন এই সরকারকে ধীরে ধীরে বর্জন করে চলেছে। মানুষের মনে যে ক্ষোভ পুঞ্জীভূত হচ্ছে তা রাস্তায় বের হলেই বোঝা যায়। শাসকদলীয় দুর্বৃত্তরা বিভিন্ন

## আহত যুবক

**প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৯ জানুয়ারি।**। রহস্যজনকভাবে আহত হলেন এক যুবক। তার নামধাম জানা যায়নি। ঘটনাটি ঘটেছে ডুকলি মহেশখলা এলাকায়। কারো কারো দাবি, বাইক দুর্ঘটনার শিকার হয়েছে এই যুবক। তবে রক্তাক্ত অবস্থায় সেই যুবককে হাসপাতালে পৌঁছে দেওয়ার ব্যবস্থা করেছে পুলিশ।



আজ রাতের ওষুধের দোকান  
শংকর মেডিকেল স্টোর  
৯৭৭৪১৪৫১৯২

আজকের দিনটি কেমন যাবে

**মেঘ** **:** কর্মক্ষেত্রে শান্তি বজায় রাখতে চেষ্টা করুন। শারীরিক ভাবে কিছুটা ক্লান্তিবোধ আসতে পারে। তবে দিনটিতে পরিবারের ইচ্ছাও পূরণ করতে হবে। কর্মস্থলে কাজের মাত্রা বেড়ে যাবে ঠিকই, কিন্তু সব কিছুই থাকবে আপনার সুষ্ঠু নিয়ন্ত্রণে। কেউ কেউ কাজে সুনাম লাভ করবেন। তাতে কাজ করার উৎসাহ বৃদ্ধি পাবে।

**বুধ** **:** স্বভাবের উগ্রতা ও ছল-চাতুরি ক্ষতির কারণ হতে পারে। স্বাস্থ্য সম্পর্কে দুর্বীৰ্য্যতা দেখা দিতে পারে। ভাগ্য সম্পর্কে দুর্বীৰ্য্যতা দেখা দিতে পারে অবস্থা বায়ের মাত্রা বাড়তে পারে। মাত্র অর্থনৈতিক লেনদেন করা থেকে বিরত থাকুন নিজেকে এই দিনে।

**মিথুন** **:** কর্মস্থলে দায়িত্ব বৃদ্ধি পাবে দিনটিতে। পূর্বের কোন কাজে সাফল্যের জন্যে প্রাণপণ চেষ্টা চালাতে হতে পারে। উদ্বর্তনের সুদৃষ্টি ও সহায়তা লাভ।

**কর্কট** **:** নতুন কর্মলাভে নানা বাধার সম্মুখীন হতে হবে। সতর্ক থাকতে হবে যাতে কোন মূল্যবান বস্তু হারানো চুরি না যায়। শিক্কা এবং আইন ব্যবসায়ীদের জন্য শুভ দিন।

**সিংহ** **:** নিজের স্ত্রীর উপর বিশ্বাস থাকলে কর্মে সাফল্য লাভ অসম্ভব নয়। যদি কেউ আপনাকে কোনরকম সাহায্য নাই বা করে। কোন ঘনিষ্ঠ বন্ধুর সাথে পূর্বের বিবাদ থাকলে তা মিটিয়ে ফেলার চেষ্টা করুন বা মিটিয়ে ফেলার উপায় বের করুন।

**কন্যা** **:** দিনটির শুরুতেই ব্যবসা ক্ষেত্রে সুবাতাস বইবে। প্রেমসীর প্রেরণায় জাতকের জীবন কর্ম মুখর হয়ে উঠতে পারে। দিনটিতে যোরাফেরার যোগ আছে। এটাই একটা সুযোগ দুইজনকে ভালভাবে বুঝার। তবে কর্মক্ষেত্রে কঠিন পরিস্থিতির মধ্যে অগ্রসর

হতে হবে।  
**তুলা** **:** পরিবারের সাথে দিনটি কাটালে এই রাশির জাতক-জাতিকাদের জন্য শুভ। কর্মের জন্য দিনটি সহায়ক নয়। আপনার ইচ্ছার বিরুদ্ধে কাজ করতে হবে। তবে নতুন কাজে হাত দেবার আগে বিবেচনা করে সিদ্ধান্ত নেবেন।

**বৃশ্চিক** **:** যাদের জীবনে কেউ নেই তাদের জন্য কোন অপরিচিতদের সঙ্গে দেখা হবে এবং সে-ই আপনার জীবনের সব থেকে প্রিয় (ভাতক বা জাতিকা) হয়ে উঠবে। তবে দিনটিতে কোন কিছুতে সহি করার আগে ভালভাবে বুঝে নিন। সন্তানের সুসংবাদ আপনাকে আনন্দিত করবে।

**ধনু** **:** এই রাশির জাতক-জাতিকার জন্য দিনটি শুভ। কর্মক্ষেত্রে সহকর্মীরা আপনার কাজে উৎসাহিত করবেন। সুন্দর সম্পর্ক রক্ষা করার জন্য কিছু একটা ভাগ করতে হবে।

**মকর** **:** দিনটিতে অপ্রত্যাশিত ভাবে ধনলাভ হবে যা কোন দিন আশাও ছিল না। দিনটিতে কোন ঋণিকপূর্ণ কাজ করা থেকে বিরত থাকবেন।

**কুম্ভ** **:** সত্যের পথে থাকলে সফলতা অবাধ্যতা। অর্থনৈতিক দিক থেকে লাভবান হতে পারেন।

**প্রিয়জনের সাথে ঝগড়া বিবাদ এড়িয়ে চলতে চেষ্টা করুন। কর্মে উন্নতি চাইলে ঠান্ডা মাথায় কাজ করতে হবে।**

**মীন** **:** সিদ্ধান্ত পরিবর্তনের জন্য পরিবার এবং কর্মক্ষেত্রে অশান্তি হতে পারে। ধর্মের দিকে মনোনিবেশ। দিনটিতে কোন দায়িত্ব আসতে পারে। ব্যবসায় কিছুটা হলেও পরিবর্তন আসবে।



## জানা অজানা

# প্রতিকণারা গেল কোথায়?

১৯৩০ সাল। ব্রিটিশ পদাধিবদ পল ডিরাক বললেন এক আশ্চর্য কণার কথা। কণাটির ভর ইলেকট্রনের সমান। কিন্তু চার্জ ধনাত্মক। ডিরাক সেই কণার নাম দিলেন পজিট্রন। সাধারণ অর্থে কণাটির নাম অ্যান্টি—ইলেকট্রন বা প্রতি-ইলেকট্রন। শুধু ইলেকট্রনের কথা বলেই থামেননি ডিরাক। তিনি বলেছিলেন, প্রতিটা মৌলিক কণার প্রতিকণা আছে। প্রতিকণাদের ভর মূল কণার সমান। কিন্তু চার্জ আলাদা। অর্থাৎ মূল কণার চার্জ যদি ধনাত্মক হয়, তাহলে তার প্রতিকণার ভর ঋণাত্মক হবে। আবার মূল কণার ভর ঋণাত্মক হলে প্রতিকণার ভর ধনাত্মক হবে। তখনো কোয়াক্স আবিষ্কার হয়নি। প্রোটন আর নিউট্রনকেও মূল কণিকা বলে মনে করা হতো সে সময়। প্রতিটা কণার সঙ্গে একটা করে দেওয়া হলো অ্যান্টিপ্রোটন। আর নিউট্রনের প্রতিকণার নাম হলো অ্যান্টিনিউট্রন। নিউট্রন চার্জ নিরপেক্ষ, তাহলে হিসাবমতো এর প্রতিকণা থাকার কথা নয়। কিন্তু অকে পরে এর সমাধান হয়। তার আগে ১৯৩২ সালে মার্কিন বিজ্ঞানী কার্ল অ্যান্ডারসন পজিট্রন পরীক্ষাগারে আবিষ্কার করেন। সঙ্গে সঙ্গে প্রমাণ হয় পল ডিরাকের প্রতিকণাবস্তুর সঠিক ছিল।

যা—ই হোক, একসময় কোয়াক্স আবিষ্কার হয়। তখন দেখা যায়, ইলেকট্রন মূল কণিকা হলেও প্রোটন আর নিউট্রন মূল কণিকা নয়। এগুলো দুই ধরনের কোয়াক্স দিয়ে তৈরি। আপ কোয়াক্স আর ডাউন কোয়াক্স দিয়ে। আপ কোয়াক্স আর ডাউন কোয়াক্সের প্রতিকণা দিয়ে তৈরি হয় অ্যান্টিপ্রোটন আর অ্যান্টিনিউট্রন। তেমনিনভাবে মহাবিশ্বে যত কণিকা আছে, সবার প্রতিকণিকা থাকার কথা। অন্তত কণা পদার্থবিজ্ঞান তা-ই বলে। কিন্তু সেসব প্রতিকণা কোথায় থাকে? আমাদের চারপাশের যে চেনা জগৎ, এগুলো সবই তৈরি সাধারণ মূল কণিকা দিয়ে। প্রতিকণার ঠাই এখানে নেই। প্রতিকণাদের চার্জ উল্টো। তাই মূল কণাদের সম্পর্কে এলেই এদের মধ্যে সংঘর্ষ হয়। সেই সংঘর্ষে দুটি কণাই ধ্বংস হয়ে যায়। পড়ে থাকে শুধু শক্তি। আমাদের চেনা মহাবিশ্বে যদি প্রতিকণারা লুকিয়ে থাকত, তাহলে অহরহ মূল কণিকাদের সঙ্গে সংঘর্ষ ঘটিলে পুরো মহাবিশ্বকেই ধ্বংস করে দিত। অথচ পদার্থবিজ্ঞানের স্ট্যান্ডার্ড

মডেল বলে মহাবিস্ফোরণের পর যখন মূল কণিকাদের জন্ম হয়, তখন সমানসংখ্যক প্রতিকণারও জন্ম হয়। তাহলে সেই প্রতিকণারা গেল কোথায়? বিখ্যাত গবেষক মুহম্মদ জাফর ইকবাল তাঁর “আরো একটুখানি বিজ্ঞান” বইয়ে বলছেন, মহাবিস্ফোরণের পর সমানসংখ্যক কণা আর প্রতিকণার জন্ম হয়। সেসব কণা পরস্পরের সঙ্গে সংঘর্ষ ঘটিয়ে নিজেরা ধ্বংস হয় আর জন্ম নেয় শক্তির। কোনো এক রহস্যময় কারণে প্রতিকণারা সব ধ্বংস হয়ে গেলেও কিছু সাধারণ কণা বেঁচে যায়। সেই বেঁচে যাওয়া কণাগুলো দিয়েই তৈরি হয়েছে আমাদের বিশ্বজগৎ। কথা হচ্ছে, এভাবে কিছু কণিকার বেঁচে যাওয়ার কোনো সুযোগ আছে? নেই। প্রতিটা কণার সঙ্গে একটা করে প্রতিকণা তৈরি হবে। একটা কণার সঙ্গে নিশ্চয়ই একাধিক প্রতিকণার সংঘর্ষ হবে না। তাই কিছু কণা বেঁচে যাওয়ার কোনো সুযোগ নেই। মার্কিন পদার্থবিদ রিচার্ড ফাইনম্যান একটা সমাধান দিয়েছিলেন। তিনি মনে করেন, প্রতিকণারা সময়ের উল্টো দিকে চলে। আমাদের মহাবিশ্বে সময়সর সময় সামনের দিকেই চলে। কিন্তু মহাবিস্ফোরণের পর সময় দুই দিকেই চলা সম্ভব। আমাদের মহাবিশ্বের সময়ের প্রবাহকে যদি ধনাত্মক ধরি, তাহলে বিগব্যাংয়ের পর এর বিপরীত দিকেও যদি সময়ের প্রবাহ ঘটে, সেটা ঋণাত্মক সময়প্রবাহ ধরতে পারি। যদি মহাবিস্ফোরণ থেকে জন্ম হওয়া প্রতিকণাগুলো ছুটে যায় সময়ের সেই ঋণাত্মক দিকেই, তাহলে কণা আর প্রতিকণাদের সংঘর্ষ ঘটার সুযোগ থাকে না। বিখ্যাত বিজ্ঞানী কোয়াক্স কাকু তাঁর “ফিজিকস অব দ্য ইমপসিবল” বইয়ে বলেছেন, প্রতিকণারা সময়ের উল্টো দিকে প্রবাহিত হয়ে একটা প্যারালাল ইউনিভার্স তৈরি করেছে। সেই মহাবিশ্ব সম্পূর্ণরূপে প্রতিকণা দিয়ে তৈরি। মিশিও কাকুর কথায় যুক্তি আছে। কিন্তু আমরা যখন পরীক্ষাগারে প্রতিকণা তৈরি করছি, সেগুলো আসছে কোথা থেকে। সেই প্যারালাল ইউনিভার্স থেকে? প্যারালাল ইউনিভার্সই হোক আর রহস্যময় কারণে প্রতিকণারা ধ্বংস হয়েই যাক, কোনো তত্ত্বই এখন প্রমাণিত হয়নি। তাই প্রতিকণাদের এই সমস্যা বিজ্ঞানে রয়েই গেছে। কত দিনে এর সমাধান ও প্রমাণ হবে, তা কে জানে?

# মশা কামড় দিলে চুলকায় কেন?



প্রশ্নটা খুব সহজ। কিন্তু এর সূত্র ধরে একটু গভীরে গেলে মজার একটা ব্যাপার আমরা জানতে পারব। মশা কামড় দিলে আমাদের ত্বকের স্পর্শানুভূতি মস্তিষ্কে খবর পাঠায় যে কিছু একটা খোঁচা দিচ্ছে। সঙ্গে সঙ্গে নির্দেশ হাত চলে যাও, দেখো কী হচ্ছে। একটু চুলকে দিলেই হয়তো চলাবে। এই হলো ব্যাপার। কিন্তু আসল ব্যাপার একটু অন্য রকম। মশা তো জানে হাত চুলকাতে এলো তো সে রক্ত চুষে নিতে পারবে না।

আর তা ছাড়া দ্বক ফুটে করে ছল ফোটানোও কঠিন। তাই প্রথমে সে তার ছল থেকে একধরনের রাসায়নিক পদার্থ বের করে, যা ত্বকের ওই অংশকে কিছুটা তেলতেলে ও নরম করে এবং সাময়িকভাবে অবশ করে। এরপর মশা নিশ্চিত্তে রক্ত চুষে চম্পট দেয়। আমরা টেরও পাই না। কয়েক সেকন্ড পর চুলকানি অনুভব করি। তখন মারি চাপড়। কিন্তু ততক্ষণে মশা হাওয়া। এ জন্যই মশা মারা এত কঠিন।

# মুখোমুখি দুই বিমান, অল্পেতে রক্ষা

ব্যাঙ্গালুরু, ১৯ জানুয়ারি।। ব্যাঙ্গালুর আকাশে প্রায় মুখোমুখি চলে এসেছিল দু’টি যাত্রীবাহী বিমান। আর কয়েক সেকেন্ড গড়ালেই ঘটতে পারত ভয়াবহ দুর্ঘটনা। কিন্তু, শেষ মুহূর্তের তৎপরতায় মুখোমুখি সংঘর্ষ এড়ানো সম্ভব হয়। রক্ষা পায় প্রায় ৪০০ প্রাণ। গত ৯ জানুয়ারির এই ঘটনায় গাফিলতির অভিযোগ উঠছে ব্যাঙ্গালুরু বিমানবন্দরের এয়ার ট্র্যাফিক কন্ট্রোল (এটিসি)-এর বিরুদ্ধে। কেন্দ্রীয় অসামরিক বিমান মন্ত্রকের একটি

## যোগীর পর এবার ভোটে লড়ার সিদ্ধান্ত অখিলেশের!

লখনউ, ১৯ জানুয়ারি।। যোগী আদিত্যনাথের পর এবার অখিলেশ যাদব। শেষ মুহূর্তে মত বদলে উত্তরপ্রদেশ বিধানসভা নির্বাচনে লড়ার সিদ্ধান্ত নিলেন সমাজবাদী পার্টির সুপ্রিমো তথা দলের মুখ্যমন্ত্রী পদপ্রার্থী। সেই সঙ্গে উত্তরপ্রদেশের রাজনীতিতে পুরোপুরি নয়া ট্রেন্ডের সূচনা হয়ে গেল। শেষবার ২০০৪ বিধানসভা নির্বাচনে ভোটে লড়েছিলেন সমাজবাদী পার্টির মুখ্যমন্ত্রী পদপ্রার্থী মুলায়ম সিং যাদব। তারপর আর কোনো দলের মুখ্যমন্ত্রী পদপ্রার্থীরা ভোটে লড়েন না। তাঁরা গোটা রাজ্যে ঘুরে ঘুরে প্রচারে ফোকাস করাটাকেই বুদ্ধিমানের কাজ বলে মনে করেন। মুলায়ম লড়েছিলেন সেই একবারই, মায়াবতী কোনও কালেই লড়েননি বিধানসভা ভোটে। ২০১২ সালে অখিলেশ যাদব যখন প্রথমবার মুখ্যমন্ত্রী হলেন, তখনও তিনি বিধানসভা নির্বাচনে লড়েননি। সেসময় কনৌজের সাংসদ ছিলেন তিনি। পরে উত্তরপ্রদেশের বিধান পরিষদের সদস্য হন অখিলেশ। আবার ২০১৭ সালে যোগী আদিত্যনাথ মুখ্যমন্ত্রী হওয়ার সময় তিনিও ছিলেন গেরক্ষপুরের সাংসদ। পরে তিনিও বিধান পরিষদের সদস্য হন। কিন্তু এবারে

● এরপর দুইয়ের পাতায়

## মহারাষ্ট্র নগর পঞ্চণয়েত নির্বাচনে বিজেপিকে টেক্সা মহাজোটের

মুম্বই, ১৯ জানুয়ারি। মহারাষ্ট্র বিধানসভা নির্বাচনে বিজেপি বৃহত্তম পাটি হয়েও সরকার গঠন করতে পারেনি। শিবসেনাকে নিয়ে কংগ্রেস-এনসিপির জোট সরকার গড়েছিলেন বহু বিতর্কের পর। তারপর মহারাষ্ট্রে নগর পঞ্চায়েত নির্বাচনেও সেই একই ফলের পুনরাবৃত্তি। বিজেপির দাবি, তারা বেশি আসনে জিতেছে সবথেকে, তারাই বৃহত্তম পাটি। কিন্তু মহাজোটের দখলেই সিংহভাগ নগর পঞ্চায়েত। মহারাষ্ট্রে মোট ১০৬টি নগর পঞ্চায়েতে ভোট হয়েছে। এদিন সেই ফলাফল প্রকাশ্যে আসতে দেখা গিয়েছে, শাসক জোট অর্ধেকেরও বেশি নগর পঞ্চায়েতের দখল নিয়েছে ইতিমধ্যে। শেষ খবর পাওয়া পর্যন্ত ১০৬টির মধ্যে ২৪টি নগর পঞ্চায়েতে জয়ী হয়েছে বিজেপি। তার পর এনসিপি জিতেছে ২৫টি নগর পঞ্চায়েতে, কংগ্রেস ১৮টিতে এবং শিবসেনা ১৪টিতে। মহারাষ্ট্রে ১০৬টি নগর

● এরপর দুইয়ের পাতায়

সূত্র জানাচ্ছে, বিষয়টি নিয়ে তদন্তে নেমেছে ‘ডিরেক্টরেট জেনারেল অব সিভিল অ্যাভিয়েশন’ (ডিজিসিএ)। যদিও ব্যাঙ্গালুরু বিমানবন্দরের লগবুকে বিষয়টি নথিভুক্ত নেই। ‘এয়ারপোর্ট অথরিটি অফ ইন্ডিয়া’-র তরফে মাঝ আকাশে দুই বিমানের মুখোমুখি চলে আসার ঘটনা সম্পর্কে কিছু বলা হয়নি। যদিও ডিজিসিএ প্রধান অরুণ কুমার সর্ববাদ সংস্থাকে বলেন, “ঘটনার তদন্ত শুরু হয়েছে। দোষীদের বিরুদ্ধে কঠোরতম ব্যবস্থা নেওয়া হবে।” ডিজিসিএ সূত্রের খবর, মাঝ আকাশে মুখোমুখি

চলে আসা দুটি বিমানই ইন্ডিগো এয়ারলাইনসের। প্রথমটি, ব্যাঙ্গালুরু-কলকাতা ৬-ই৪৫৫। দ্বিতীয়টি ব্যাঙ্গালুরু-ভুবনেশ্বর ৬-ই২৪৬। পাঁচ মিনিটের ব্যবধানে বিমান দুটি ব্যাঙ্গালুরু বিমানবন্দর থেকে উড়েছিল। প্রাথমিকভাবে মনে করা হচ্ছে, এটিসি-র ভুল নির্দেশের কারণেই বিমান দুটি একই উচ্চতায় চলে এসেছিল। প্রসঙ্গত, বহুর চারেক আগে কলকাতা বিমানবন্দরের আকাশেও বরাতজোরে মুখোমুখি সংঘর্ষ এড়িয়েছিল ইন্ডিগোর দুটি বিমান।

## সুপ্রিম কোর্টে আক্রান্ত ১০ জন বিচারপতি, পজিটিভ ৪০০ কর্মীও

নয়াদিল্লি, ১৯ জানুয়ারি।। করোনার হানা খেদ দেশের শীর্ষ আদালতে। গত নয় দিনে করোনা সংক্রমিত হয়েছেন ১০ জন বিচারপতি। অসংখ্য কর্মীও আক্রান্ত। তবে ২ জন বিচারপতি ইতিমধ্যে সুস্থ হয়ে উঠেছেন বলেও জানা গিয়েছে। বিচারপতিরা ছাড়াও সুপ্রিম কোর্টের কর্মীদের করোনা পরীক্ষার পর জানা গিয়েছে, ৩০ শতাংশ কর্মী ইতিমধ্যে আক্রান্ত। এই অবস্থায় স্বভাবতই দেশের সর্বোচ্চ আদালতের স্বাভাবিক কাজকর্মে প্রভাব পড়েছে। জরুরি মামলাগুলিকে অগ্রাধিকার দেওয়া হচ্ছে বলে সূত্রের খবর। বুধবার থেকে বসছে না সুপ্রিম কোর্টের তিনটি বেন্ধ। একত্যা নোটিশ দিয়ে জানিয়েছে শীর্ষ আদালত। দেশের সর্বোচ্চ আদালতে রয়েছেন ৩২ জন বিচারপতি। তাঁদের মধ্যে ১০ জন করোনা আক্রান্ত হলেও ২ জন সুস্থ হয়ে ওঠায় কাজে যোগ দিয়েছেন। বাকি ৮ জন বিচারপতি বর্তমানে ছুটিতে রয়েছেন বলে জানা গিয়েছে। সূত্রের খবর, সুপ্রিম কোর্টের দেড় হাজার কর্মীর মধ্যে প্রায় ৪০০ জন করোনা আক্রান্ত হয়েছেন। যাদের মূড় উপসর্গ রয়েছে তাঁরা আপাতত একান্তবাসে রয়েছেন। এভাবে একের পর এক বিচারপতি ও ৩০ শতাংশ কর্মী করোনা আক্রান্ত হওয়ায় নতুন করে আদলত চক্রর ও বিস্তৃঙুলি স্যানিটাইজ করা শুরু হয়েছে। নতুন করে যাতে সংক্রমণ না ছড়ায় তার জন্য সবরকম ব্যবস্থা নেওয়া হচ্ছে। ইতিমধ্যে ডাঃ শ্যাম গুপ্তার নেতৃত্বে একটি মেডিক্যাল টিম গঠন করা হয়েছে কেন্দ্রের তরফে। তাঁরা সুপ্রিম কোর্টের বিচারপতি ও কর্মীদের খেতাবালের জন্য ২৪ ঘণ্টা কাজ করছেন। নিয়মিত আরটিপিসিআর পরীক্ষা করা হচ্ছে। দিনে ১০০ থেকে ২০০টি আরটিপিসিআর টেস্ট করা হচ্ছে। যাতে করে আক্রান্ত হওয়া মাত্র উপযুক্ত ব্যবস্থা নেওয়া যায়।



আম-আদমি পার্টির পক্ষ থেকে গোয়ার মুখ্যমন্ত্রী পদপ্রার্থী অমিত পালেকর-এর (বাম দিক থেকে দ্বিতীয়) সাথে মুখ্যমন্ত্রী কেজরিওয়াল সহ অন্যান্যরা।

# বিজেপি-শাসিত রাজ্যে বাড়িতে বাড়িতে মদ বিক্রির অনুমতি

ভোপাল, ১৯ জানুয়ারি।। সাধারণত বিজেপি শাসিত রাজ্যে মদ নিয়ে ছুটমার্গ দেখা যায়। ওজরাট, বিহারে মতো রাজ্যে তো মদ বিক্রি ও পান করা নিষিদ্ধই করা হয়েছে। তবে, বুধবার মদ নিয়ে সম্পূর্ণ উল্টো পাথে হাঁটলেন মধ্যপ্রদেশের বিজেপি সরকারের মুখ্যমন্ত্রী শিবরাজ সিং চৌহান। এদিন মধ্যপ্রদেশের মন্ত্রিপরিষদের বৈঠকে নতুন মদ নীতি অনুমোদন করা হয়েছে। যার ফলে, রাজ্যে মদের দাম আরও সস্তা হবে। এক কোটি টাকা পর্যন্ত উপার্জনকারীদের বাড়িতেই বার খোলার অনুমতি দেওয়া হবে। একইসঙ্গে, অবৈধ ও মানহীন মদ উৎপাদন, পরিবহণ, মজুত ও বিক্রির উপর কার্যকর নিয়ন্ত্রণ জারি করা হবে। মধ্যপ্রদেশের নতুন মদ নীতি অনুযায়ী মদের খুরা বিক্রির দাম প্রায় ২০ শতাংশ কমিয়ে আনা হবে। সব জেলার দেশি-বিদেশি মদের ছোট একক দোকানগুলিকে কমপোজিট দোকানে পরিণত করা হবে। এতে করে বেআইনি মদ বিক্রি বন্ধ হবে বলে আশা করছে মধ্যপ্রদেশ সরকার। এর পাশাপাশি, নতুন মদ নীতিতে,

যাদের মোট ব্যক্তিগত আয় ন্যূনতম এক কোটি টাকা, তাদের বাড়িতেই বার তৈরি করার অনুমতি দেওয়া হয়েছে। “হোম বার” লাইসেন্সের জন্য বার্ষিক লাইসেন্স ফি হিসাবে ৫০,০০০ টাকা দিতে হবে। নতুন নীতির অধীনে, রাজ্যের কৃষকদের উৎপাদিত আঙ্গুর ব্যবহার করে রাজ্যেই যে সমস্ত ওয়াইন তৈরি করা হবে, তার উপর কোনও শুল্ক থাকবে না। সেই সঙ্গে দেশি মদ সরবরাহ ব্যবস্থায় রাজ্যের কর্মচারীদের মধ্যে জেলাভিত্তিক টেন্ডার ডাকা হবে। রাজস্বের ক্ষতি বন্ধ করতে ই-আবগারি ব্যবস্থা চালু করা হবে। শিবরাজ সিং চৌহান সরকারের দাবি, মদের ট্র্যাক অ্যান্ড ট্রেস কিউআর কোড স্ক্যান করা, বৈধতা পরীক্ষা করা সহজ হবে। এর পাশাপাশি মহায়া ফুল থেকে মদ তৈরির পাইলট প্রকল্পেরও মন্ত্রণা দিয়েছে রাজ্য সরকার। আগামী দিনে মন্ত্রিসভার উপ-কমিটির সামনে সেই প্রকল্পের প্রস্তাব উপস্থাপন করা হবে। মধ্যপ্রদেশ সরকারের এই সিদ্ধান্তের পিছনে রাজস্ব সংগ্রহটাই বড় কারণ বলে মনে করা

## ১১ মার্চের পর থেকে সাধারণ রোগে পরিণত হবে করোনা!

নয়াদিল্লি, ১৯ জানুয়ারি।। ১১ মার্চের পর থেকে কোভিড-১৯ ভারতে একটি সাধারণ রোগে পরিণত হতে পারে। এমনটাই দাবি করলেন ইন্ডিয়ান কাউন্সিল অব মেডিক্যাল রিসার্চ (আইসিএমআর)-এর অতিমারি বিভাগের প্রধান সমীরণ পাণ্ডা। দেশের প্রথম সারির এক সংবাদমাধ্যমকে দেওয়া সাক্ষাৎকারে তিনি বলেন, “অনুমান করা হচ্ছে যে গুমিক্রনের প্রভাব ভারতে ১১ ডিসেম্বর থেকে শুরু করে তিন মাস ধরে চলবে। অর্থাৎ ১১ মার্চের পর থেকে আমরা এই রোগ থেকে কিছুটা অব্যাহতি পেতে পারি।” তাঁর মতে, ১১ মার্চের পর থেকে কোভিড-১৯ ভারতে একটি সাধারণ রোগ হয়েও দাঁড়াতে পারে। তবে তার জন্য অনেকগুলি বিষয়ে বিশেষ নজর রাখা প্রয়োজন। করোনার যদি কোনও নতুন রূপ আবির্ভূত না হয় এবং যদি গুমিক্রন রূপ ডেল্টা রূপকে প্রতিস্থাপন করে, তখনই করোনা একটি সাধারণ রোগে পরিণত হতে পারে বলে তাঁর দাবি। কোভিড-১৯ ভারতে একটি সাধারণ রোগে পরিণত হলে এটি তুলনামূলকভাবে কম সংক্রমিত হবে এবং একটি নির্দিষ্ট অঞ্চলে সীমাবদ্ধ থাকবে। তিনি আরও জানিয়েছেন, দিল্লি এবং মুম্বইয়ে করোনা স্ফীতি শীর্ণে পৌঁছেছে কি না তা এখনই নিশ্চিত করে বলা সম্ভব নয়। সমীরণ বলেন, “দিল্লি এবং মুম্বইয়ে করোনা স্ফীতি শীর্ণে পৌঁছেছে কি না তা জানতে

● এরপর দুইয়ের পাতায়



শীতের সকালে কাঁপতে কাঁপতে গৃহহীন মানুষেরা দেশের রাজধানী দিল্লিতে একটি খাবারের জন্য। শিশু যেক্ষাসেবকরা বিনে পয়সায় খাবার দিয়ে থাকেন প্রতিদিনই।

# কংগ্রেস ছাড়ছেন লড়কি হুঁ প্রচারের মুখ প্রিয়াক্ষা

লখনউ, ১৯ জানুয়ারি।। উত্তরপ্রদেশে ভোটের আগে আরও বড় সমস্যায় কংগ্রেস। দল ছাড়তে চলেছেন প্রিয়াক্ষা মৌর্য। তিনি উত্তরপ্রদেশ কংগ্রেসের “লড়কি হুঁ শক্তি হুঁ” প্রচারের প্রধান মুখ ছিলেন। এবার তিনি যোগ দেননি বিজেপিতে। এমনটাই খবর সূত্রের। তিনি জানিয়েই দল ছাড়ছেন প্রিয়াক্ষা। তিনি ভেবেছিলেন দল তাঁকে নির্বাচনে লড়ার জন্য টিকিট দেবে। তা হয়নি। এতেই ক্ষুব্ধ তিনি। আজ বুধবারই তিনি যোগ দিতে পারেন বিপক্ষ শিবিরে। এর আগে প্রিয়াক্ষা নিজেই বলেছিলেন যে , “কংগ্রেস নির্বাচনে টিকিট দেওয়ার সময়ে অনেক কার্যচূপি করেছে।” তাঁর সরাসরি অভিযোগ ছিল, “কংগ্রেস তার মুখ ব্যবহার করেছিল প্রচারের জন্য। আমার সেশ্যাল মাধ্যমে ১০ লক্ষ ফলোয়ার রয়েছে। এর সম্পূর্ণ ব্যবহার করেছে তারা। যখন নির্বাচনের জন্য টিকিট দেওয়ার সময় এল দেখলাম আমি টিকিট পাইনি। অন্য একজন উড়ে এসে জুড়ে বসে টিকিট পেয়ে গেল। এটা আমার সঙ্গে অন্যায় হয়েছে বলে আমি মনে করছি। আসলে এসব আগে থেকেই ঠিক করা ছিল। আমাকে শুধু ব্যবহার করে নেওয়া হয়”। বলা যায় দলের হয়ে ক্ষোভ উগাড় দেন উত্তরপ্রদেশ মহিলা কংগ্রেসের সহ সভাপতি। তিনি আরও অভিযোগ করে বলেছেন, “আমি টিকিট পাইনি তার অন্য একটা কারণও আছে অবশ্য। আমি প্রথমত ওবিসি সম্প্রদায়ের মেয়ে। আর আমি প্রিয়াক্ষা গান্ধীর সম্পাদক সন্দীপ সিংকে ঘূসও দিতে পারিনি। তাই টিকিটও পাইনি।” প্রসঙ্গত, উত্তরপ্রদেশ বিধানসভা নির্বাচনকে সামনে রেখে কংগ্রেস ঠিক করেছিল যে মহিলা ভোট যত বেশি সম্ভব নিজের দিকে টেনে নেওয়ার। অন্তত পাঁচ কোটি মহিলার কাছে পৌঁছানোর লক্ষ্য ছিল কংগ্রেসের। কংগ্রেসের সাধারণ সম্পাদক প্রিয়াক্ষা গান্ধী বলেছিলেন, উত্তরপ্রদেশ নির্বাচনে কংগ্রেস অন্তত ৪০ শতাংশ মহিলা প্রার্থীকে ভোটে টিকিট দেবে। তাদের প্রথম দফায় যে প্রার্থী তালিকা প্রকাশিত হয় তাতে অবশ্য এই কথার কোনও প্রতিফলন ছিল না।

# উত্তরপ্রদেশে বিজেপি’র দুই দলের সঙ্গে জোট

লখনউ, ১৯ জানুয়ারি।। উত্তরপ্রদেশ বিধানসভা নির্বাচনের আগেই বড় ঘোষণা বিজেপির। এদিন জাতীয় স্তরের শীর্ষ পর্যায়ের বৈঠকের পর বিজেপি’র সর্বভারতীয় সভাপতি জেপি নাড্ডা জানিয়েছেন উত্তরপ্রদেশ বিধানসভা নির্বাচনে আপনা দল, নিষাদ পার্টি ও বিজেপি-এক জোট হয়ে ভোটযুদ্ধে শামিল হবে। উত্তরপ্রদেশের ৪০০টি আসনে একজোট হয়ে প্রার্থী দেবে। বিজেপির কেন্দ্রীয় নির্বাচনি কমিটির বৈঠকের পরই এ সিদ্ধান্তের কথা ঘোষণা করা হয়েছে। অমিত শাহ ও উত্তরপ্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী যোগী আদিত্যনাথের উপস্থিতিতেই এই সিদ্ধান্তের কথা ঘোষণা করেন নাড্ডা। এদিন বিজেপির কেন্দ্রীয় নির্বাচনি কমিটির বৈঠক ছিল। এই বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন অমিত শাহ ও অনুরাগ ঠাকুরের মত শীর্ষ নেতৃত্ব। তাঁদের উপস্থিতিতেই দলের সর্বভারতীয় সভাপতি

জেপি নাড্ডা উত্তরপ্রদেশে জোট বেঁধে লড়াই করার কথা ঘোষণা করেন। তিনি বলেন, এন্ডিএ যেমন একজোট হয়ে ২০১৯ সালে লড়াই করেছে, তেমনই ২০২২ সালের বিধানসভা নির্বাচনে বিজেপির নেতৃত্বে আপনা দল ও নিষাদ পার্টি একাবদ্ধ হয়ে লড়াই করবে। তবে বিজেপির এই পদক্ষেপ আসন্ন বিধানসভা নির্বাচনে অনেকটাই শক্তি যোগাবে বলেও মনে করছেন। কারণ এতদিন ধরে অখিলেশ ত্রাণগত বিজেপি শিবিরে ভ্রাম্য ধরিয়ে আসছিলেন। আগেই বিজেপির বেশ কয়েক জন নেতা-মন্ত্রী বিজেপি ছেড়ে সমাজবাদী পার্টিতে যোগ দিয়েছেন। যাতে অখিলেশ পড়া সম্প্রদায়ের প্রথম সারির নেতা ছিলেন। অপর্যায় যোগদানে যাদব ভোট ক্ষিট্রি হলেও বিজেপির ভিক্ত যাবে বলেও আশা করছে রাজনৈতিক মহল। অন্যদিকে আপনা দলও নিষাদ পার্টির ভোটও বিজেপির বাস্তু ভরাতে পারে বলেও মনে করা হচ্ছে।

## লাইফ স্টাইল

# খুব কাছের মানুষ কোভিড থেকে সেরে উঠেছেন?

## কত দিন পরে ওর সামনে বসে গল্প করা নিরাপদ

সেরে ওঠার কত দিন পরে তাঁর সঙ্গে স্বাভাবিকভাবে মেলামেশা করা যাবে? বা আপনি নিজেও যদি করোনায় আক্রান্ত হন, তাহলে পরিবারের বাকিদের সঙ্গে কত দিন পরে স্বাভাবিকভাবে মেলামেশা করতে পারবেন? এই প্রশ্নগুলি অনেকেই তুলছেন। হালে চিকিৎসক প্রীতম মুন এই বিষয়ে কয়েকটি নিয়ম মেনে চলার পরামর্শ দিচ্ছেন।

দিয়েছে। এক সাক্ষাৎকারে তিনি জানিয়েছেন, একেক জনের শরীরে করোনার ভাইরাস যেমন একেক রকম প্রভাব ফেলে, তেমনই রোগী সেরে যাওয়ার পরে কত দিন তাঁর শরীরে করোনা ভাইরাস থেকে যাবে, সেটিও একেক জনের ক্ষেত্রে একেক রকম। এ জন্য তিনি কয়েকটি নিয়ম মেনে চলার নির্দেশ দিচ্ছেন: করোনার উপসর্গ কি খুব মৃদুভাবে দেখা দিয়েছিল? বা

কোনও উপসর্গ দেখাই দেয়নি? তাহলে সেরে যাওয়ার ১০ দিন পরে অন্য মানুষের সঙ্গে স্বাভাবিকভাবে মেলামেশা করুন। করোনার কি মারাত্মক উপসর্গ হয়েছিল? সেক্ষেত্রে আক্রান্ত ব্যক্তির শরীরে অনেক দিন পরে পর্যন্ত থাকতে পারে এই জীবাণু। পরীক্ষায় সেটি ধরা পড়লেও শরীরে থেকে যেতে পারে এটি। সেক্ষেত্রে আরও কিছুটা সময় নিন।

তার পরে স্বাভাবিকভাবে মেলামেশা করুন। বাড়িতে বা ঘনিষ্ঠ মানুষের মধ্যে এমন কেউ আছেন, যিনি জটিল কোনও অসুখে ভুগছেন? ক্যানসার বা মারাত্মক মাত্রার ডায়াবিটিসে আক্রান্ত কেউ আছেন এই তালিকায়? তাহলে উপসর্গ না থাকার ১০ দিন পরেও কোভিডে আক্রান্তর থেকে তাঁদের সমস্যা হতে পারে। সেক্ষেত্রে তাঁদের সামনে

যাওয়ার আগে মাস্ক পরে যান। কোভিড থেকে সেরে যাওয়ার পরে নিয়ম করে টিকা নিন। যাতে রোগ ছড়ানোর আশঙ্কা কমবে। দরকারে বিশেষজ্ঞের সঙ্গে কথা বলে বাড়ি জীবাণুশুদ্ধ করান। চিকিৎসকের কথা থেকে পরিকার, কোভিড সংক্রমণের সব লক্ষণ বা উপসর্গ চলে যাওয়ার পরে অন্তত ১০ দিন সময় নেওয়া উচিত। তার পরেই কোভিড আক্রান্তের উচিত স্বাভাবিকভাবে মেলামেশা শুরু করান।



# ত্রিপুরা গ্রামীণ জীবিকা মিশন

## গ্রামোন্নয়ন দপ্তর, ত্রিপুরা সরকার



### গ্রামীণ যুবক যুবতীদের জন্য কাজের সুযোগ

#### দীনদয়াল উপাধ্যায় গ্রামীণ কৌশল্য যোজনা-র মাধ্যমে

১৫ থেকে ৩৫ বছর বয়সী গ্রামীণ যুবক যুবতীদের জন্য বিনামূল্যে পেশাগত প্রশিক্ষণ-৬/৯/১২ মাসের মেয়াদ।

প্রশিক্ষণ এবং কাজের সুযোগ সংগঠিত হবে রাজ্যে অথবা রাজ্যের বাইরে।

৬/৯/১২ মাসের মেয়াদের প্রশিক্ষণ শেষে কর্মনিযুক্তিতে ন্যূনতম মাসিক বেতন হবে যথাক্রমে ৮,০০০/১২,০০০/ ১৫,০০০ টাকা।

পঞ্চম শ্রেণী থেকে দ্বাদশ শ্রেণী পর্যন্ত শিক্ষিতরা বিভিন্ন পেশায় প্রশিক্ষণের সুযোগ পাবেন। আপনার শিক্ষাগত যোগ্যতা উপর ভিত্তি করে আপনি পেশা বেছে নিতে পারেন।



#### কীভাবে নিতে পারেন এই বিশেষ সুযোগ :

- নির্বাচিত প্রশিক্ষার্থীদের নির্দিষ্ট কেন্দ্রে গিয়ে প্রশিক্ষণ নিতে হবে। প্রশিক্ষণের সময় বিনামূল্যে থাকা খাওয়ার ব্যবস্থা থাকবে। প্রশিক্ষণের বেশীর ভাগ অংশই সংগঠিত হবে বহিরাঙ্গ্যে।
- এই প্রকল্পের মাধ্যমে প্রশিক্ষণ ও কাজের সুযোগ পেতে হলে আজই নিজের নাম নথীভুক্ত করুন কৌশলপঞ্জীতে অথবা [kaushalpanjee.nic.in](http://kaushalpanjee.nic.in)

### Contact Details of the PIA

Sl. No.	Name of the PIA	Trade	Training Centre Location	Contact person	Phone Number
1	Apollo Medskill Pvt. Ltd.- II	Healthcare (GDA)	Kashipur, West Tripura	Shourajit Biswas shourajit_b@apolloedskills.com	9121016034
2	Orion Edutech Pvt. Ltd.-II	IT-ITES, Non Voice, Computer Hardware Assft. Tourism & Hospitality,	Kashipur, West Tripura	Satyajit Chowdhuri khoyerpur@orionedutech.com	9362058588
3	Quess Corp. Pvt. Ltd.	Tourism & Hospitality, IT & ITES, Technical Support Executive, Sewing Machine Operator	Lembucherra, Khayerpur, Golbazar, West Tripura	Samson Sundi samson.sundi@exceluslearning.com parivartan@ikyaglobal.com	7488380929
4	Teamlease Services Ltd	Food & Beverage services and Front Office Receptionist (Hospitality & Tourism)	Nutannagar, West Tripura	Joydeep Sutradhar/ Sayantan Chakraborty joydeep.sutradhar@teamlease.com	9954207781/ 8837030582
5	Orion Security Solutions Pvt. Ltd	Unarmed Security Guard, House Keeping Attendant	Hapaniya, West Tripura, Dharmanagar, North Tripura	Niraj Jha/ niraj.afc@gmail.com	9774356910
6	Shanti GD Ispat and power Pvt. Ltd	Apparel – Garments making, manufacturing Technology, Fashion Designer, Retail, Healthcare	Jogendranagar, Agartala	Supratim Deb shantigdtripura@gmail.com sgd.supratim2@gmail.com	9886560306
7	Swatirtha Charitable Trust	Capital Goods-CNC setter cum operator , Automotive Service Technician Level 3	Bardhaman, West Bengal	Bhaskar Das dbhaskar073@gmail.com swatirtha@rediffmail.com	9862164904
8	Swadhin	Tourism & Hospitality, Automotive-Automotive Service Technician Level 3	Bolpur, West Bengal	Rahul Dutta Gupta/ Pritam Halder dattaguptarahul@gmail.com ddugkyswadhin@gmail.com	7005861486/ 7586885173
9	V-MART Retail Sales Associate	Retail Sales Associate	Khayerpur, West Tripura	Manik Chakraborty chakrabortymanik78@gmail.com	8837265675
10	Kaushal Shala Foundation	Sewing Machine Operator, Retail Store Manager	Lefunga, West Tripura	Sanjit Debbarma debbarmasanjit86@gmail.com	7005431729
11	M S Support Services Pvt. Ltd	Facility Supervisor, Multi Skill Technicians	New Delhi	Sudip Narayan Deb Choudhury sudip.choudhury@mssspl.in	8787410429
12	Rastogi Education Socelty	Capital Goods, Healthcare- GDA, Construction, Automotive	Raipur, Chattisgarh	Nirmal Debroy/ Bikash Debbarma nirmal@rastoginursing.com	6009087914/ 7005396785
13	Sumathi Corporate Services Pvt. Ltd	Multi Skill Technician, Assistant Fashion Designer , Front Office Associates, Logistics	Camperbazar, West Tripura	Sani Saha manash@sumathi.in sani84saha@gmail.com	8837258311
14	Satyam Satpura Samaj Sewa samiti	Assistant Electrician and Domestic Data Entry Operator	Khayerpur, West Tripura	Arunabha Debnath/ Saugata Datta Arunabha.satyamskills@gmail.com Saugata.2019@rediffmail.com	8974151364/ 7005767067
15	ISEE Staffing Solution Pvt. Ltd	General Duty Assistant, Electrical Technician, Fitter Mechanical Assembly,	Bangalore, Karnataka	Ranabir Saha/ Subarnita Sarkar stateheadtr@iseestaffingsolutions.com triseestatehead@gmail.com	8731862689/ 8240536612
16	Nutricure India Pvt. Ltd.	Documentation Assistant, Home Health Aide	Nandannagar, West Tripura	Rajib Majumder/ Debashish Mondal Statehead.tr01@nutricure.in debashish@nutricure.in	8974196342/ 9678021236

প্রকল্প সম্বন্ধে জানার জন্য [www.ddugky.gov.in](http://www.ddugky.gov.in) ওয়েবসাইট দেখে নিন।

ত্রিপুরা গ্রামীণ জীবিকা মিশন, DDU-GKY বিভাগ, ভোলাগিরি, আগরতলা  
অথবা এই নম্বরে যোগাযোগ করুনঃ 6033241390 (কাজের দিনগুলিতে সকাল ১১টা থেকে বিকাল ৫টার মধ্যে)

ICA-D-1672/2021-22

ত্রিপুরা গ্রামীণ জীবিকা মিশন কর্তৃক জনস্বার্থে প্রচারিত



# কলঙ্কিত মহিলা ফুটবল



**প্রতিবাদী কলম ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৯ জানুয়ারি :** আগাগোড়া হট ফেভারিটের মতো খেলেও মহিলা লিগে রানার্স হয়েই সম্ভ্রষ্ট থাকতে হলো মহাশ্য়া গান্ধী পিসি-কে। বৃধবার উমাকান্ত মিনি স্টেডিয়ামে শেষ মাঠে জম্পুইজলা

**ভারত-ওয়েস্ট ইন্ডিজ টি-২০ সিরিজ হতে পারে ইডেন গার্ডেন্সে**

**মুম্বাই, ১৯ জানুয়ারি।**। ভারত বনাম ওয়েস্ট ইন্ডিজের সম্পূর্ণ টি-টোয়েন্টি সিরিজই হতে চলেছে কলকাতার ইডেন গার্ডেন্সে। এমনই জানা গেল বৃধবার। সুত্রের খবর, ওয়েস্ট ইন্ডিজের বিরুদ্ধে টি-টোয়েন্টি সিরিজের তিনটি ম্যাচই অনুষ্ঠিত হবে ইডেন গার্ডেন্সে। ঘটনাক্রমে যা বোর্ড সভাপতি সৌরভ গাঙ্গোপাধ্যায়ের ঘরের মাঠ। অন্যদিকে এক দিনের সিরিজের তিনটি ম্যাচ অনুষ্ঠিত হবে আমেদাবাদে, যা বোর্ড সচিব জয় শাহের ঘরের মাঠ। আগামী মাসেই ভারতের বিরুদ্ধে সীমিত ওভারের সিরিজ খেলতে এ দেশে আসছে ওয়েস্ট ইন্ডিজ। প্রতিটি ম্যাচই আলাদা আলাদা মাঠে হওয়ার কথা ছিল। ঠিক ছিল, এক দিনের সিরিজের ম্যাচগুলি হবে কটক, বিশাখাপত্তনম এবং তিরুঅনন্তপুরমে। কিন্তু করোনার বাড়বাড়ন্তের জন্য আপাতত গোটী সূচিই উলট-পালট হয়ে গিয়েছে। প্রথমে মনে করা হয়েছিল, সিরিজই বাতিল হয়ে যাবে। পরে বোর্ডকর্তারা ঠিক করেন, সিরিজ যেমন হওয়ার হবে। কিন্তু মাঠের সংখ্যা কমিয়ে দেওয়া হবে। সে ক্ষেত্রে দু'টি আলাদা আলাদা মাঠে দুটি সিরিজ হওয়ার প্রস্তাব করা হয়েছিল বৃধবার এ বিষয়ে বোর্ডের একটি বৈঠক হয়। সেখানেই ঠিক হয়ে যায়, এক দিনের সিরিজ আমেদাবাদে এবং টি-টোয়েন্টি সিরিজ কলকাতায় আয়োজন করা হবে। সুত্রের খবর,

**●এরপর দুইয়ের পাতায়**

**মারিওর হাত ধরে মরশুমের প্রথম জয় পেল এসসি ইস্টবেঙ্গল**

**পানাজি, ১৯ জানুয়ারি।**। অবশেষে শাপমুক্তি। এবারের আইএসএলের প্রথম জয় পেল এসসি ইস্টবেঙ্গল। স্পেনীয় কোচ মারিও রিভেরার হাত ধরে এরা তিনে পয়েন্ট। এই জয়ের অপেক্ষাতেই তো এতদিন ছিলেন লাল-হলুদ সমর্থকরা। কিন্তু একের পর এক ম্যাচে ব্যর্থতাই ছিল এসসি ইস্টবেঙ্গলের নিত্যসঙ্গী। অবশেষে বৃধবার মাওবীর তীরে জ্বলে উঠল মশাল। মারিও রিভেরার দল ২-১ গোলে হারাল এফসি গোয়াকে। প্রথম সাক্ষাতে এই এফসি গোয়ার কাছে ৪-৩ হারতে হয়েছিল এসসি ইস্টবেঙ্গলকে। তখন লাল-হলুদের রিমেট কল্টনাল হাতে ছিল মানোএলা দিয়াজের হাত। তার পর গঙ্গা দিয়ে অনেক জল গড়িয়ে গিয়েছে। ব্যর্থ মানোলোকো সরে যেতে হয়। অন্তর্বর্তী কোচ রেনেডি সিং জয় এনে দিতে না পারলেও দলের শরীরী ভাষা অনেকটাই বদলে দিতে পেরেছিলেন। নতুন কোচ মারিও রিভেরা ভারতে নতুন নন। লাল-হলুদের প্রাক্তন কোচ তিনি। সেই মারিওর আজই ছিল প্রথম ম্যাচ। আর তাঁর কোচিংয়েই এল সেই জয়। এদিন ইস্টবেঙ্গলকে প্রথমে এগিয়ে নেন মাহেশ। খেলার বয়স তখন ৯ মিনিট। গোলটা অবশ্য

**●এরপর দুইয়ের পাতায়**

বড় ব্যবধানে কিল্লাকে হারাতেই শিরোপা দখল করলো তারা। এরপরই ফোভে ফেটে পড়লো মহাশ্য়া গান্ধী পিসি-র কোচ, কর্মকর্তারা। টিএফএ-র সচিব সহ অন্যান্য কর্মকর্তাদের দীর্ঘ সময় ঘেরাও করে রাখলো তারা। ক্রুদ্ধ

**৫ জনের কমিটি চালাতে ব্যর্থ সভাপতিই রাজ্য ক্রিকেটের কোমর ভেঙে দিয়েছেন**

**প্রতিবাদী কলম ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৯ জানুয়ারি :** এক সময় যারা বার বার টিসিএ-তে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করে গেছেন, আদালতে একাধিকবার মামলা করে রাজ্য ক্রিকেটে অন্ধকার নামিয়ে এনেছিলেন আজ তাদের ক্ষমতা ভাগে বার বার অন্তরায় হচ্ছে সেই আইন-আদালতই। টিসিএ-র বর্তমান কমিটিকে বার বার আদালতে থাকা খেতে হচ্ছে এক সচিব ইস্যুতে। এবার তো সরাসরি উচ্চ আদালতের থাকা। তবে প্রশ্ন উঠছে, কেন টিসিএ-র বর্তমান কমিটিকে এভাবে বার বার আইনের দরজায় থাকা খেতে হচ্ছে। কেন ক্রিকেট ছেড়ে আইন-আদালত নিয়ে টিসিএ-কে সময় এবং অর্থ ব্যয় করতে হচ্ছে। অভিযোগ, টিসিএ-র বিশাল অর্থ ভান্ডার পুরোপুরি নিজেদের ক্ষমতার আওতায় নিয়ে আসার জন্যই নাকি সচিবকে অবৈধভাবে ক্ষমতায়ূত করা হয়েছিল। টিসিএ-র সংবিধান যাদের জানা তারা তো প্রথম থেকেই বলে আসছে যে, নিয়ম বা সংবিধান মেনে টিসিএ-তে কোন কাজ হচ্ছে না। যে ক্ষমতা অ্যাপেল করুটপিলের নেই সেই অ্যাপেল করুটপিলকে সামনে রেখে টিসিএ-র সংবিধানকে বুড়ো আঙুল দেখিয়ে টিসিএ নির্বাচিত সচিবকে যেভাবে বহিষ্কার করেছে তা নজিরবিহীন। তবে ক্রিকেট মহলের অভিযোগ, টিসিএ-র কয়েকশো কোটি টাকার তহবিলে নিজেদের মতো খরচের জন্যই নাকি তিমির-কে সরানো প্রয়োজন হয়ে পড়েছিল। টিসিএ-র যে সংবিধান তাতে প্রশাসনের কর্তা হিসাবে সচিব তিমির চন্দই দায়িত্বে থাকলেন। কিন্তু টিসিএ-র একটা অংশের কর্তারা নাকি তিমির সচিব থাকায় নিজেদের মতো করে টিসিএ-র তহবিল ভেঙে কাজ করতে পারছিলেন না। এছাড়া তিমির চাইছিলেন,

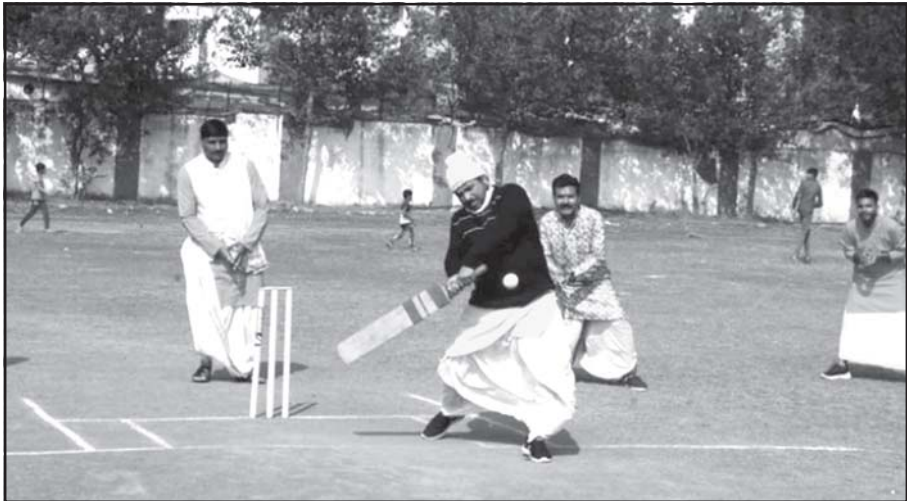
ফুটবলার মীশা দেববর্মা নাকি মহাশ্য়া গান্ধী পিসি-র হয়ে খেলার জন্য চুক্তি করেছিল। কিন্তু মহাশ্য়া গান্ধী পিসি-র হয়ে না খেলে কিল্লার হয়ে খেলেছে। কয়েকদিন আগে এই সংক্রান্ত নথি সহ টিএফএ-তে অভিযোগ জমা দিয়েছিল তারা। তবে টিএফএ এই ব্যাপারে কোনও পদক্ষেপই নেয়নি। পদক্ষেপ নিলে জম্পুইজলা নয়, চ্যাম্পিয়ন হতো মহাশ্য়া গান্ধী পিসি। কিন্তু টিএফএ-র একগুঁয়ে মনোভাবের কারণে মহিলা লিগ কলঙ্কিত হয়ে রইলো। ম্যাচের পর এদিন মহাশ্য়া গান্ধী পিসি-র কোচ, কর্মকর্তারা। টিএফএ সচিব সহ অন্যদের ঘেরাও করে রাখে। তাদের স্পষ্ট অভিযোগ, টিএফএ ফুটবলকে কলঙ্কিত করেছে। শেষ পর্যন্ত পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠান বয়কট করে মহাশ্য়া গান্ধী। ফুটবলপ্রেমীদের ব্যঙ্গ্য হলো, শুধুমাত্র টিএফএ-র ভুল পরিকল্পনাতেই শেষলগ্নে এভাবে কলঙ্কিত হলো মহিলা লিগ।

ক্রিকেটমুখী হউক টিসিএ। কিন্তু ক্রিকেটকে বন্ধ করে নানাভাবে টিসিএ-র তহবিল ফাঁকা করার লক্ষ্য যাদের তারা তিমির-কে পথের কীটা মনে করেছিলেন। ক্রিকেট মহলের দাবি, এক্ষেত্রে সবচেয়ে বেশি ব্যর্থ সভাপতি। কেননা তিনি ব্যর্থ ৫ জনকে নিয়ে চলতেন। অভিযোগ, সভাপতি নাকি কখনও পাঁচজনকে নিয়ে এক সাথে কাজ করতে ব্যর্থ। অতীতে যারা টিসিএ-তে সভাপতি ছিলেন তারা নাকি কমিটির কাজে কোন হস্তক্ষেপ করতেন না। কোন আর্থিক ইস্যুতে যুক্ত হতেন না। কিন্তু প্রথম সভাপতি হিসাবে মানিক সাহা টিসিএ-তে আর্থিক ইস্যুতে যুক্ত হন। ক্রিকেট মহলের প্রশ্ন, ১০ মাস তো সচিবহীন ছিল টিসিএ। এই ১০ মাসে কেন হয়নি ক্লাব ক্রিকেট, কেন হয়নি রাজ্যভিত্তিক ক্রিকেট? বরং দেখা গেছে, ১০ মাসে ক্রিকেটহীন টিসিএ-তে ক্যাম্প-ক্যাম্প খেলায় টিসিএ-র কোটি টাকা খরচ করা হয়েছে। সচিবহীন টিসিএ নজিরবিহীনভাবে ৪০ লক্ষ টাকায় সিনিয়র দলের কোচ, ২৪ লক্ষ টাকায় জুনিয়র দলের কোচ এন্থেই যা কিনা বাজিয়ার ইদিত দিচ্ছে। ক্রিকেট মহলের আশঙ্কা, উচ্চ আদালতের নির্দেশে তিমির চন্দ ফের টিসিএ-র সচিব পদে ফিরলেও তাকে কাজ করতে হয়তো দেওয়া হবে না। হয়তো তিমির চন্দ-কে এড়িয়ে আবার সব ফাইল সই করবেন সভাপতি। টিসিএ-র এক প্রাক্তন সচিব বলেন, অতীতে কোনদিন টিসিএ-র কোন সভাপতি কোন প্রশাসনিক ক্ষমতা ভোগ করেননি। এটাই নিয়ম আস এটাই উচিত। কিন্তু এখন তো দেখছি টিসিএ-তে সভাপতির পদকে অন্যভাবে ব্যবহার করা হচ্ছে যা মোটেই উচিত নয়।

## বৈদিক ক্রিকেট! ধুতি পরে তিলক কেটে ২২ গজে ক্রিকেটাররা, ধারাভাষ্য সংস্কৃতে

**ভোপাল, ১৯ জানুয়ারি :** ক্রিকেটাররা খেলতে নেমেছেন। কিন্তু পরনে শার্ট-প্যান্টের জায়গায় ধুতি-পাঞ্জাবি। গলায় রত্নাক্ষের মালা। কপালে তিলক কাটা। এমনকি ম্যাচের ধারাভাষ্য করা হচ্ছে সংস্কৃতে। সম্প্রতি এমনই অভিনব ক্রিকেট প্রতিযোগিতার আয়োজন করা হয়েছিল মধ্যপ্রদেশের ভোপালে। মহর্ষি বৈদিক ব্রাহ্মণ সমাজ ও সংস্কৃতি বাঁচাও মঞ্চের তরফে এই ক্রিকেট প্রতিযোগিতার আয়োজন করা হয়। মহর্ষি মহেশ

যোগীর জন্মবার্ষিকী উপলক্ষ্যে হয় খেলা। গত বছর প্রথম বার এই ধরনের টুর্নামেন্টের আয়োজন করা হয়েছিল। বেশ কয়েকটি দল অংশ নেয় টুর্নামেন্টে। ম্যাচ শুরু হবার আগে ঘোষণা সংস্কৃত ভাষায় করা হচ্ছিল। অভিনব এই খেলা দেখতে অনেক



মন্ত্রের সাহায্য নেওয়া হয়। ম্যাচের ধারাভাষ্য থেকে শুরু করে সব ঘোষণা সংস্কৃত ভাষায় করা হচ্ছিল। অভিনব এই খেলা দেখতে অনেক

দর্শক হাজির হয়েছিলেন। আয়োজকরা জানিয়েছেন, এ বার থেকে প্রতি বছর এই টুর্নামেন্টের আয়োজন করা হবে। বৃহস্পতিবার

## অবসরের সিদ্ধান্ত ঘোষণা সানিয়া মির্জার



**মুম্বাই, ১৯ জানুয়ারি।**। এবার কোর্টকে বিদায় জানাবেন। সিদ্ধান্তটা নিয়েই ফেললেন সানিয়া মির্জা। শেষবারের মতো আন্তর্জাতিক মঞ্চে কবে ব্যাকট হাতে দেখা যাবে ভারতীয় টেনিস তারকা, বৃধবার

সে কথাও নিজেই জানিয়ে দিলেন সানিয়া। চলতি অস্ট্রেলিয়ান ওপেনের মহিলা ডাবলসের প্রথম রাউন্ড থেকেই ছিটকে গিয়েছেন। আর তারপরই নিয়ে ফেললেন জীবনের বড় সিদ্ধান্তটা। জানিয়ে

**●এরপর দুইয়ের পাতায়**

## স্বপ্ন পূরণের লক্ষ্যে সাধনায় মগ্ন অমিত

**প্রতিবাদী কলম ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৯ জানুয়ারি :** দীর্ঘ অপেক্ষা। ৩৫ বছর ধরে জাতীয় সিনিয়র ক্রিকেটে অংশগ্রহণ করছে ত্রিপুরা। কিন্তু এই দীর্ঘ সময়ের মধ্যে একজন ক্রিকেটারও জাতীয় সিনিয়র নির্বাচকদের নজরে পড়ে নি। অবশেষে অমিত আলি সেই অসম্ভবকে সম্ভব করেছে। জাতীয় আসরে দূরত্ব পারফরম্যান্সের সৌজন্যে জাতীয় সিনিয়র নির্বাচকদের নজরে পড়েছে। শুধু তাই নয়, বিশ্বের ধনীতম আসর আইপিএল-র চারটি ফ্র্যাঞ্চাইজিতে ট্রায়াল দিয়েছে। এককথায় অসাধ্য সাধন করেছে এই প্রতিভাবান লেগস্পিনার অমিত আলি। স্বপ্ন সাকার করার একটা সুযোগ এসেছে। কাজটা এখনও শেষ হয়নি। তাই চিলেমি দিতে রাজি নয়। কোনাবনে তাই চলছে নিবিড় অনুশীলন। ব্যাপানুরুতে এনিসিএ-র শিবিরেও ভিভিএস লক্ষ্মণ-র সান্নিধ্যে কাটিয়ে এসেছে কয়েকদিন। নির্বাচক কমিটির চেয়ারম্যান চৈতন শর্মা-র সামনে বোলিং করার সুযোগ হয়েছে। অনেক নতুন কিছু শিখে এসেছে। অনুশীলনে সেই সবই প্রয়োগ করছে। আগামী মাসের দ্বিতীয় সপ্তাহে আইপিএল-র মেগা লিগ। অমিত, অজয়, মণিধংকর সহ আরও কয়েকজন ক্রিকেটার এতে অংশগ্রহণ করবে। টিসিএ সেই সব নাম পাঠিয়েছে। অজয় গত বছর আইপিএল-এ আরসিবি-র (নেট বোলার হিসাবে সুযোগ পেয়েছিল। তবে এই বছর যারোয়া ক্রিকেটে সেভাবে নিজেকে মেলে ধরতে পারেনি। তবে অসাধারণভাবে নিজেকে মেলে ধরছে অমিত। তাই অমিত যদি রাজ্যের প্রথম ক্রিকেটার হিসাবে আইপিএল-এ সুযোগ পায় তবে অবাধ হওয়ার কিছু থাকবে না বলে মনে করছে বিশেষজ্ঞরা। সিনিয়র নির্বাচকদের নজর চলে আসা মানে অমিত-র উ পর অতিরিক্ত নজর রাখা হবে। অমিতও যথেষ্ট আত্মবিশ্বাসী। বুঝতে পেরেছে তার ক্রিকেট ক্যারিয়ারে একটা বিরাট পরিবর্তন আসতে চলেছে। তাই বর্তমান সময়টা নষ্ট করতে রাজি নয়। কোনাবনে কোচ তপন দেব-র তত্ত্বাবধানে নিবিড় অনুশীলনে নিজেকে ডুবিয়ে রেখে স্বপ্ন পূরণের লক্ষ্যে চলছে সাধনা।

## ক্রীড়া ব্যবসায়ীদের দৌরাহ্ম্য চলছেই

**প্রতিবাদী কলম ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৯ জানুয়ারি :** বাম আমল থেকেই এই ট্রাডিশন চলছে। অর্থাৎ ক্রীড়া পর্যদ স্বীকৃত স্বশাসিত ক্রীড়া। সংস্থাকে টপকে ফেডারেশনের স্বীকৃতি আদায় করে নিয়েছে কোনও সমান্তরাল সংস্থা। এরপরই তারা এই সুবিধাটাকে কাজে লাগিয়ে লক্ষ লক্ষ টাকা কামিয়ে নিচ্ছে। এই অসৎ পথে উ পার্জিত অর্থে এক দল ক্রীড়া ব্যবসায়ী নিজেদের অট্টালিকা বানাচ্ছে। লেটেস্ট মডেলের গাড়ি চড়ছে। এসব সমান্তরাল সংস্থাগুলি গড়ে উঠার পেছনে কোনও ইতিবাচক ক্রীড়া মানসিকতা নেই।

সবটাই ব্যবসা। বামপন্থীরা এদের থামাতে পারেনি। ল্যাজে-গোবরে হচ্ছে বর্তমান সরকারও। রহস্যটা কি? এক ক্রীড়া সংগঠক জানিয়েছেন, বাম আমলেও কয়েকজন প্রথম সারির নেতাকে অর্থের বিনিময়ে ম্যানেজ করা হয়েছিল। এই আমলেও তাই হচ্ছে। তার এই বক্তব্য উড়িয়ে দেওয়া যায় না। বাস্কেটবল, ভলিবল, টেবিল টেনিস, অ্যাথলেটিক্স সহ আরও কিছু গেমের জাতীয় আসরে দুই নম্বর করে দল পাঠায় এসব সমান্তরাল সংস্থা। প্রতিযোগীদের কাছ থেকে মোটা অঙ্কের অর্থ নিয়ে দলে অন্তর্ভুক্ত করে। যোগ্যতার

মাপকাঠি শুধু অর্থ। অনেক ক্ষেত্রে স্বদলীয় দরিত্র খেলোয়াড়রা চাহিলামতো অর্থ দিতে পারে না। ফলে তখন আরও বেশি অঙ্কের অর্থের বিনিময়ে ভিনরাজ্যের খেলোয়াড়দের কাছে ত্রিপুরার জার্সি বিক্রি করা হয়। এভাবেই এক দল ক্রীড়া ব্যবসায়ী রাতারাতি আঙুল ফুলে কলাগাছ হয়ে গেছে। অথচ ক্রীড়া দফতরের সেদিকে নজর নেই। আর ক্রীড়া পর্যদ নামক সংস্থাটি এক সময় যতটা সক্রিয় ছিল এখন ততটাই নিষ্ক্রিয়। ফলে ক্রীড়া ব্যবসায়ীদের রমরমা বাড়ছে। ডুবছে ক্রীড়াক্ষেত্র। আর উন্নয়ন সীমাবদ্ধ নেতাদের ভাষণে।

## মহিলা লিগে চ্যাম্পিয়ন জম্পুইজলা



**প্রতিবাদী কলম ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৯ জানুয়ারি :** শেষ ম্যাচে শক্তিশালী কিল্লা মর্নিং ক্লাবকে উড়িয়ে দিয়ে মহিলা লিগের খেতাব অর্জন করলো জম্পুইজলা। তীরে এসে তরি ডুবলো মহাশ্য়া গান্ধী প্লে সেন্টারের। ৫ ম্যাচে ১৬ পয়েন্ট এবং গোল পার্থক্যে অনেকটা এগিয়েছিল মহাশ্য়া গান্ধী পিসি। এক-এক করে এটি গোল তুলে নিলো জম্পুইজলা। সেই স্বেদে চ্যাম্পিয়নও হয়ে গেলো।

স্পোর্টস স্কুলের প্রাক্তন ফুটবলারদের নিয়ে গড়া কিল্লা দলটি যথেষ্ট ভালো। এবারের আসরে খুব ভালো মানের ফুটবল খেলেছে। এরকম একটি দল এদিন হঠাৎ করে নিজেজ হয়ে পড়লো। দর্শকরা অবাক হয়ে দেখলো মাঠে হেঁটে হেঁটে ফুটবল খেলছে কিল্লার ফুটবলাররা। সেই সুযোগে এক-এক করে এটি গোল তুলে নিলো জম্পুইজলা। সেই স্বেদে চ্যাম্পিয়নও হয়ে গেলো।

জম্পুইজলা এবং মহাশ্য়া গান্ধী পিসি দুই দলেরই পয়েন্ট সমান। গোল পার্থক্যে চ্যাম্পিয়ন হলো জম্পুইজলা। যদিও তাদের সাফল্য কিছুটা অপ্রত্যাশিত। ফুটবলপ্রেমীরা মনে করছে, কিল্লার অবাচিত সাহায্য পেয়েই বাজিমাতে করেছে তারা। আগাগোড়া ভালো খেলেনও রানার্স হয়েই সম্ভ্রষ্ট থাকতে হলো মহাশ্য়া গান্ধী পিসি-কে। ম্যাচের পর উমাকান্ত মাঠে হয় পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠান।

## বেনজির কাজে যুক্ত হচ্ছে ক্রীড়া দফতর?

## এক অভিযুক্ত জুনিয়র পিআই-র চাকুরির মেয়াদ বৃদ্ধির তোড়জোড়

**প্রতিবাদী কলম ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৯ জানুয়ারি :** নেই কাজ তো খই ডিঙ। রাজা যুবকল্যাণ ও ক্রীড়া দফতরের নাকি এখন এই অবস্থা। জানা গেছে, গত কয়েক মাস ধরেই নাকি ক্রীড়া দফতরের উদ্যোগে কোন খেলাধুলা নেই। বর্তমান সময়ে করোনার দাপট থাকলেও গত কয়েক মাস রাজ্যে করোনার তেমন প্রভাব ছিল না। কিন্তু তারপরও ক্রীড়া দফতরের কোন কাজ চোখে পড়েনি। তবে সুশান্ত চৌধুরী-র যুবকল্যাণ ও ক্রীড়া দফতর নাকি কাজ খুঁজে বেড়াচ্ছে। যদিও পরিকল্পনাহীন রাজ্যের প্রায় দুই শতাধিক পিআই সেন্টার আজ প্রায় মুখবুধে পড়েছে। স্কুলগুলিকে এক প্রকার পিআই, জুনিয়র পিআই শূন্য করে ক্রীড়া দফতর নজিরবিহীন ব্যর্থতার মধ্যে রাজ্যে দুই শতাধিক কোচিং সেন্টার খুলে। ক্রীড়া মহলের অভিযোগ, সংঘপন্থী কাম বিবেকানন্দপন্থী কতিপয় জুনিয়র পিআই নেতা নাকি বদলি বাণিজ্যে লক্ষ লক্ষ টাকা কামাই করার ছক বেঙ্গ স্কুল খালি করে জুনিয়র পিআই ও পিআই-দের বিভিন্ন সেন্টারে পোস্টিং দেন। যে এলাকায় যে ইন্ডেস্টের খেলোয়াড় নেই সেই এলাকায় নাকি ওই

ইন্ডেস্টের পিআই-দের পোস্টিং দেওয়া হয়েছে। অভিযোগ, ক্রীড়া দফতরে ডিডি নামে কুখ্যাত এক সংঘপন্থী কাম বিবেকানন্দপন্থী জুনিয়র পিআই নেতা নাকি ছিলেন এই দুই শতাধিক কোচিং সেন্টারের মাস্টার মাইন্ড। এই স্কিমের ডিডি নাকি কয়েক লক্ষ টাকা রোজগার করেছে বদলি করার খেলায়। জানা গেছে, এই ডিডি নাকি কয়েক মাস পর অবসরে যাবেন। কিন্তু ক্রীড়া দফতর থেকে চলে যেতে নাকি তার মন চাইছে না। তাই ক্রীড়া দফতরের ইতিহাসে নাকি একটা বেনজির কাণ্ড তৈরি করে একজন জুনিয়র পিআই-র চাকুরির মেয়াদ বৃদ্ধি তা হবে বেনজির। ওই জুনিয়র পিআই-র বিরুদ্ধে গত ৪ বছরে প্রচুর আর্থিক দুর্নীতির অভিযোগ আছে। কিন্তু মুখ্যমন্ত্রীর এলাকার বাসিন্দা বলে নানা অভিযোগ থাকা সত্ত্বেও ডিডি নাকি আশাবাদী যে, তিনি এই সরকার যতদিন থাকবে ততদিন চাকুরি করবেন। তবে ঘটনা হচ্ছে, একবার ক্রীড়া দফতর যদি বেনজির কাণ্ড করে তাহলে আগামী দিনে এনিয় এখনি সমস্যা তৈরি হতে পারে। এখন দেখার, শরদিন্দু চৌধুরী, সুবিকাশ দেববর্মা-রা কোন পথে হাঁটেন।

করা হয়নি। কিন্তু ডিডি বলে কথা। শোনা যাচ্ছে, ডিডি-র সাথে জিরানিয়ার একজন ইয়ুথ অফিসারের চাকুরির মেয়াদ বৃদ্ধির প্রস্তাব রয়েছে। তিনি নাকি ক্রীড়া মন্ত্রীর এলাকার। অর্থাৎ একজন জুনিয়র পিআই মুখ্যমন্ত্রীর এলাকার লোক বলে তার চাকুরির মেয়াদ বৃদ্ধি হবে। জানা গেছে, যদি ক্রীড়া দফতর একজন জুনিয়র পিআই বা একজন ইয়ুথ অফিসারের অবসরের পরও তাদের চাকুরির মেয়াদ বৃদ্ধি করে তাহলে তা হবে বেনজির। ওই জুনিয়র পিআই-র বিরুদ্ধে গত ৪ বছরে প্রচুর আর্থিক দুর্নীতির অভিযোগ আছে। কিন্তু মুখ্যমন্ত্রীর এলাকার বাসিন্দা বলে নানা অভিযোগ থাকা সত্ত্বেও ডিডি নাকি আশাবাদী যে, তিনি এই সরকার যতদিন থাকবে ততদিন চাকুরি করবেন। তবে ঘটনা হচ্ছে, একবার ক্রীড়া দফতর যদি বেনজির কাণ্ড করে তাহলে আগামী দিনে এনিয় এখনি সমস্যা তৈরি হতে পারে। এখন দেখার, শরদিন্দু চৌধুরী, সুবিকাশ দেববর্মা-রা কোন পথে হাঁটেন।

## বিগ ব্যাশ লিগে ডাবল হ্যাটট্রিক

**মেলবোর্ন, ১৯ জানুয়ারি।**। বৃধবার বিগ ব্যাশ লিগে দেখা গেল এক অদ্ভুত ঘটনা। প্রতিযোগিতার ইতিহাসে প্রথমবার ডাবল হ্যাটট্রিক করে নজির গড়লেন মেলবোর্ন রেনেগেডসের ক্যামেরন বয়েস। সিডনি থান্ডারের বিরুদ্ধে ম্যাচে তিনি এই নজির গড়েন। বিগ ব্যাশ লিগে প্রথম বার মেলবোর্ন রেনেগেডসের কোনও ক্রিকেটার হ্যাটট্রিক করলেন। সপ্তম ওভারের শেষ বলে থান্ডারের ওপেনার অ্যালেক্স হেলসকে আউট করেন বয়েস। এরপর নবম ওভারে তিনি বল করতে এসে প্রথম বলেই ফিরিয়ে নেন জেসন সান্জাকে। পরের বলে রিভার্স সুইপ করতে গিয়ে ফিরে যান আলেক্স রস। পর পর তিন বলে উইকেট নিয়ে

**●এরপর দুইয়ের পাতায়**

## আন্তর্জাতিক ব্যাডমিন্টনের দ্বিতীয় রাউন্ডে পিভি সিন্ধু

মাত্র ২৭ মিনিটের লড়াইয়ে বিপক্ষকে উড়িয়ে দিয়ে সৈয়দ মোদী আন্তর্জাতিক ব্যাডমিন্টনের দ্বিতীয় রাউন্ডে উঠে গেলেন পিভি সিন্ধু। প্রতি পক্ষ তানিয়া হেমস্টকে হারিয়েছেন ২১-৯, ২১-৯ গেমে। ১৮ বছরের তানিয়া গুরুটা ভালই করেছিলেন। কিন্তু সিন্ধুর বিরুদ্ধে বেশিক্ষণ সেই ছন্দ ধরে রাখতে পারেনি। দ্রুতই সিন্ধু ৫-৫ করে ফেলেন এবং বিরতিতে এগিয়ে যান ১১-৫ পয়েন্টে। এরপর তাঁকে আর থামানো যায়নি। সহজেই প্রথম গেম পকেটস্থ করে ফেলেন। দ্বিতীয় গেমেও একই ছন্দ দেখিয়ে জিতে নেন দু'বারের অলিম্পিক্স পদকজয়ী। তাঁর সামনে কোনও প্রতিদ্বন্দ্বি গড়ে তুলতে পারেননি তানিয়া মঙ্গলবার দ্বিতীয় রাউন্ডে



উঠেছেন এইচএস প্রণয়। এশিয়ান চ্যাম্পিয়নশিপ প্রোঞ্জ পদকজয়ী অনান্যাসে হারান ইউক্রেনের ড্যানিয়েল বসনিউককে। শেষ ঘোড়ায় তিনি প্রিয়ংক

**●এরপর দুইয়ের পাতায়**

## বিদেশের মাটিতে নজির, সচিনকে টপকে গেলেন কোহলি

**কেপটাউন, ১৯ জানুয়ারি।**। প্রথম এক দিনের ম্যাচে দক্ষিণ আফ্রিকার বিপুল রান তাড়া করতে গিয়ে অর্ধশতরান করে আউট হয়ে গেলেও, বৃধবার নতুন নজির গড়লেন বিরাট কোহলি। বিদেশের মাটিতে এক দিনের ক্রিকেটে ভারতীয় ক্রিকেটার হিসেবে সব থেকে বেশি রান করলেন তিনি। টপকে গেলেন সচিন তেণ্ডুলকরকে। বৃধবার পার্লের বোল্যাড পার্কে প্রথম একদিনের ম্যাচে এই নজির গড়েন কোহলি। এক দিনের ফরম্যাটে বিদেশের মাটিতে এতদিন পর্যন্ত সব থেকে বেশি রান ছিল সচিনের। ১৪৭ ম্যাচে ৫০৬৫ রান করেছিলেন সচিন। তাঁর থেকে ১১ রান কম ছিল কোহলীর। বৃধবার সেই রান

**●এরপর দুইয়ের পাতায়**



9436940366

## BAPPIRAJ FURNITURE

Highest display &amp; Biggest Furniture Shopping Mall of Tripura

Near Old Central Jail, Agartala &amp; Dhajanagar, Udaipur

অন্তঃসত্ত্বা বধূর  
আত্মহত্যা

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৯ জানুয়ারি। বিয়ের ৬ মাসের মধ্যেই আত্মহত্যা অস্ত্র সত্ত্বা বধূ। চাঞ্চল্যকর এই ঘটনা তেলিয়ামুড়া এলাকায়। জিবিপি হাসপাতালে মৃত্যু হয়েছে এই তরুণী বধূর। তার নাম রিয়া দাস (২১)। ৬ মাস আগে তেলিয়ামুড়ার বাসিন্দা বীরেন্দ্র বাউলের সঙ্গে রিয়ার বিয়ে হয়েছিল। পেশায় টমটম চালক বীরেন্দ্র। রিয়া তিন মাসের অন্তঃসত্ত্বাও ছিলেন। তার বাবা জানান, বিয়ের পর থেকে প্রায়ই মেয়েকে ফোন করতেন। মেয়ে কখনো স্বামীর বাড়িতে খারাপ আছেন বলতেন না। সব কিছু ঠিকঠাকই বলতো। পরবর্তী সময়ে জানতে পারেন স্বামীর সঙ্গে ঝগড়া করে ইদুর মারার গুণ্ড খেয়ে নিয়েছে। বিষপানে গুরুতর অসুস্থ অবস্থায় তাকে তেলিয়ামুড়ার হাসপাতালে



নেওয়া হয়। সেখান থেকে পাঠানো হয় জিবিপি হাসপাতালে। জিবিপিতেই মারা গেছেন রিয়া। তবে তিন মাসের অন্তঃসত্ত্বা বধূর সঙ্গেই ঝগড়ার ফলে আত্মহত্যার সিদ্ধান্ত নিতে পারে না বলে মনে করছেন তার পরিজনরা। পেছনে অন্য রহস্য থাকতে পারে। এই ঘটনায় পুলিশি তদন্তের দাবি উঠেছে। যদিও গরিব রিয়ার পরিবার থেকে এখনও পর্যন্ত থানায় কোনও মামলা করা হয়নি। যে কারণে পুলিশও এখন পর্যন্ত কাউকে গ্রেফতারে এগিয়ে যায়নি। এমনকী কাউকে আটকও করতে যায়নি।

নিখোঁজ  
ব্যক্তির  
মৃতদেহ

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, তেলিয়ামুড়া, ১৯ জানুয়ারি। জঙ্গল থেকে নিখোঁজ ব্যক্তির ঝুলন্ত মৃতদেহ উদ্ধারের ঘটনায় চাঞ্চল্য ছড়ায়। মৃত ব্যক্তির নাম দুলাল দাস (৫১)। তার বাড়ি তেলিয়ামুড়া থানাধীন গোলাবাড়ি এলাকায়। ঘটনা সম্পর্কে পুলিশ জানিয়েছে, গত শনিবার দুলাল দাস তার স্ত্রীর কাছ থেকে ৫০০ টাকা নিয়ে পুজোর সামগ্রী কেনার জন্য মাইগঙ্গা বাজারের উদ্দেশ্যে আসেন। কিন্তু দুলাল দাস ওই দিন আর বাড়ি ফিরে আসেননি। পরিবারের লোকজন অনেক খোঁজাখুঁজি করেও তার হদিশ পাননি। পরবর্তী সময় তারা থানাতোও মিসিং ডায়েরি করেন। ঘটনার তিনদিনের মাথায় অর্থাৎ বুধবার সকাল নাগাদ মাইগঙ্গা রেলব্রিজ সংলগ্ন জঙ্গলে তার ঝুলন্ত মৃতদেহ উদ্ধার হয়। এলাকাবাসী মৃতদেহ দেখে আঁতকে উঠেন। খবর

এরপর দুইয়ের পাতায়

## খুনের দায়ে ৭ জনের যাবজ্জীবন



প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৯ জানুয়ারি। গরুর ঘাস কাটা নিয়ে ঝগড়ার জেরে খুন এক মহিলা। এই ঘটনায় ৭জনকে যাবজ্জীবন কারাদণ্ড দিলো আদালত। এই মামলায় পলাতক আরও দু'জন। শহরতলির বড়জলা কল্যাণপুর পাড়ায় ২০০৮ সালে খুনের ঘটনাটি হয়েছিল। ১৩ বছর পর বুধবার পশ্চিম জেলার অতিরিক্ত দায়রা বিচারক গোবিন্দ দাস এই রায় ঘোষণা করেছেন। আসামিরা হলো উত্তম সরকার, অজিত সরকার, লিটন নাগ, অমিত দেব, রাজেন দেব, উজ্জল দেব এবং পঙ্কজ সুব্রহ্মণ্য। পলাতকরা হলো সঞ্জিত মালাকার এবং গোপালা পাল। মামলার তদন্ত করেছিলেন রাজ্য পুলিশের প্রয়াত সাব ইন্সপেক্টর প্রাণজিৎ ঘোষ। তিনি রামনগর পুলিশ ফাঁড়ির ওসি থাকার

সময় মামলার তদন্ত করেছিলেন। জানা গেছে, ২০০৮ সালের ২৮ নভেম্বর অজিত সরকারের বাবা লাল মোহন সরকারের সঙ্গে জমিতে গরুর ঘাস কাটা নিয়ে ঝগড়া লেগেছিলো বড়জলা এলাকার বাসিন্দা সঞ্জিত মালাকার। বেলা ২টা নাগাদ এই ঝগড়া হয়। এরপর ঝগড়া শেষ হলে বাড়ি ফিরে যান লালমোহন সরকার। ওইদিনই সন্ধ্যা ৭টা নাগাদ সঞ্জিত মালাকার-সহ ৯জন মিলে লালমোহনের বাড়িতে আক্রমণ করে। লোহার রড নিয়ে আক্রমণ করতে দেখে আগেই পালিয়ে যান অজিত সরকার। অজিতের মা নিরুপমা দেবকে রড দিয়ে মাথায় মারা হয়। অভিযুক্তদের রডের আঘাতে আহত হন লালমোহন সরকার এবং প্রতিবেশী মনোরঞ্জন সরকারও। ওই রাতেই জিবিপি হাসপাতালে মারা যান

নিরুপমা। এই ঘটনায় তদন্তে নেমে রামনগর ফাঁড়ির তৎকালীন ওসি প্রাণজিৎ ঘোষ ৭জনকে গ্রেফতার করেন। মোট ৯ জনের বিরুদ্ধে খুনের অভিযোগ এনে চার্জশিট জমা করেন তিনি। এরপর থেকে চলতে থাকে মামলার ট্রায়াল। প্রায় সময়ই কোনও না কোণ্ড আসামি পালিয়ে যেতো। শেষ পর্যন্ত বুধবার পশ্চিম জেলার অতিরিক্ত দায়রা বিচারক গোবিন্দ দাস ৭ জনের যাবজ্জীবন সাজা ঘোষণা করেন। সঙ্গে প্রত্যেককে ১০ হাজার টাকা করে জরিমানা। এই মামলায় সরকার পক্ষের আইনজীবী ছিলেন স্পেশাল পিপি পুলক কুমার দেবনাথ। চাঞ্চল্যকর এই মামলায় রায় ঘোষণার পর স্বস্তি পেয়েছেন মৃতের পরিজনরা।

প্রবীণের  
রহস্য মৃত্যু

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৯ জানুয়ারি। গভীর জঙ্গলে এক ব্যক্তির ঝুলন্ত দেহ উদ্ধার ঘিরে চাঞ্চল্য তৈরি হয়েছে। খুন করে ফাঁসিতে ঝুলানো হয়েছে বলে অভিযোগ উঠেছে। মৃত ব্যক্তির নাম স্বপ্নেশ সরকার (৫০)। ঘটনাটি হয়েছে চৌমুহনি বাজারের নবীনটিলা এলাকায়। আমতলি থানার পুলিশ মৃতদেহটি উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য জিবিপি হাসপাতালে পাঠিয়েছে। তবে স্বদেশের মৃত্যুর কারণ পুলিশ এখনও পর্যন্ত জানতে পারেনি। তার পরিবারের লোকজনরাও আত্মহত্যার কারণ জানতে পারছেন না। প্রসঙ্গত, রাজ্যে অস্বাভাবিক মৃত্যু অনেক বেড়েছে। প্রায় প্রত্যেকদিনই কোথাও না কোথাও ঝুলন্ত দেহ উদ্ধার হচ্ছে। তবে প্রত্যেকটি ক্ষেত্রেই পুলিশ অস্বাভাবিক মৃত্যু বলে ফাইল ধামাচাপা দিয়ে দিচ্ছে। কোথাও তদন্ত করে মৃত্যুর মূল রহস্য উদ্ঘাটন করতে এগিয়ে যাচ্ছে না পুলিশ বলে অভিযোগ।



হাসপাতালে ভর্তি করাবে বলে নিয়ে এসেছিল। ইমার্জেন্সির সামনে রেখে ছেলে চলে গেছে। ছেলের ফোন নম্বরও নেই তার কাছে। অসহায় অবস্থায় অসুস্থ বৃদ্ধ বঙ্গিলাল শীতের মধ্যে পড়ে থাকলেন ইমার্জেন্সির সামনে। রোগীর পরিজনরা এসে তাকে খাবার দিয়ে গেছে। যদিও তাকে হাসপাতালেও ভর্তি রাখা হয়নি বলে জানা গেছে। আশপাশ

এরপর দুইয়ের পাতায়

## বৃদ্ধের ঝুলন্ত মৃতদেহ

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, বিশালগড়, ১৯ জানুয়ারি। সাতসকালে বৃদ্ধের মৃতদেহ উদ্ধার হয় তার নিজ বাড়িতে। ৮০ বছরের নরেশ রায়ের অস্বাভাবিক মৃত্যুর ঘটনা নিয়ে প্রশ্ন দেখা দিয়েছে। বিশালগড় থানাধীন পশ্চিম গকুলনগর এলাকায় তার বাড়ি।

এদিন সকালে পরিজনরা ঘুম থেকে উঠে দেখতে পান ঘরের বারান্দাতেই ঝুলে আছেন নরেশ রায়। তারা প্রথমে মৃতদেহ দেখে চিংকার জুড়ে দেন। আশপাশের লোকজনও ছুটে আসে। বিশালগড় থানার পুলিশ মৃতদেহ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য পাঠিয়ে দেয়।

পরিবারের সদস্যদের কথা অনুযায়ী নরেশ রায় অনেকদিন ধরে রোগে ভুগছিলেন। তাই তারা আত্মহত্যা বলেই মনে করছেন। মৃতের ছেলে জানান, এদিন সকালে তার মা প্রথমে মৃতদেহ দেখতে পান। পরবর্তী সময় মায়ের ডাক শুনে

এরপর দুইয়ের পাতায়

ফের লালসার  
শিকার নাবালিকা

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, তেলিয়ামুড়া, ১৯ জানুয়ারি। আবারও তেলিয়ামুড়ায় এক যুবকের পাশবিক লালসার শিকার হল নাবালিকা। মুন্সিয়াকামী থানার পুলিশ অভিযুক্ত যুবককে গ্রেফতার করেছে। মুন্সিয়াকামী থানাধীন দক্ষিণ মহারানিপুর এলাকায় এই ঘটনা। ২৫ বছরের অমরজিৎ দেববর্মার বিরুদ্ধে ১৪ বছরের নাবালিকার উপর নির্যাতন চালাবার অভিযোগ জমা পড়েছে। অভিযোগ অনুযায়ী গত ১৩ জানুয়ারি রাতে নাবালিকার উপর নির্যাতন চালানো হয়েছিল। তবে কোন কারণে ঘটনাটি এতদিন সামনে আসেনি। বুধবার বিকেলে নির্যাতনের পরিবার পুলিশের দ্বারস্থ হয়। তার বিরুদ্ধে অভিযোগ জানানোর পর সন্ধ্যায় মামলা



দায়ের হয়। যার নম্বর ২/২২। ভারতীয় দণ্ডবিধির ৩৭৬ এবং পকসো অ্যাক্টে মামলা দায়ের হয়। উল্লেখ্য, ইংরেজি নববর্মার প্রথম দিনেই তেলিয়ামুড়া থানা এলাকায় এক স্কুল ছাত্রী নির্যাতনের শিকার হয়েছিল। সেই ঘটনা নিয়ে রাজ্য জুড়ে আলোড়ন সৃষ্টি হয়েছিল। অবশেষে পুলিশ অভিযুক্তকে গ্রেফতার করে। তবে এবারের ঘটনায় অভিযুক্ত মামলা দায়ের হওয়ার কয়েক ঘণ্টার মধ্যেই থেফতার হয়ে গেছে। তাকে বৃহস্পতিবার আদালতে পেশ করার কথা।

## এম, মন্তেসসরি টিচার ট্রেনিং কলেজ

ত্রিপুরায় স্থাপিত : ১৯৯৭ ইং  
কর্পাটকের ইন্টারন্যাশনাল মন্তেসসরি ট্রেনিং  
ইনস্টিটিউট কর্তৃক এফিলিয়েশনপ্রাপ্ত।  
ভর্তির বিজ্ঞপ্তি  
জানুয়ারি ২০২২ ইং সেশনে বিশেষ করে মহিলাদের এক বছরের মন্তেসসরি টিচার ট্রেনিং / প্রি-প্রাইমারী টিচার ট্রেনিং ডিপ্লোমা কোর্সে ভর্তি চলছে। শিক্ষাগত যোগ্যতা : গ্র্যাডুয়েশন। উচ্চমাধ্যমিক উত্তীর্ণাও যোগাযোগ করতে পারেন। ভর্তির জন্যে সকাল ১১টা থেকে ৬টার মধ্যে কের চৌমুহনিস্থিত মন্তেসসরি কলেজ-অফিসে যোগাযোগ করুন।  
সীমিত আসন।  
মোবাইল : 8974616851 / 7630846228  
উদয়পুর শাখার মোঃ 9862232095 / 8413990770  
সিধাই মোহনপুর শাখার মোঃ 7085674176 / 8837424886  
(স্থান : মোহনপুর সরকারি উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয়)  
অধ্যক্ষ  
এম, মন্তেসসরি টিচার ট্রেনিং কলেজ  
কের চৌমুহনি, আগরতলা।

## বিশেষ দ্রষ্টব্য

প্রকাশিত বিজ্ঞাপনের কোনও দায় এই পত্রিকা অথবা তার সাথে সংশ্লিষ্ট কারও নয়। বিজ্ঞাপনের বিষয়বস্তু একান্তই বিজ্ঞাপনদাতার, সেসবের সত্যতার সম্পূর্ণ দায়িত্ব বিজ্ঞাপনদাতার, পত্রিকার কোনও ভূমিকা সেখানে নেই। যেকোনও বিজ্ঞাপনের ব্যাখ্যা, ইত্যাদির জন্য সেই বিজ্ঞাপনে দেওয়া উপায়েই যোগাযোগ করতে হবে, যোগাযোগের উপায় বের করে দেওয়া পত্রিকার দায়িত্ব নয়।

## নিরাপত্তাহীন জিবিপি হাসপাতাল

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৯ জানুয়ারি। নিরাপত্তাহীন জিবিপি হাসপাতাল। প্রতিনিয়ত চুরি, হিনতাই চলছে হাসপাতালে। বুধবারও দিনের আলোতেই জিবিপি হাসপাতালের বয়েজ হোস্টেলের সামনে থেকে চুরি গেছে টমটম। পরবর্তী সময়ে জিবিপি একটি জঙ্গলে টমটমটি উদ্ধার হয়েছে। তবে টমটম থেকে ব্যাটারি খুলে নিয়ে গেছে চোর। জানা গেছে, টমটমটি পশ্চিম জয়নগর এলাকার বাসিন্দা লিটন সরকারের। তিনি নিকট এক আত্মীয়কে নিয়ে জিবিপি হাসপাতালে এসেছিলেন আরটিপিসিআর পরীক্ষা করতে। বয়েজ হোস্টেলের কাছে ক্যান্টিনের পাশেই টমটমটি রেখে রাড ব্যান্ডে গিয়েছিলেন লিটন। টমটমের পাশেই ছিল টিএসআর'র জওয়ানরাও। করোনা পরীক্ষার সোয়াব দিয়ে ফিরে দেখেন টমটমটি নেই। টিএসআর এবং বেসরকারি নিরাপত্তারক্ষীদের জিজ্ঞাসা করলে তারা জানিয়ে দেন কে বা কারা টমটম নিয়ে গেছে তারা দেখেননি। লিটন ছুটে যান জিবিপি

পুলিশ ফাঁড়িতে। সেখানে গিয়ে টমটমটি চুরি হওয়ার অভিযোগ জানান। খোঁজ করতে করতে তিনি খবর পান পাশের এক জঙ্গলে একটি টমটম পেতে আছে। ছুটে গিয়ে দেখেন তারই টমটমটি। কিন্তু টমটম থেকে ব্যাটারিগুলি খুলে নেওয়া হয়েছে। বসার সিটও কাটা। আশপাশের লোকজন একজনকে ব্যাটারি নিয়ে পালিয়ে যেতে দেখেছেন। লিটনের দাবি পাশে টিএসআর থাকতে কিভাবে তার টমটম চুরি হয়েছিল। জিবিপি হাসপাতালের মধ্যে সব সময়ই নিরাপত্তারক্ষীরা থাকেন। এখানে চুরি করা সহজ নয়। অথচ সহজেই টমটমটি চুরি হয়েছে। এভাবে চুরি হলে পুলিশ এবং টিএসআর'র উপরও ভরসা রাখা যায় না। প্রসঙ্গত, জিবিপি হাসপাতালে চুরির ঘটনা নতুন কিছু নয়। কয়েকদিন পর পরই চুরির অভিযোগ জমা পড়ে পুলিশ ফাঁড়িতে। অথচ হাসপাতালে প্রচুর নিরাপত্তারক্ষী থাকেন। টিএসআর'র প্রায় প্রত্যেকটি ব্যাটেলিয়নের জওয়ানদেরও আলাদাভাবে রাখা হয়।

## সিন্দারার টাকা চেয়ে রক্তাক্ত বিক্রেতা

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, খোয়াই, ১৯ জানুয়ারি। সিন্দারার টাকা চাইতে গিয়ে রক্তাক্ত হলেন বিক্রেতা। খোয়াই জামটিলা এলাকার ব্যবসায়ি বিশ্বজিৎ দাসকে মারধরের অভিযোগ রবীন্দ্র নাথের বিরুদ্ধে। আক্রান্ত বিশ্বজিৎ দাস জানান, রবীন্দ্র নাথ তার দোকানে এসে ৫০ টাকার বিনিময়ে ১৫টি সিন্দারা দিতে বলে। কিন্তু বিশ্বজিৎবাবু তাকে জানিয়ে দেন ৫০ টাকায় ১৫টি সিন্দারা দিতে পারবেন না। কিন্তু রবীন্দ্র নাথ চাপাচাপি করতে থাকেন। তখনই বিষয়টি নিয়ে তাদের মধ্যে ঝগড়া শুরু হয়ে যায়। অভিযোগ, অভিযুক্ত ব্যক্তি সিন্দারা বিক্রেতার উপর চড়াও হয়। তার বাইসাইকেল এবং অন্যান্য জিনিসপত্র ভাঙচুর করে রবীন্দ্র। মারধরে রক্তাক্ত অবস্থায় মাটিতে



নুটিয়ে পড়েন বিশ্বজিৎ। তাকে সন্দেহে খোয়াই জেলা হাসপাতালে নিয়ে আসা হয়।

বিরুদ্ধে মামলা দায়ের করার সঙ্গে সঙ্গে খোয়াই জেলা হাসপাতালে চিকিৎসাধীন থাকায় মামলা দায়ের করতে পারেননি।

**অল ইন্ডিয়া ওপেন চ্যালেঞ্জ**  
Free সেবা 3 ঘণ্টায় 100% গ্যারান্টিতে সমাধান  
গ্রেমো বাধা, ব্যবসায় ক্ষতি, গৃহ কলহ, স্বামী-স্ত্রী বিরোধ, বিবাহে বাধা, সন্তান ও শত্রু থেকে পরিত্রাণ, গর্ভধন, কর্তব্য বাধা, গুপ্তবিন্দু, কল্যাণদায়, মুঠকরণ, জাদুটোনা, কলীকরণ স্পেশালিস্ট।  
ঘরে বসে A to Z সমস্যার সমাধান  
বাণী আমল সুফি যদি কারও স্বামী, প্রেমী অথবা মেয়ে কারও বশীভূত হয় তাহলে একবার অবশ্যই ফোন করুন আর ঘরে বসেই ক্রান্ত সমাধান পান  
স্পেশালিস্ট ২ বশীকরণ, মুঠকরণ এবং কল্যাণদায়  
Contact 9667700474

**প্রকৃত হোমিওপ্যাথি চিকিৎসা করুন কোলকাতার**  
NATIONAL INSTITUTE OF HOMEOPATHY  
এর ডাক্তারের কাছে  
21-25 January 2022  
Shivdatta Homoeo Centre, 36, Office Lane, +91-9206190329  
DR. SAMIT GHOSH B.H.M.S, D.N.Y.T.G.P & F.W.T CONSULTANT PHYSICIAN  
NATIONAL INSTITUTE OF HOMEOPATHY PERIPHERAL OPD

**ব্যাস এখন আর দুঃখ নয়**  
আপনি কি কষ্টে আছেন কেন যেহেতু সকল সমস্যারই রয়েছে সমাধান সমস্যা ১০০ শতাংশ অতিসম্ভব সমাধান পানেন আমাদের কাছে।  
মিয়া সুফি খান  
মেমন চাকরি, গৃহ অশান্তি, প্রেম, বিবাহ, কালো জাদু, সন্তান এর যন্ত্রণা অথবা শত্রুদমন, সন্তানের চিন্তা, ঋণ মুক্তি, বান মারা, আইন আদালত এই সব রকমের সমস্যার তুফান সমাধান পানেন আমাদের কাছের দ্বারা।  
যদি কারো স্ত্রী বা স্বামী, প্রেমিক বা প্রেমিকা, সন্তান অথবা মনের কাছের কোন ব্যক্তি অন্য কারোর বশে হয়ে থাকে তাহলে অতিসম্ভব আমাদের সঙ্গে যোগাযোগ করবেন।  
তত্ত্ব মন্ত্র বশীকরণ এবং অন্তঃ-এর স্পেশালিস্ট মিয়া সুফি খান। সত্যের একটি নাম।  
মোবাইল : 8798144508 / 8798144507  
ঠিকানা- ভোলাগিরি, আগরতলা, পশ্চিম ত্রিপুরা (নিয়ার শনি মন্দির)

Living Room • Dining • Bedroom • Mattress • Storage • Seating • Utility • Office  
New Radha Store: Hari Ganga Basak Road, Melarmath, Opposite Madan Mohan Ashram, Agartala, Tripura (W) - 799001. Tel. No.: 9436169674 | EXCLUSIVE SHOWROOM Email: newradhank@gmail.com  
India's first choice in furniture is NOW IN AGARTALA! UP TO 40% OFF  
FLAT 10% OFF + 2 PILLOWS FREE ON PURCHASE OF A MATTRESS  
Nilkamal® FURNITURE IDEAS